গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
মূল্যায়ন সেক্টর

প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষা প্রতিবেদন
“শিশুর বিকাশে প্রারম্ভিক শিক্ষা”-শীর্ষক প্রকল্প

প্রস্তুতকরণেঃ

এসোসিয়েটস ফর রিসার্চ ট্রেনিং এন্ড কম্পিউটার প্রসেসিং (আর্টকপ)

৬/বি, রাজা শ্রীনাথ ষ্ট্রীট, লালবাগ, ঢাকা-১২১১

জুন-২০১৭

প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষা প্রতিবেদন
“শিশুর বিকাশে প্রারম্ভিক শিক্ষা”-শীর্ষক প্রকল্প

<u>আর্টকপ-এর পরামর্শকবৃন্দ:</u>	<u>আইএমইডি-র কর্মকর্তাবৃন্দ:</u>
ড. মোঃ আহসান হাবীব **টিম লিডার ও মূল্যায়ন বিশেষজ্ঞ**	বেগম সুফিয়া আতিয়া যাকারিয়া **মহাপরিচালক** **মূল্যায়ন সেক্টর**
প্রফেসর ড. মুহাম্মদ কামাল উদ্দিন **মনস্তাত্ত্বিক বিশেষজ্ঞ**	জনাব মোঃ গোলাম কবীর পরিচালক **মূল্যায়ন সেক্টর**
সাবিনা শারমিন **আর্থ-সামাজিক বিশেষজ্ঞ**	**জনাব মো: হেলাল খান** **মূল্যায়ন কর্মকর্তা** **মূল্যায়ন সেক্টর**
মোহাম্মদ আরিফ সাত্তার **ডাটা ব্যবস্থাপনা বিশেষজ্ঞ**	

মূল্যায়ন সেক্টর
বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমইডি)
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

পরামর্শক প্রতিষ্ঠান:
এসোসিয়েটস ফর রিসার্চ ট্রেনিং এন্ড কম্পিউটার প্রসেসিং (আর্টকপ)
৬/বি, রাজা শ্রীনাথ ষ্ট্রীট, লালবাগ, ঢাকা-১২১১

সূচীপত্রঃ

ক্রমিক নং		সূচী বিবরণ	পৃষ্ঠা নং
		নির্বাহী সারসংক্ষেপ	**(iii)**
		Abbreviations	**(vii)**
প্রথম অধ্যায়:		**প্রকল্পের বিবরণ (প্রভাব মূল্যায়ন কার্যক্রমের আওতায় গৃহীত)**	**(১-৫)**
	১.১	প্রকল্পের পটভূমি	১
	১.২	প্রকল্প পরিচিতি ও ভৌগলিক অবস্থান	১
	১.৩	প্রকল্পের মূল কার্যক্রম	২
	১.৪	প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য	২
	১.৫	প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল (অনুমোদন/সংশোধন)	২
	১.৬	প্রকল্পের বাস্তবায়ন ও অগ্রগতি সময়কাল (প্রাক্কলিত ও বাস্তব)	৩
	১.৭	প্রকল্পের অর্থায়নের অবস্থা (প্রাক্কলিত ও বাস্তব)	৩
	১.৮	প্রকল্পের কম্পোনেন্ট ভিত্তিক ব্যয় ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি	৪
	১.৯	প্রকল্প পরিচালক সংক্রান্ত তথ্য	৫
দ্বিতীয় অধ্যায়:		**প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষা**	**(৬-১৪)**
	২.১	প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষার পটভূমি	৬
	২.২	প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষার উদ্দেশ্য	৬
	২.৩	প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষার কর্মপরিধি (TOR)	৭
	২.৪	প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষার কর্ম-পরিকল্পনা	৮
	২.৫	প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষার ধারণাগত কাঠামো	৯
	২.৬	প্রকল্প এলাকা	১০
	২.৭	প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষার তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি ও উপকরণ	১১
		২.৭.১: প্রকল্পের লগফ্রেম (Logframe)	১১
		২.৭.২ সমীক্ষা কাজের নমুনা ও নমুনায়ন কৌশল	১২
		২.৭.৩ সমীক্ষা কাজের জন্য নির্বাচিত ভৌগোলিক এলাকা	১২
		২.৭.৪ সংখ্যাতাত্ত্বিক (Quantitative Method) তথ্য সংগ্রহ	১৩
		২.৭.৫ গুণগত তথ্য সংগ্রহ (Qualitative Method) উৎস এবং আকার	১৩
	২.৮	তথ্য প্রক্রিয়াকরণ ও বিশ্লেষণ	১৪
	২.৯	প্রতিবেদন তৈরি	১৪
তৃতীয় অধ্যায়:		**প্রকল্পের আর্থিক কার্যক্রম ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা**	**(১৫-২১)**
	৩.১	ভূমিকা	১৫
	৩.২	প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল বিলম্বের কারণ বিশ্লেষণ	১৫
	৩.৩	আর্থিক ব্যয় ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি বিশ্লেষণ (টিপিপি এবং পিসিআর অনুযায়ী)	১৬
	৩.৪	রাজস্ব কম্পোনেন্ট	১৭
	৩.৫	ক্যাপিটাল কম্পোনেন্ট	২০
	৩.৬	আর্থিক অগ্রগতি বিশ্লেষণ (প্রকল্পের উদ্দেশ্য অনুযায়ী)	২১
চতুর্থ অধ্যায়:		**প্রকল্পের প্রকিউরমেন্ট পর্যালোচনা**	**(২২-২৪)**
	৪.১	ভূমিকা	২২
	৪.২	ক্রয় প্রক্রিয়ায় পিপিএ-২০০৬ এবং পিপিআর-২০০৮ অনুসরণ সংক্রান্ত	২২
	৪.৩	ক্রয় কার্যক্রম যাচাই	২২
	৪.৪	প্রকিউরমেন্ট পর্যালোচনা	২৪
পঞ্চম অধ্যায়:		**প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনের পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ**	**(২৫-২৭)**
	৫.১	শিশু শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপন ও পরিচালন	২৫
	৫.২	শিশু কেন্দ্রের ভৌত অবকাঠামো সুবিধা	২৫
	৫.৩	সামাজিক উদ্বুদ্ধকরণ ও গণযোগাযোগ	২৫
	৫.৪	শিশু নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন	২৬
	৫.৫	শিশু একাডেমীতে শিশু বিকাশ কেন্দ্র স্থাপন ও পরিচালন	২৬

	৫.৬	প্রকল্পের ক্রয় প্রক্রিয়া অনুমোদন ও সম্পাদন	২৬
	৫.৭	শিশু শিক্ষার পরিবেশ ও মান উন্নয়ন	২৬
	৫.৮	শিক্ষক নিয়োগ ও প্রশিক্ষণ	২৬
	৫.৯	শিশু কেন্দ্রের খেলনা সামগ্রী	২৭
	৫.১০	শিখন ও শিক্ষা উপকরণ	২৭
ষষ্ঠ অধ্যায়:		**প্রকল্পের সবল, দুর্বল, সুযোগ ও ঝুকিঁ বিশ্লেষণ**	**(২৮-২৯)**
	৬.১	সবল দিক	২৮
	৬.২	দূর্বল দিক	২৮
	৬.৩	সুযোগ	২৯
	৬.৪	ঝুকিঁ	২৯
সপ্তম অধ্যায়:		**সমীক্ষার মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্যের উপস্থাপন, বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনা**	**(৩০-৪৩)**
	৭.১	প্রকল্প দ্বারা পরিচালিত শিশু শিক্ষা কেন্দ্র	৩০
	৭.২	কেন্দ্র ফ্যাসিলিটিজ	৩০
	৭.৩	কেন্দ্রের ব্যয় বিষয়ক	৩১
	৭.৪	কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা	৩২
	৭.৫	কেন্দ্র শিক্ষক বিষয়ক	৩৫
	৭.৬	শিক্ষার্থী এবং শিক্ষা কার্যক্রমের মান সম্পর্কিত	৩৬
	৭.৭	সামাজিক উদ্বুদ্ধকরণ	৩৭
	৭.৮	প্রশিক্ষণ কার্যক্রম	৩৭
	৭.৯	প্রকল্পের গুণগত বিশ্লেষণ	৩৯
অষ্টম অধ্যায়:		**সুপারিশমালা ও উপসংহার**	**(৪৪-৪৫)**
	৮.১	সুপারিশমালা	৪৪
	৮.২	উপসংহার	৪৫
গ্রন্থপুঞ্জি (Bibliography)			৪৫
পরিশিষ্ট নং			**(৪৬-৮১)**
১.	শিশুর ভাষাগত ও গাণিতিক ধারণার অভিক্ষা		৪৬
২.	কেন্দ্র শিক্ষক/পরিচালক এর জন্য চেকলিস্ট এবং কেন্দ্রের সম্পর্কিত তথ্য		৬২
৩.	ফোকাস গ্রুপ আলোচনা (FGD) সমীক্ষাপত্র: অভিভাবক ও কমিউনিটি লিডার		৬৭
৪.	প্রকল্পের বাস্তবায়ন, বরাদ্দ এবং ব্যয় সংক্রান্ত: প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের জন্য KII চেকলিস্ট		৬৯
৫.	পিপিআর ২০০৮ এবং উন্নয়ন সহযোগীর গাইড লাইন অনুযায়ী মালামাল ক্রয় সংক্রান্ত তথ্যাবলী চেকলিস্ট		৭২
৬.	ডিপিপি, টিপিপি এবং আরটিপিপি অনুযায়ী পণ্য, কার্য ও সেবা পরিমাণ ও গুণগতমান সংক্রান্ত তথ্যাবলী পর্যালোচনা চেকলিস্ট		৭৪
৭.	প্রকল্প বাস্তবায়ন ও সহায়তাকারী সংস্থা কর্তৃক ব্যয় এবং কার্যক্রম অগ্রগতি সমীক্ষা চেকলিস্ট		৭৬
৮.	ডকুমেন্ট পর্যালোচনা চেকলিস্ট		৭৮
৯.	সমীক্ষা কাজের ধারণকৃত কিছু ছবি		৭৯

নির্বাহী সারসংক্ষেপ

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং বাংলাদেশ শিশু একাডেমির উদ্যোগে বাংলাদেশ সরকার ও ইউনিসেফ- এর যৌথ অর্থায়নে শিশুর বিকাশে প্রারম্ভিক শিক্ষা শিরোনামে একটি প্রকল্প বাস্তবায়িত করে। প্রকল্পটি জুলাই ২০০৬ হতে ডিসেম্বর ২০১০ পর্যন্ত মেয়াদকালে বাস্তবায়নের কথা থাকলেও প্রকল্প সংশোধন অনুমোদনের প্রেক্ষিতে তা ফেব্রুয়ারি ২০০৭ হতে ডিসেম্বর ২০১৩ মেয়াদকালে সমাপ্ত করা হয়। বাংলাদেশ শিশু একাডেমী বাস্তবায়নকারী সংস্থাঃ হিসেবে মোট ২৭টি এলাকা নিয়ে প্রকল্পটি কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। জন্ম থেকে ছয় বছর বয়সী শিশুদের বয়স উপযোগী পারস্পারিক যত্ন এবং শিশু সুলভ শিক্ষার অনুকূল ও নিরাপদ পরিবেশে কেন্দ্রে, বাড়ীতে এবং কমিউনিটি প্রাক-শিক্ষা কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করানো এবং তাদের বুদ্ধিবৃত্তিক, আবেগিক এবং ভাষাগত সক্ষমতা উন্নয়নের মাধ্যমে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়াশুনা করার উপযোগী করে গড়ে তোলাই ছিল এই প্রকল্পের প্রধান উদ্দেশ্য।

প্রধানত দু'টি পদ্ধতিতে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে, যথা সংখ্যাগত তথ্য সংগ্রহ (Quantitative Method) ও গুণগত তথ্য সংগ্রহ (Qualitative Method)। সংখ্যাগত তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে শিশু এবং কেন্দ্র শিক্ষকগণের সামনা সামনি সাক্ষাতকার গ্রহণ করা হয়েছে। গুণগত তথ্য সংগ্রহের জন্য ফোকাস গ্রুপ আলোচনা (FGD) এবং কী ইনফরমেন্ট ইন্টারভিউ (KII) পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে। এ ছাড়া প্রয়োজনীয় দলিল ও প্রতিবেদন (যেমন, টিপিপিহর রিপোর্ট, প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন, ECCD সম্পর্কিত নীতি, জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০ এবং জাতীয় শিশুনীতি-২০১১ ইত্যাদি) পর্যালোচনা করা হয়েছে।

প্রভাব মূল্যায়নের জন্য ১৪ টি জেলা থেকে মোট ৫৪টি শিশু শিক্ষাকেন্দ্র নির্বাচন করা হয়। নির্বাচিত এলাকাগুলো সিটি কর্পোরেশন এবং পৌরসভাসহ, পার্বত্য এলাকা (কক্সবাজার) এবং হাওর (হবিগঞ্জ) অন্তর্ভুক্ত ছিল। অভীক্ষায় অংশগ্রহণকারী শিশুর মধ্যে পরীক্ষণদলে ছিল ছেলে ১৪৩জন মেয়ে ১৯৬ জন করে মোট ৩৩৯জন এবং নিয়ন্ত্রিতদলে ছিল ছেলে ১৪৭ জন ও মেয়ে ১৮১ জন করে মোট ৩২৮ জন। বাস্তবায়নকারী সংস্থা ব্র্যাক থেকে পরীক্ষণদল ২৭১ জন ও নিয়ন্ত্রিতদল থেকে ২৫৮ জন, গ্রামীণ শিক্ষা থেকে পরীক্ষণদল ৫৭ জন ও নিয়ন্ত্রিতদল থেকে ৫৮ জন এবং ফুলকি থেকে পরীক্ষণদল ১১জন ও নিয়ন্ত্রিতদল থেকে ১২জন শিক্ষার্থীর অভীক্ষা গ্রহণ করা হয়।

শিশু শিক্ষাকেন্দ্রগুলোতে গড়ে ৩৩জন শিক্ষার্থী অধ্যয়ন করতে পেরেছে , যেখানে কমপক্ষে ২৮জন থেকে সর্বোচ্চ ৬০ জন শিক্ষার্থী ছিল বলে রেকর্ড পাওয়া গেছে। শিক্ষার্থীদের মধ্যে প্রতি শিক্ষাকেন্দ্রের প্রায় অর্ধেক মেয়ে শিশু অংশগ্রহণ করেছিল। জরিপকৃত কেন্দ্রগুলোর মধ্যে ৮৮% কেন্দ্রগুলোতে প্রতিবন্ধী শিশু এই প্রকল্পের শিক্ষা কার্যক্রমের আওতায় এসেছে। শিশু বিকাশে প্রারম্ভিক শিক্ষা প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য কেন্দ্রভিত্তিক যে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করা হয় তার বেশিরভাগই এক কক্ষবিশিষ্ট শ্রেণিকক্ষ পরিচালিত হত। কেন্দ্রগুলোর বেশির ভাগ ছিল আধা-পাকা, টিনের ছাউনি ও টিন বেষ্টিত কক্ষ । জরিপকৃত সবগুলো শিশু শিক্ষাকেন্দ্রে শতভাগ লজিস্টিক সরবরাহ ছিল বলে রিপোর্ট করা হয়। শ্রেণিকক্ষ লজিস্টিকের মধ্যে ছিল চার্ট, বোর্ড, ডাস্টার, কলম ও পেন্সিল। এছাড়া শ্রেণিকক্ষ লেখা ও অঙ্কনের জন্য শতভাগ কেন্দ্রে কলম, পেন্সিল, কাগজ ও রঙিন পেন্সিল সরবরাহ করা হয়েছিল। স্টেশণারী এবং লজিস্টিক ছাড়াও প্রায় সবগুলো খেলার সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছিল। শিশুদের জন্য ৮৮ভাগ কেন্দ্রে একটি করে ব্যবহারযোগ্য টয়লেট ছিল। শিশুদের জন্য ৮৬% কেন্দ্রে নিরাপদ খাবার পানির ব্যবস্থা ছিল।

প্রতিটি কেন্দ্র ব্যবস্থাপনার জন্য একটি ম্যানেজমেন্ট কমিটি কাজ করেছে। ম্যানেজমেন্ট কমিটি গড়ে ৪-৭ জন সদস্য ছিল। অর্ধেকের বেশি নারী সদস্য অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাগুলোতে আলোচ্য বিষয়বস্তু শিক্ষার্থীর উপস্থিতি হতে শুরু করে কেন্দ্রের পরিবেশ সম্পর্কিত বিষয়াদি প্রাধান্য পেয়েছে। ব্যবস্থাপনা কমিটির সভা ছাড়াও কেন্দ্রগুলো নিয়মিত অভিভাবক সভার আয়োজন করে থাকে। এছাড়া কেন্দ্রগুলো সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য মনিটরিং-এর ব্যবস্থা পরিলক্ষিত হয়।

অভীক্ষার ফলাফল বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, তিনটি উপঅভীক্ষায় গড়ে পরীক্ষণদল ২৪.৩৩ এবং নিয়ন্ত্রিত দল ২৪.১৮ পেয়েছে। অর্থাৎ শিশু বিকাশ কেন্দ্রে অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীরা নিয়ন্ত্রিত দল থেকে অপেক্ষাকৃত ভাল ফলাফল পরিদর্শন করেছে। যদিও এই পার্থক্য পরিসংখ্যাণগতভাবে তাৎপর্যপূর্ণ নয়, তবুও এটি প্রতীয়মান করে যে, যেখানে বর্তমান প্রকল্পে অংশগ্রহণকারী শিশুরা বেশিরভাগই নিম্নবিত্ত কর্মজীবী, বস্তিবাসীদের সন্তানরা অন্যান্য সাধারণ শিশুদের সমপর্যায়ে অথবা তার থেকে বেশি পারদর্শিতা প্রদর্শণ করেছে।

অভীক্ষার তিনটির মধ্যে দু'টি উপঅভীক্ষা যথা সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য এবং সংখ্যা পরিসর উপঅভীক্ষায় প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষায় অংশগ্রহণকারী শিশুরা অপেক্ষাকৃত ভাল করেছে। ধারণা করা যায়, শিশু বিকাশ কেন্দ্রে গৃহীত শব্দ পরিচয়, গল্প শোনা, গল্প বলা, খেলাধূলা, ছবি আঁকা, প্রদর্শন ও বর্ণনার কার্যক্রম এইসব শিক্ষার্থীদের ভাষার ব্যবহারের দক্ষতা বাড়াতে সাহায্য করেছে। একইভাবে বিভিন্ন মূর্ত উপকরণ সামগ্রী যেমন লোগো, ফ্লাস কার্ড ইত্যাদির মাধ্যমে সংখ্যার ধারণা, চিহ্নিতকরণ এবং প্রয়োগ কার্যক্রম শিক্ষার্থীদের মধ্যে সংখ্যা বিষয়ক বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশকে ত্বরান্বিত করেছে।

শিশু বিকাশে প্রারম্ভিক শিক্ষা প্রকল্পটির উদ্দেশ্য ছিল প্রারম্ভিক স্তরে শিশুর বিকাশের জন্য জনসচেতনতা, জাতীয় নীতিমালায় প্রারম্ভিক শিক্ষা অন্তর্ভুক্তকরণের মাধ্যমে প্রারম্ভিক শিক্ষাকে একটি নিয়মিত ও প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয়ার জন্য এ্যাডভোকেসি করা। গবেষণায় সংগৃহীত তথ্যাদিকে থিমেটিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে যে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো উঠে এসেছে তা নিচে আলোচনা করা হলো-

বেশিরভাগ অভিভাবক প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর তথা খেটে খাওয়া, ছোট ব্যবসায়ী কিংবা গ্রামের গৃহবধু এবং তাদের অনেকেরই ভাল শিক্ষাগত অভিজ্ঞতা নেই। তবে বাস্তবায়ন সংস্থাগুলোর প্রজেক্ট প্রারম্ভিক ক্যাম্পেইন, ফিল্ড ওয়ার্ক এবং মায়েদের নিয়ে সমাবেশ প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার প্রতি এক ধরনের ইতিবাচক ধারণা তৈরি করতে সক্ষম হয়েছে।

অভিভাবকদের সাথে দলীয় আলোচনা থেকে এটা সুস্পষ্ট যে, ''শিশুর বিকাশে প্রারম্ভিক শিক্ষা'' প্রজেক্ট সম্পর্কে সরাসরি ধারণা না থাকলেও শিশুর বিকাশে প্রারম্ভিক শিক্ষা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে তারা মনে করেন। অভিভাবকরা মনে করেন পড়াশুনার দিক দিয়ে যেমন পরিবর্তন এসেছে, তেমনি পরিবর্তন এসেছে শিশুদের আচার-আচরণের দিক দিয়েও। শিশুকেন্দ্র বিশেষ করে শিল্প ও বস্তি এলাকায় যেখানে বাবা-মা উভয়ই কাজ করেন এবং সন্তানকে দেখাশুনার করার কেউ নেই সেখানে এর চাহিদা অত্যাধিক। কর্মজীবী অভিভাবকরা ছোট ছোট শিশুদের ঘরে রেখে যাওয়ায় দুর্ঘটনায় পড়তে পারে আশঙ্কায় অভিভাবকরা এসব শিশু শিক্ষাকেন্দ্রকে স্বল্প সময়ের জন্যও হলেও শিশুদের আশ্রয় হিসেবে দেখে।

প্রজেক্টের আওতায় মায়েদের/ অভিভাবকদের সরাসরি কোন প্রশিক্ষণ প্রদান করা না হলেও প্রতি মাসে ভিন্ন ভিন্ন বিষয় নিয়ে অভিভাবক সেশন বা অভিভাবক সমাবেশ পরিচালিত হত। শিশুদের নিয়মিত সময়ানুযায়ি স্কুলে পাঠনো, পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন পোষাক পরিধান করা, শিশুর যত্ন নেয়া, নখ কাটা, দাঁত মাজা, খাবার আগে হাত ধোয়া ইত্যাদি সম্পর্কে অভিভাবক সেশনে আলোচনা করা হত বলে অভিভাকরা অভিমত দেন। আর প্রশিক্ষণের বিষয়ে জানা যায় যে, প্রশিক্ষণ পরিচালিত হয়েছে শিক্ষক ও কর্মকর্তাবৃন্দের মাঝে। প্রশিক্ষণগুলোতে শিশুদের মাঝে ফলপ্রসু পাঠদান পদ্ধতি সম্পর্কে এখানে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

অভিভাবকরা শিশু শিক্ষাকেন্দ্রে আসার পর শিশুদের মধ্যে ব্যাপক পরিবর্তনের নানাদিক নিয়ে উল্লেখ করেছেন। তাদের কথায় উঠে এসেছে শিশু শিক্ষা কার্যক্রম কীভাবে শিশুদের বুদ্ধিবৃত্তিক, আবেগিক, সামাজিক এবং ভাষাগত দক্ষতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করেছে।

অভিভাবকরা উভয়ই কর্মজীবী হওয়ায় ও শিক্ষাগত যোগ্যতা না থাকায় শিশুদের লেখাপড়ার বিষয়ে সময় ও পাঠদানে সহযোগিতা করতে পারতেন না। প্রাইমারি স্কুলে ভর্তির জন্য যে প্রারম্ভিক যোগ্যতা থাকা আবশ্যক তা ব্র্যাক পরিচালিত শিশু শিক্ষাকেন্দ্রে পাঠদানের কারণে নিশ্চিত করতে পেরেছেন বলে অভিভাবকরা জানান। আগে যেখানে শিশুটি সঠিকভাবে কথা গুছিয়ে বলতে পারত না, এখন সে *''ছড়া শিখছে, পড়তি পারে। হাতের লেখা সুন্দর হয়েছে''*। পড়ালেখার প্রতি আগ্রহ বাড়ার পেছনে এসব শিশু শিক্ষাকেন্দ্রগুলো অবদান রাখছে বলে তারা জানান।

কেন্দ্রে অংশগ্রহণকারী শিশুদের মধ্যে যেমন ভাষার বিকাশ হয়েছে তেমনি আবেগীয় বিকাশের পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। এক সময় যে শিশুরা সমবয়সী শিশুদের সাথে মিশতে পারে না, সব সময় চুপচাপ থাকত। এখানে তথা শিশু শিক্ষাকেন্দ্রে এসে সে ভাল করেছে। তেমনি আশেপাশের মানুষের সাথেও যোগাযোগ স্থাপনে সক্ষম হচ্ছে। শিশুদের মাঝে সহযোগিতামূলক মনোভাব তৈরি হয়েছে বলে দলীয় আলোচনায় উঠে এসেছে। শিশু শিক্ষাকেন্দ্রগুলোতে প্রারম্ভিক অক্ষরজ্ঞান, ভাষার দক্ষতার পাশাপাশি শিশুদের সামাজিক বিকাশের উপর জোর দেয়া হয়েছে। এখানে শিশুদের অভিভাবকদের সন্মান করা, সকলের সাথে মিলেমিশে থাকা, ঝগড়া-মারামারি না করার বিষয়ে অভিহিত করা হত। অভিভাবকদের সাথে দলীয় আলোচনায়ও শিশুদের মধ্যে এরূপ আচরণের প্রতিফলনের উল্লেখ পাওয়া যায়।

সোয়াত বিশ্লেষণ (SWOT Analysis)

সবল দিক: এই প্রকল্পের সবল দিকগুলো হলো যেসব এলাকা দুর্গম ও প্রত্যন্ত সেখানে এসব শিশু শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপিত হওয়ায় শিশুরা লেখাপড়ার সুযোগ পাচ্ছে। নিরিবিলি পরিবেশে বাড়ির অতি সন্নিকটে শিক্ষাকেন্দ্রগুলো অবস্থানের কারণে এবং রাস্তা পারাপারের ঝুঁকি নিতে হয় না বলে শিশুদের মধ্যে যেমন শিক্ষার প্রতি আগ্রহ বেড়েছে তেমনি অভিভাবকরাও সচেতন হয়েছেন। ঝুঁকিপূর্ণ এলাকাগুলো যেমন পতিতালয়, জেলখানা, হাওড় ও উপকূলীয় এলাকাতে সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের এই শিক্ষা কার্যক্রমের আওতায় নিয়ে আসা সম্ভব হয়েছে। শিক্ষকেরা এখানে শিশুদের মাতৃস্নেহে শিক্ষা উপকরণের সাহায্যে পাঠদান করেন বলে শিশুদের মধ্যে স্কুল ভীতি ও জড়তা দূর হয়েছে। এসব শিক্ষাকেন্দ্রে শতভাগ ভর্তি নিশ্চিত করার পাশাপাশি শিক্ষার্থী ঝরে পড়া রোধ করা সম্ভব হয়েছে।

দুর্বল দিক: প্রকল্পের দুর্বল দিকগুলো হলো, প্রকল্পের মেয়াদ ২০১৩ সালে শেষ হয়ে যাওয়ায় বর্তমানে অধিকাংশ স্কুলের কার্যক্রম পরিচালনা বন্ধ আছে। অন্যদিকে প্রকল্পের স্থায়িত্ব কম হওয়ার কারণে স্থায়ী কোন স্কুলের অবকাঠামো গড়ে উঠেনি। শিশুদের পোষাক ও টিফিন বিতরণের ব্যবস্থা ছিল না। প্রকল্প শেষ হয়ে যাওয়ায় প্লে কর্ণারের খেলনাগুলো পুরাতন ও ব্যবহারের অনুপোযোগি হয়ে গেছে।

শিক্ষকদের বেতন কম হওয়ায় তাদের মধ্যে চাকুরি পরিবর্তনের প্রবণতা বা ঝোঁক বেশি দেখা যায়। প্রকল্পের সুফলগুলো মিডিয়ায় প্রচার করা হয় না বলে এলাকার সাধারণ মানুষ এ বিষয়ে যথেষ্ট ওয়াকিবহাল নয় ।

সুযোগ: দুর্গম ও সুবিধাবঞ্চিত মানুষের ঘনবসতি এলাকায় অধিকাংশ শিশু শিক্ষাকেন্দ্রগুলো অবস্থানের কারণে সুবিধাবঞ্চিত শিশুরা এখানে বিনা বেতনে শিক্ষা লাভের সুযোগ পাচ্ছে। সমাজের নিম্ন আয়ের পরিবারের শিশুদের স্কুল গমন নিশ্চিত করা গেছে। এলাকায় এসব স্কুল প্রতিষ্ঠার ফলে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। শহরাঞ্চলে বিশেষ করে শিল্প এলাকা এবং গার্মেন্টস ফ্যাক্টরি সংলগ্ন এলাকায় বাবা-মা দীর্ঘ সময়ের জন্য কর্মে নিয়োজিত থাকার কারণে এসব এলাকায় শিশু কেন্দ্রগুলোর ব্যাপক চাহিদা রয়েছে।

ঝুঁকি: শিশু শিক্ষাকেন্দ্রগুলো ব্যাপক সুযোগ ও চাহিদা তৈরি করলেও কেন্দ্র কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার ক্ষেত্রে বহুমুখী ঝুঁকির কথা প্রভাব মূল্যায়ন গবেষণায় উঠে এসেছে। সব ঝুঁকি যেমন রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ঠিক তেমনি কিরূপ তাও নির্ণায়ক হিসেবে কাজ করে। প্রকল্প শেষ হওয়ার কারণে জনবল না থাকায় শিক্ষাকেন্দ্রগুলো চালু রাখা সমস্যা দেখা দিয়েছে। স্থায়ী বাসিন্দা না হওয়ায় শিশুদের ঝড়ে পড়ার হার বেশি এবং যা শিশুদের শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত করে। শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপনের ক্ষেত্রে অনেক সময় চাহিদানুযায়ী ঘর পাওয়া যায় না। শিশুর ভর্তির সময় রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ ও চাঁদা আদায়ের বিষয়টিও এখানে উঠে এসছে।

সুপারিশমালা :

১. শিশু বিকাশ এর জন্য পরিচালিত কেন্দ্রগুলো বেশীর ভাগ অবকাঠামো পুরাতন এবং শিশুবান্ধব নয়। কেন্দ্রগুলোর বেশীর ভাগই আধাপাকা বা কাঁচা হওয়ায় শিশুদের স্বাস্থ্য নিরাপত্তার জন্য ঝুকিঁপূর্ণ। স্কুলের অবকাঠামো উন্নয়নসহ (ভাল ছাউনি কিংবা পাকা ছাদ) শিশুদের বসার জন্য ভাল চাটাই বা বেঞ্চের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

২. শিশু বিকাশ কেন্দ্র সবসময় খোলামেলা প্রশস্ত থাকা উচিৎ যাতে শিশু বিকাশের জন্য সবধরনের শিখন কর্মকান্ড পরিচালনা করা সম্ভব হয়। সেক্ষেত্রে কেন্দ্রগুলো বহুকক্ষ বিশিষ্ট এবং পর্যাপ্ত আলো বাতাসের ব্যবস্থা রয়েছে এমন জায়গায় স্থাপন করলে শিশু বিকাশ কর্মকান্ড অধিক দক্ষতার সাথে পরিচালনা করা সম্ভব হবে। সেখানে ছোট হলেওে একটি খেলার মাঠ রেখে শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপন করার সুপারিশ করা হলো।

৩. শিশু বিকাশ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য শিশুদের শিশুকেন্দ্রটি একটি আরামদায়ক ও প্রশান্তিময় স্থান হওয়া প্রয়োজন। প্রতিটি শিশু শিক্ষাকেন্দ্রে পর্যাপ্ত ফ্যান, লাইট- এর ব্যবস্থা করতে হবে।

৪. শহরাঞ্চলে শিল্প বা বিশেষায়িত এলাকা যেমন-গার্মেন্টস এবং হাওড়, পতিতালয়, জেলখানা ইত্যাদি পল্লীতে শিশু কেন্দ্রগুলোর ব্যাপক চাহিদা লক্ষ করা যায়। এসব এলাকায় আরো নতুন শিশু শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপন বা অতিরিক্ত শিশু গ্রহণের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা যেতে পারে। এছাড়া বন্ধ হয়ে যাওয়া হালপাতালের শিশু যত্নকেন্দ্রগুলোতে নির্দিষ্ট জনবল নিয়োগ করে পুনরায় চালু করার মাধ্যমে শিশুকেন্দ্রের সেবা অধিকতর প্রশস্ত করা যেতে পারে।

৫. মানসম্মত শিক্ষা কার্যক্রমের জন্য দক্ষ শিক্ষক একটি পূর্বশর্ত। দক্ষ শিক্ষক দের জন্য উপযুক্ত সম্মানী ও প্রণোদনা আবশ্যিক। কেন্দ্রগুলোতে নিয়মিত বা দীর্ঘ সময় দক্ষ শিক্ষক নিয়োজিত থাকার জন্য শিক্ষকদের পারিশ্রমিক, প্রশিক্ষণ, ও উপকরণের জন্য অর্থ বরাদ্দ বাড়ানো প্রয়োজন।

৬. বেশীরভাগ পরিবার দরিদ্র ও নিম্নআয়ের কর্মজীবী হওয়ার কারণে শিশুদেরকে যথোপযুক্ত খাবার সরবারাহের ব্যবস্থা করতে সক্ষম নয়। শিশুরা দীর্ঘসময় শিশুকেন্দ্রে অবস্থান করায়, তাদেরকে উদ্দীপিত ও শিখন উপোযোগী রাখার জন্য শিশুদের হালকা টিফিন-এর ব্যবস্থা করা দরকার।

৭. প্রশিক্ষণ যে কোনো কার্যক্রমের সক্ষমতা বৃদ্ধি করে। শিশু বিকাশে প্রারম্ভিক শিক্ষা একটি তুলনামূলক নতুন বিষয় হওয়াতে শিক্ষকদের উচ্চতর বিশেষ করে শিশু শিক্ষা এবং উপকরণ তৈরির উপর প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা করার মাধ্যমে শিশু শিক্ষাকে অধিক কার্যকরী করা যেতে পারে।

৮. প্রকল্পের কাজ সঠিকভাবে বাস্তবায়নের জন্য প্রকল্প যথাযথ সময়ে শুরু করা বাঞ্চনীয়। প্রকল্প প্রস্তাব প্রেরণ থেকে শুরু করে প্রকল্প অনুমোদন এবং বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া সহজতর করার কৌশল বের করা যেতে পারে।

৯. শিশু বিকাশ কার্যক্রম শিক্ষার্থীদের বুদ্ধিবৃত্তিক, আবেগিক, সামাজিক ও ভাষাগত বিকাশে উন্নয়নের মাধ্যমে শিশুকে প্রাথমিক শিক্ষা সাফল্যজনকভাবে চালিয়ে যেতে সহায়তা করে। সকল শিশুকে এই ব্যবস্থাপনার আওতায় আনার জন্য আরো অধিক সংখ্যক শিশু শিক্ষা কার্যক্রম গ্রহণ করা যেতে পারে।

১০. একটি সমন্বিত সামাজিক উদ্বুদ্ধকরন, পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করার লক্ষ্যে বিভিন্ন সংস্থার মাধ্যমে সমাজের সর্বস্তরের মানুষের সহযোগিতা এবং সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য অধিকতর এডভোকেসি কার্যক্রম গ্রহণ করা যেতে পারে।

নাগরিক সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত পরিবার থেকে আসা শিশুদের মাঝে শিক্ষার আলো প্রদানে এ প্রকল্প গ্রহণ সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত ছিল বলে প্রতীয়মান হয়। শিশু শিক্ষাকে শিক্ষার মূলধারায় আনার জন্য এই ধরনের আরো প্রকল্প গ্রহণ করা যেতে পারে। তবে যারা শিক্ষাদানের কাজটি করেন সেই সকল শিক্ষকদের জীবনমান উন্নয়নে এবং শিক্ষা কেন্দ্রগুলোর ভৌত অবকাঠামো উন্নয়নে সরকারকে আরো মনোযোগী হওয়া উচিৎ।

Abbreviations

ADB	Asian Development Bank
ADP	Annual Development Plan
AWP	Annual Work Plan
BGGA	Bangladesh Girls Guides' Association
BEN	Bangladesh ECD Network
BSA	Bangladesh Shishu Academy
CAMPE	Campaign for Population Education
CDAC	Community Development Advancement Center
CECCD	Comprehensive Early Childhood Care & Development
CHTDB	Chittagong Hill Tracts Development Board
CHT	Chittagong Hill Tracts
CPAP	Country Program Action Plan
CRC	Convention of the Rights of the Child
DG	Director General
DPE	Department of Primary Education
DPP	Development Project Proposal
ECD	Early Child Development
ECCD	Early Childhood Care and Development
ECNEC	Executive Committee of the National Economic Council
ELC	Early Learning Center
ELCD	Early Learning for Child Development
ELCDP	Early Learning For Child Development Project
ELDS	Early Learning and Development Standards
ERD	Economic Relations Division
FGD	Focus Group Discussion
GED	General Economics Division
GO	Government Order
GOB	Government of Bangladesh
GS	Grameen Shikkha
ICDP	Integrated Community Development Program
ICMH	Institute of Child & Mother Health
IMED	Implementation Monitoring & Evaluation Division
INGO	International Non Government Organization
MCWC	Maternity and Child Welfare Center
MoHFW	Ministry of Health and Family Welfare
MoP	Ministry of Planning
MoWCA	Ministry of Women & Children Affairs
NCTB	National Curriculum and Text Book Board
NGO	Non Government Organization
NIPORT	National Institute of Population Research & Training
NOA	Notification of Award
NPA	National Plan of Action
O & M	Operation and Maintenance
PAR	Project Appraisal Report
PCR	Project Completion Report
PD	Project Director
PIU	Project Implementation Unit
PP	Project Personnel
PPE	Pre-Primary Education

PPR	Public Procurement Rules
PSC	Project Steering Committee
RADP	Revised Annual Development Plan
RDPP	Revised Development Project Proposal
RPA	Re-imbursible Project Aid
RTMI	Research Training and Management International
RTTP	Revised Technical Assistance Project Proposal/Proforma
SARPV	Social Assistance and Rehabilitation for the Physically Vulnerable
SCFLE	Safe Child Friendly Learning Environment
SBK	Shishu Bikash Kendra
SWOT	Strengths, Weakness, Opportunities & Threats
TAPP	Technical Assistance Project Proposal/Proforma
TOR	Terms of Reference
TPP	Technical Project Proposal
UNDAF	United Nations Development Assistance Framework
UNHCR	United Nations High Commissioner for Refugee
UNICEF	United Nations International Children's Emergency Fund

প্রথম অধ্যায়: প্রকল্প বিবরণ

১.১ প্রকল্পের পটভূমি:

বৈশ্বিক অভিজ্ঞতা গুলো বিশ্লেষণ করলে পরিষ্কারভাবে বোঝা যায় শিশুর জ্ঞান ও মনোসামাজিক উন্নয়নে কেন্দ্রভিত্তিক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। বিশেষ করে সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের ক্ষেত্রে শৈশবেই কেন্দ্রভিত্তিক শিশু শিক্ষা পরবর্তীতে ঐ সকল শিশুদের জন্য আশীর্বাদস্বরূপ হয়ে ওঠে।

শৈশবের প্রথমদিকের বছরগুলোতে যে সকল শিশু আনুষ্ঠানিক কেন্দ্রভিত্তিক শিক্ষার মাধ্যমে জ্ঞান ও মনোসামাজিক উন্নয়নের জন্য বয়স উপযুক্ত শিক্ষা গ্রহণ করে, প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এই সকল শিশুর উচ্চ ভর্তির হার, কম পুনরাবৃত্তি এবং কম ঝরে পড়া পরিলক্ষিত হয়। শিশু শিক্ষায় অংশগ্রহণকারী শিশুরা সু-স্বাস্থ্যের অধিকারী হয়ে থাকে। এছাড়াও সামাজিক যোগাযোগের মত বিশেষ বিষয়গুলোতে তারা দক্ষ হয়ে উঠে। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে সংখ্যাগরিষ্ঠ শিশু-কিশোরদের জ্ঞান ও মনোসামাজিক উন্নয়ন সংক্রান্ত শিক্ষাগ্রহণের সুযোগ সীমিত। দেশের দারিদ্র আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটই এই অবাঞ্চিত দুর্দশার মূল কারণ। তাছাড়াও আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ হিসেবে বলা যায়, স্বাস্থ্য এবং শিক্ষা ব্যবস্থা পরিসেবা প্রদানকারী শিশুবিকাশ সংশ্লিষ্ট সেবা প্রদানের দক্ষতা ও ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ গ্রহণ না করা। সার্বিক বিবেচনায় বলা যায়, যেখানে সংখ্যাগরিষ্ট শিশু উপযুক্ত শিশু শিক্ষা গ্রহণ করতে পারছে না, সেখানে সিংহভাগ শিশুদের সম্ভাব্য বিকাশ বাধাগ্রস্থ হতে বাধ্য। শিশুকে যদি সঠিক শিশু শিক্ষার মাধ্যমে ছয় বছর বয়সের মধ্যেই প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তির জন্য প্রস্তুত করা হয় তাহলে শিশুর কম স্মৃতিশক্তি হার এবং কম ঝরে পড়ার ফলাফলে বিশেষ অবদান রাখবে।

বাংলাদেশ ও ইউনিসেফের যৌথ উদ্যোগ ও সহযোগিতায়, ২০০১-২০০৫ সালে শৈশবের উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন কার্যক্রম গ্রহণ করে সেবাগ্রহণকারীদের জন্য নিরাপদ, সুরক্ষিত, সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং উপযুক্ত পরিবেশে গর্ভধারণ থেকে পাঁচ বছর বয়সী শিশুর মানসিক ও সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে শিশুদের শিক্ষা প্রদান করা হয়। শিশুদের জ্ঞান ও সামাজিক মনন উন্নয়নের লক্ষ্যে একটি সফল প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম গ্রহণ এই প্রকল্পের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ ছিল। ২০০১ সালে যখন শিশু বিকাশ শিক্ষা প্রকল্প চালু করা হয়, তখন শিশু শিক্ষা বিষয়ের একটি কাঠামো খুজেঁ পাওয়া কিংবা দেশের কোথাও শিশু শিক্ষালয় খুঁজে পাওয়া কষ্টকর ছিল। সেইজন্য জনসচেতনতা সৃষ্টি ব্যতিরেকে বিভিন্ন প্রকল্পের গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম পাইলট প্রকল্প হিসেবে বিভিন্ন ভৌগলিক এলাকার অবস্থান ভেদের ভিত্তিতে এই প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। যদিও প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত এবং গ্রহণকৃত কার্যক্রম গুলো সফল ছিল বলা যাবে না, কিন্তু প্রকল্পের শিশু বিকাশ সম্পর্কিত বিষয়গুলো স্টেকহোল্ডারদের মাঝে উল্লেখযোগ্যভাবে সচেতনতা তৈরিতে সফল হয়েছে। প্রকল্পটি সফলভাবে অনগ্রসর এলাকায় বসবাসকারী শিশুদের জন্য প্রাথমিক শিক্ষা কেন্দ্র স্থাপনের মাধ্যমে স্কুল গমনে প্রস্তুতি উদ্যোগের জন্য মডেল তৈরি করেছে। এই শিশু বিকাশ কেন্দ্রগুলো সম্প্রদায়, বাড়ি ও কমিউনিটি ভিত্তিক প্রথম শেখার এক অনন্য সুযোগ ও চাহিদা তৈরি করেছে। তাই মূল চ্যালেঞ্জ এখন, শিশু বিকাশ শিক্ষা বিষয়ে স্টেকহোল্ডারের মধ্যে সচেতনতা সহ একটা টেকসই পথ বের করা এবং এই কার্যক্রম আরও সম্প্রসারণে পর্যাপ্ত পুর্জির যোগান নিশ্চিত করা।

১.২ প্রকল্প পরিচিতি ও ভৌগলিক অবস্থান:

(ক) প্রকল্পের নামঃ শিশু বিকাশে প্রারম্ভিক শিক্ষা (৩য় সংশোধিত)

(খ) প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ঃ মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়

(গ) বাস্তবায়নকারী সংস্থাঃ বাংলাদেশ শিশু একাডেমী

(ঘ) প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত এলাকাঃ মোট ২৭টি এলাকা নিয়ে প্রকল্পটির কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়েছে। এলাকা গুলো হলো-
ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা সিটি কর্পোরেশন ও সাভার পৌরসভা এবং সুনামগঞ্জ, মৌলভীবাজার, হবিগঞ্জ, সিলেট, খুলনা, সাতক্ষীরা, ভোলা, পটুয়াখালী, বরিশাল, ঠাকুরগাঁও, নওগাঁ, রংপুর, নীলফামারী, সিরাজগঞ্জ, কক্সবাজার, ময়মনসিংহ, জামালপুর, নেত্রকোনা, কিশোরগঞ্জ, শেরপুর, নারায়ণগঞ্জ, গাজীপুর জেলা।

(ঙ) প্রকল্পের অংশীদারী সংস্থাঃ ব্র্যাক, গ্রামীণ শিক্ষা, ফুলকী, শিশু-মাতৃ ইনস্টিটিউট-এর মাধ্যমে প্রকল্পের অংশীদারী সংস্থা হিসেবে প্রাক-প্রাথমিক কেন্দ্রে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালিত হয়েছে।

১.৩ প্রকল্পের মূল কার্যক্রম:

(ক) কেন্দ্রভিত্তিক শিশু শিক্ষা কর্মসূচি। প্রকল্পের আওতায় ৮,৭৩১টি প্রাক-প্রাথমিক কেন্দ্রের মাধ্যমে ১১.০০ লক্ষ শিশুকে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তির উপযোগী করে তোলার লক্ষ্যে শিক্ষা প্রদান;

(খ) বাড়িতে, কমিউনিটিতে ও শিক্ষাকেন্দ্রে শিশুর জন্য শিশুবান্ধব পরিবেশ তৈরি এবং শিশুর যথাযথ যত্নবিষয়ে সচেতনতা কার্যক্রম;

(গ) Early Childhood Development (ECD) বিষয়ক এডভোকেসি, সামাজিক উদ্বুদ্ধকরণ ও গণযোগাযোগ কার্যক্রম বাস্তবায়ন;

(ঘ) শিশুর প্রারম্ভিক যত্ন ও বিকাশের সমন্বিত নীতি ২০১৩ প্রণয়ন; এবং

(ঙ) জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০ ও জাতীয় শিশুনীতি-২০১১ তে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা অন্তর্ভুক্ত করা;

১.৪ প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য:

সামগ্রিক উদ্দেশ্য:

জন্ম থেকে ছয় বছর বয়সী শিশুদের বয়স উপযোগী পারস্পরিক যত্ন এবং শিশু সুলভ শিক্ষার অনুকূল ও নিরাপদ পরিবেশে কেন্দ্রে, বাড়ীতে এবং কমিউনিটিতে প্রাক-শিক্ষা কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করানো এবং তাদের বুদ্ধিবৃত্তিক, আবেগিক এবং ভাষাগত সক্ষমতা উন্নয়নের মাধ্যমে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়াশুনা করার উপযোগী করে গড়ে তোলা।

সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য:

(ক) প্রকল্প বাস্তবায়ন এলাকায় ৮৭৩১টি প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কেন্দ্র স্থাপন ও পরিচালনার মাধ্যমে মোট ১১.০০ লক্ষ শিশুকে শিক্ষা প্রদান;

(খ) শিশুর প্রারম্ভিক বিকাশ বিষয়ক সামাজিক উদ্বুদ্ধকরণ এবং গণযোগাযোগ কার্যক্রম অব্যাহত রাখা ;

(গ) Early Learning and Development Standards (ELDS) অনুযায়ী বাংলাদেশে Early Childhood Care and Development (ECCD) সম্পর্কিত নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন এবং

(ঘ) শিশুর প্রারম্ভিক বিকাশ বিষয়ক নেটওয়ার্ক শক্তিশালীকরণ এবং মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং বাংলাদেশ শিশু একাডেমিসহ সংশ্লিষ্ট সহযোগী সংস্থাগুলোর এ বিষয়ে সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য শিশু একাডেমিতে প্রারম্ভিক বিকাশ কেন্দ্র স্থাপন ও পরিচালনা করা।

১.৫ প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল (অনুমোদন/সংশোধন):

আলোচ্য প্রকল্পটি মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং বাংলাদেশ শিশু একাডেমির উদ্যোগে বাংলাদেশ সরকার ও ইউনিসেফ- এর যৌথ অর্থায়নে জুলাই'২০০৬ হতে ডিসেম্বর'২০১০ পর্যন্ত মেয়াদকালে বাস্তবায়নের কথা থাকলেও প্রকল্প সংশোধন অনুমোদনের প্রেক্ষিতে তা ফেব্রুয়ারি'২০০৭ হতে ডিসেম্বর'২০১৩ মেয়াদকালে সমাপ্ত করা হয়।

প্রকল্প অনুমোদন ও বাস্তবায়নকালঃ

	প্রকল্প শুরু	প্রকল্প সমাপ্তি
(ক) মূল টিপিপি অনুযায়ী	জুলাই, ২০০৬	ডিসেম্বর, ২০১০
(খ) সর্বশেষ সংশোধিত টিপিপি অনুযায়ী	জুলাই, ২০০৬	ডিসেম্বর, ২০১৩

উৎস: (পিসিআর-২০১৩)

১.৬ প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাল :

(লক্ষ টাকায়)

অনুমোদনের পর্যায়	মেয়াদ	অনুমোদিত ব্যয় মোট টাকা জিওবি (প্রঃ সাঃ)	হ্রাস/বৃদ্ধি (%)	
			মূল ডিপিপির তুলনায়	সর্বশেষ সংশোধিত ডিপিপি'র তুলনায়
মূল অনুমোদিত	জুলাই-২০০৬ হতে ডিসেম্বর-২০১০	৭৮৩১.২০ ৩৭১.৪০ (৭৪৫৯.৮০)	-	
১ম সংশোধন	জুলাই-২০০৬ হতে ডিসেম্বর-২০১১	৭৪৭৮.৮৩ ৩১৬.৬৯ (৭১৬২.১৪)	১বছর (২২.২২%)	
২য় সংশোধন	জুলাই-২০০৬ হতে ডিসেম্বর-২০১২	৯৭৩৯.২৩ ৩৮৫.৯০ (৯৩৫৩.৩৩)	২ বছর (৪৪.৪৪%)	১বছর (২২.২২%)
৩য় সংশোধন	জুলাই-২০০৬ হতে ডিসেম্বর-২০১৩	১৩৭৫২.০৯ ৪৮৬.৬৬ (১৩২৬৫.৪৩)	৩ বছর (৬৬.৬৬%)	২ বছর (৪৪.৪৪%)

উৎস: (পিসিআর-২০১৩)

১.৭ প্রকল্প ব্যয়:

প্রকল্প অনুমোদিত বাজেট (প্রাক্কলিত ব্যয়):

	মূল (লক্ষ টাকায়)	সর্বশেষ সংশোধিত (লক্ষ টাকায়)
(ক) মোট	৭৮৩১.২০	১৩৭৫২.০৯
(খ) টাকা	৩৭১.৪০	৪৮৬.৬৬
(গ) প্রকল্প সাহায্য	৭৪৫৯.৮০	১৩২৬৫.৪৩

উৎস: (পিসিআর-২০১৩)

১.৮ প্রকল্পের কম্পোনেন্ট ভিত্তিক ব্যয় ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি:

প্রকল্পের কম্পোনেন্ট ভিত্তিক ব্যয় ও বাস্তবায়ন অগ্রগতিঃ (পিপি অনুযায়ী সর্বশেষ সংশোধিত) (লক্ষ টাকায়)

নং	সর্বশেষ সংশোধিত পিপি অনুযায়ী ব্যয় বিভাজন	একক	পিপি অনুযায়ী প্রাক্কলিত		প্রকৃত বাস্তবায়ন		বিচ্যুতির প্রকৃত কারণ (±)
			আর্থিক (টাকা)	পরিমান (সংখ্যা)	আর্থিক (টাকা)	পরিমান (সংখ্যা)	
	১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১.	কর্মকর্তার বেতন	৬ জন	৬৬	৬	৬৩.৪৮	৬	-২.৫২
২.	কর্মচারীর বেতন	৯ জন	৪৯.৩১	৯	৪৮.৮১	৯	-০.৫০
৩.	বাড়ী ভাড়া বাবদ	২ জন	১১.৫৮	২	১০.০৫	২	-১.৫৩
৪.	উৎসব ভাতা বাবদ	১৫ জন	১৩.৫৪	১৫	১২.৫২	১৫	-১.০২
৫.	কর্মকর্তাদের অন্যান্য আনুষঙ্গিক খরচ (চিকিৎসা, প্রেষণ নিয়োগ এবং ইত্যাদি)	২ জন	৮.১৬	২	৮.১৬	২	০০
৬.	প্রকল্প সমাপ্তি বেনিফিট	১৩ জন	১৪.৭৯	১৩	১৪.৭৯	১৩	০০
৭.	যাতায়াত বাবদ	২০ জন	২২.২৯	২০	২১.২৯	২০	-১.০০
৮.	বদলী/পদায়ন বাবদ	২ জন	০.৩৮	২	০.১৮	২	-০.২০
৯.	অফিস ভাড়া	HQ	২১.৮৭	HQ	২১.৮৭	HQ	০০
১০.	অতিরিক্ত দায়িত্ব ভাতা বাবদ	২জন	৪.১৩	২	৩.৭৪	২	-০.৩৯
১১.	ডাক যোগাযোগ বাবদ	LS	২১.০১	LS	১২.৯৭	LS	-৮.০৪
১২.	টেলিফোন বাবদ	২৩ সেট	১৮.৬৬	২৩	১৭.৬৩	২৩	-১.০৩
১৩.	ফ্যাক্স/ইন্টারনেট	৪ সেট	১.৩১	৪	১.১৪	৪	-০.১৭
১৪.	পানি	HQ	৮.১০	HQ	৮.১০	HQ	০০
১৫.	বিদ্যুৎ	HQ	১০.৫৩	HQ	১০.৫৩	HQ	০০
১৬.	গ্যাস এবং পেট্রোল	১৭ গাড়ি	৪৬.৭৩	১৭	৪৫.৩৭	১৭	-১.৩৬
১৭.	ছাপা এবং প্রকাশনা	HQ+8731 ELCs	৭২০.৭১	HQ+8731 ELCs	৭২০.৭১	HQ+8731 ELCs	০০
২০.	স্টেশনারী	৬৫ জন	৩৬.০০	৬৫	৩৫.০২	৬৫	-০.৯৮
২১.	বই এবং সাময়িকী	LS	১.৪০	LS	০.৯৪	LS	-০.৪৬
২২.	বিজ্ঞাপন বাবদ	LS	১.৫৯	LS	১.৫৯	LS	০০
২৩.	খেলনা সামগ্রী	8731ELCs	১৬৬৪.৬৯	8731ELCs	১৪১৮.০৫	8731ELCs	-২৪৬.৬৪
২৫.	প্রশিক্ষণ বাবদ	৮৭৩১ শিক্ষক	১৭৭১.৯৪	৮৭৩১ শিক্ষক	১৬৬৬.৫০	৮৭৩১ শিক্ষক	-১০৫.৪৪
২৬.	প্রশিক্ষণ/পরিদর্শন বাবদ	১৩ জন	৪৬.৯০	১৩	২৬.৯০	০৬	-২০.০০
২৭.	সভা/সেমিনার	৪৬০০ জন	১৮৯.২৫	৪৩০০	১৮৯.২৫	৪৩০০	০০
২৮.	আপ্যায়ন বাবদ	LS	৫.৬৫	LS	৫.১৬	LS	-০.৪৯
২৯.	অতিরিক্ত শ্রম বাবদ	LS	২.৭১	LS	২.৬৭	LS	-০.০৪
৩০.	সম্মানী/ ফি	LS	৫.৮১	LS	৪.৬১	LS	-১.২০
৩১.	শিক্ষকদের সম্মানী	৮৭৩১ শিক্ষক	৬০৩৮.০৬	৮৭৩১ শিক্ষক	৬০৩৮.০৬	৮৭৩১ শিক্ষক	০০
৩২.	ফটোকপি/ছাপা	LS	২.৭৯	LS	০.৪১	LS	-২.৩৮
৩৩.	কম্পিউটার সামগ্রী	LS	২.২০	LS	১.৯৭	LS	-০.২৩
৩৪.	কমিটি মিটিং	১৫৫ মিটিং	৭১.৪৬	১৫৫ মিটিং	৭০.৬৫	১৫৫ মিটিং	-০.৮১
৩৫.	অন্যান্য (রেজিঃ, ইন্সুরেন্স, ব্যাংক, চার্জ, ট্যাক্স, কন্টিনজেন্সি এবং ইত্যাদি)	৬৫ অফিস	২৬৪৪.০৬	৬৫ অফিস	২৬৪৩.৯৫	৬৫ অফিস	-০.১১

নং	সর্বশেষ সংশোধিত পিপি অনুযায়ী ব্যয় বিভাজন	একক	পিপি অনুযায়ী প্রাক্কলিত		প্রকৃত বাস্তবায়ন		বিচ্যুতির প্রকৃত কারণ (±)
			আর্থিক (টাকা)	পরিমান (সংখ্যা)	আর্থিক (টাকা)	পরিমান (সংখ্যা)	
	১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৩৬.	গাড়ী/কার রক্ষণাবেক্ষণ	১৭ গাড়ি	৩৩.৩১	১৭ গাড়ি	২৩.২৩	১৭ গাড়ি	-১০.০৮
৩৭.	আসবাবপত্র	৬৪ অফিস	১১.২৪	৬৪ অফিস	১০.৬৭	৬৪ অফিস	-০.৫৭
৩৮.	কম্পিউটার	৬৫ অফিস	৬.৩৫	৬৫ অফিস	৫.৪৫	৬৫ অফিস	-০.৯০
৩৯.	অফিস দ্রবাদি	৬৫ অফিস	১২.১৬	৬৫ অফিস	১০.২৮	৬৫ অফিস	-১.৮৮
৪০.	অন্যান্য	৬৫ অফিস	১২.১৮	৬৫ অফিস	৯.৬৪	৬৫ অফিস	-২.৫৪
৪১.	মাইক্রোবাস/ মটর সাইকেল	১ মাইক্রোবাস এবং ১৫ মোটর সাইকেল	২৯.০৫	১ মাইক্রোবাস এবং ১৫ মোটর সাইকেল	২৯.০৫	১ মাইক্রোবাস এবং ১৫ মোটর সাইকেল	০০
৪২.	কম্পিউটার এবং আনুষঙ্গিক দ্রব্যাদি	২৪ সেট	২৭.৪৬	২৪ সেট	২৭.৪৬	২৪ সেট	০০
৪৩.	অফিস দ্রব্যাদি	৭১ সেট	৮০.৬২	৭১ সেট	৮০.৬২	৭১ সেট	০০
৪৪.	আসবাবপত্র	১৩৬ সেট	৮.৯৮	১৩৬ সেট	৮.৯৮	১৩১ সেট	০০
৪৫.	ক্যাপিটাল সিডি/ভ্যাট						
৪৬.	মোট টাকা (লক্ষ টাকায়)		১৩,৭৫২.০৯		১৩,৩৩৯.৫৮		৪১২.৫১

উৎস: (পিসিআর-২০১৩)

১.৯ প্রকল্প পরিচালক সংক্রান্ত তথ্যঃ

নং	নাম ও পদবী (বেতন স্কেল অনুযায়ী)	যোগদান তারিখ	বদলীর তারিখ	মন্তব্য
১.	মোঃ নুরুজ্জামান, উপসচিব	১২.০৩.২০০৭	০৩.০৩.২০১২	যুগ্ম-সচিব পদে পদোন্নতি প্রাপ্ত হওয়ায় মাঝের কিছু সময় জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে পদায়ন অবস্থায় ছিলেন।
২.	মোঃ নুরুজ্জামান, যুগ্ম-সচিব	০৯.০৪.২০১২	১৮.০৩.২০১৩	
৩.	মোঃ নুরুজ্জামান, পরিচালক	১৯.০৩.২০১৩	২০.০৭.২০১৩	পরিচালক থাকাকালীন প্রকল্পে অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসেবে প্রকল্প পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন।
৪.	মোঃ কফিলউদ্দিন কায়া, উপসচিব	২১.০৭.২০১৩	৩১.১২.২০১৩	প্রকল্পের শেষ ৫মাস এর দায়িত্ব তিনি পালন করেছেন।

উৎস: (পিসিআর-২০১৩)

দ্বিতীয় অধ্যায়: প্রকল্প প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষা ও কর্ম-পদ্ধতি

প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষার পটভূমি:

প্রাক প্রাথমিক শিক্ষা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সাফল্যপূর্ণভাবে মৌলিক শিক্ষা অর্জনে একটি প্রমাণিত ভিত্তি। পৃথিবীজুড়ে প্রাক প্রাথমিক শিক্ষার এই প্রমাণিত সাফল্যে, বাংলাদেশ সরকার প্রাক প্রাথমিক শিক্ষাকে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে নিয়েছে। এই প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে শিশুর বিকাশে প্রারম্ভিক শিক্ষা প্রকল্পটির মাধ্যমে সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠী, এতিমখানা, জেলখানা, চা-বাগান, পতিতাপল্লী, বাস্তুহারা আবাসন, বস্তি এলাকা, চর এলাকা, পাহাড়ী ও হাওর এলাকাকে প্রাধান্য দিয়ে সুবিধাবঞ্চিত শিশুদেরকে শিশু শিক্ষা দেওয়া হয়। এরই ধারাবাহিকতায় আলোচ্য প্রকল্পটির কাজের লক্ষ্য কতটুকু অর্জিত হয়েছে এবং এর সম্ভাব্য প্রভাব নির্ণয় করার জন্য একটি সমীক্ষা সম্পাদন করা প্রয়োজন বলে বাংলাদেশ সরকার মনে করে। সেই প্রেক্ষিতে প্রস্তাবিত প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষা কার্যক্রম পরিচলনার জন্য সমীক্ষার নিমোক্ত উদ্দেশ্য সামনে রেখে গবেষণা কৌশল প্রস্তাবনা করা হয়ঃ

২.২ প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষার উদ্দেশ্য:

১. Revised Technical Project Proposal (RTPP) অনুযায়ী RTPP এর প্রধান Components/কার্যাবলীর বাস্তবায়ন অবস্থা পর্যালোচনা করা;
২. প্রকল্পের আওতায় ক্রয়সমূহ (Procurement Process) অর্থাৎ দরপত্র আহবান, দরপত্রের মূল্যায়ন, ক্রয় পদ্ধতি অনুমোদন, চুক্তি সম্পাদন প্রভৃতি) পিপিআর-২০০৮ অনুসরণ করে করা হয়েছে কিনা তা পরীক্ষা করা;
৩. প্রকল্পের ফলপ্রসূতা/কার্যকারিতা (Effectiveness) নির্ণয় করা, যা শিশুর বিকাশ ও শিশু শিক্ষার মান বৃদ্ধিতে সাহায্য করবে;
৪. এই প্রকল্পের আওতায় Early Learning and Development Standards (ELDS) অনুযায়ী বাংলাদেশে Early Childhood Care and Development (ECCD) সম্পর্কিত নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন ; এবং শিশুর প্রারম্ভিক যত্ন ও বিকাশের সমন্বিত নীতি ২০১৩ প্রণয়ন করা হয়েছে কিনা তার পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন করা;
৫. RTPP প্রকল্পের ধারণা (Concept), ডিজাইন ও বাস্তবায়ন এবং এর অন্যান্য কার্যক্রমের সবলতা ও দুর্বলতা চিহ্নিত করা;
৬. বাড়ি, কমিউনিটি এবং শিক্ষাকেন্দ্রে শিশুর শিশুবান্ধব শিক্ষার পরিবেশ ও মান উন্নয়ন এবং সক্ষমতা বৃদ্ধি করার জন্য প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রদান করা;
৭. Early Childhood Development (ECD) বিষয়ক এডভোকসি, সামাজিক উদ্বুদ্ধকরণ ও গণযোগাযোগ বিষয় পর্যালোচনা করা ও সুপারিশ প্রদান করা;

২.৩ প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষার কর্মপরিধি (TOR):

প্রকল্পটির প্রভাব মূল্যায়ন কার্যক্রম পরিচালনার জন্য পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিম্নরূপ দায়িত্ব পালন করবে, কিন্তু সীমাবদ্ধ নয়;

(১) প্রকল্পের পটভূমি, উদ্দেশ্য, অনুমোদন/সংশোধন, প্রকল্প ব্যয়, বাস্তবায়নকাল ও অর্থায়ন, বছরভিত্তিক বরাদ্দ চাহিদা, চাহিদা অনুযায়ী এডিপি বরাদ্দ, অবমুক্তি ও ব্যয়ের প্রাসঙ্গিক তথ্য পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা;

(২) প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনের অবস্থা পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;

(৩) প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত বিভিন্ন পণ্য/কার্য ও সেবা সংগ্রহের (Procurement) ক্ষেত্রে প্রচলিত সংগ্রহ আইন ও বিধিমালা (PPR, উন্নয়ন সহযোগীর গাইড লাইন ইত্যাদি) প্রতিপালন করা হয়েছে কিনা সে বিষয়ে পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;

(৪) প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত পণ্য, কার্য ও সেবা সংশ্লিষ্ট ক্রয় চুক্তিতে নির্ধারিত স্পেসিফিকেশন, গুণগত মান ও পরিমাণ অনুযায়ী প্রয়োজনীয় পরিবীক্ষণ/যাচাইয়ের মাধ্যমে সংগ্রহ করা হয়েছিল কিনা তা যাচাই করা;

(৫) প্রকল্পের বাস্তবায়ন সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয় যেমন: অর্থায়নে বিলম্ব, পণ্য, কার্য ও সেবা ক্রয়/সংগ্রহের ক্ষেত্রে বিলম্ব, প্রকল্প ব্যবস্থাপনার মান এবং প্রকল্পের মেয়াদ ও ব্যয় বৃদ্ধি ইত্যাদির কারণসহ অন্যান্য দিক বিশ্লেষণ, পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা;

(৬) প্রকল্পের সবলদিক, দুর্বলদিক, সুযোগ ও ঝুঁকি (SWOT) বিশ্লেষণ এবং ভবিষ্যতে একই ধরনের প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে যথোপযুক্ত সুপারিশ প্রদান;

(৭) প্রকল্পের প্রধান প্রধান কাজের গুণগতমান ও প্রশিক্ষণ প্রদান সংক্রান্ত বিষয়ের উপর পর্যালোচন ও মতামত;

(৮) প্রকল্পের কোন উদ্দেশ্য অসম্পূর্ণ থাকলে তার কারণ পর্যালোচনা করা।

(৯) ক্রয়কারী সংস্থা (আইএমইডি) কর্তৃক আরোপিত অন্যান্য সংশ্লিষ্ট কাজ সম্পাদন।

(১০) প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি (বাস্তব ও আর্থিক) তথ্য সংগ্রহ, সন্নিবেশন, বিশ্লেষণ,সারণী/লেখচিত্রের মাধ্যমে উপস্থাপন ও পর্যালোচনা;

(১১) প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত বিভিন্ন পণ্য, কার্য ও সেবা পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় জনবলসহ আনুষঙ্গিক বিষয়াদি নিয়ে পর্যালোচনা/পর্যবেক্ষণ;

(১২) প্রকল্প এলাকায় ৮৭৩১টি প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কেন্দ্র স্থাপন, পরিচালনার সংক্রান্ত, প্রারম্ভিক বিকাশ বিষয়ক সামাজিক উদ্বুদ্ধকরণ , নীতি প্রণয়ন, প্রারম্ভিক বিকাশ কেন্দ্র স্থাপন ও পরিচালনা বিষয় পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;

(১৩) প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত মূল কার্যক্রমসমূহের কার্যকারিতা ও উপযোগিতা বিশ্লেষণ এবং বিশেষ সফলতা (Success Stories যদি থাকে) বিষয়ে আলোকপাত;

(১৪) উল্লিখিত প্রাপ্ত বিভিন্ন পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় সুপারিশসহ প্রকল্প এলাকা থেকে সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রণয়ন ও ক্রয়কারী সংস্থা (আইএমইডি) কর্তৃক অনুমোদন গ্রহণ;

(১৫) স্থানীয় পর্যায়ের একটি ও জাতীয় পর্যায়ের একটি কর্মশালা আয়োজন করে মূল্যায়ন কাজের পর্যবেক্ষণ (Findings) সমূহ অবহিত করা ও কর্মশালায় প্রাপ্ত মতামত/সুপারিশসমূহ বিবেচনা করে মূল্যায়ন প্রতিবেদনটি চূড়ান্তকরণ;

২.৪ প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষার কর্ম-পরিকল্পনা:

নং	কাজের বিস্তরণ	১ম মাস				২য় মাস				৩য় মাস				৪র্থ মাস			
		১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬
	১ম পর্যায়ের কাজ																
১	প্রারম্ভিক কাজ এবং পরিকল্পনা প্রস্তুত করা																
২	আইএমইডি কর্তৃপক্ষের সাথে প্রাথমিক সভা																
৩	প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষা পদ্ধতি চূড়ান্তকরণ ও বাস্তবায়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন																
৪	প্রকল্পের বিভিন্ন সমাপ্ত প্রতিবেদন, মাধ্যমিক উপাত্ত ও অন্যান্য সহযোগী তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ ও পর্যালোচনা করা																
৫	আইএমইডি কর্তৃপক্ষের সাথে সমীক্ষার পরিকল্পনা(ইনসেপশন রিপোর্ট)নিয়ে আলোচনা																
৬	প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষার ডিজাইন ও প্রারম্ভিক প্রতিবেদনের খসড়া উপস্থাপন করা																
৭	সমীক্ষার ডিজাইন ও প্রারম্ভিক প্রতিবেদন আইএমইডির টেকনিক্যাল কমিটির অনুমোদনের জন্য পেশ করা																
৮	টেকনিক্যাল কমিটির অনুমোদন ও পরামর্শ অনুসারে স্টিয়ারিং কমিটির অনুমোদনের জন্য পেশ																
৯	প্রাথমিক/মাঠ পর্যায় হতে তথ্য সংগ্রহকারীদের ওরিয়েন্টেশন এবং প্রশিক্ষণ সম্পাদন																
১০	সমীক্ষার উপকরণ চূড়ান্তকরণ এবং সমীক্ষার কাজের প্রি-টেস্টিং সম্পন্ন করা																
	২য় পর্যায়ের কাজ																
১১	তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহের জন্য সমীক্ষার কাজে তথ্য সংগ্রহকারীদের মাঠে প্রেরণ করা (ফোকাস গ্রুপ, শিশু শিক্ষা কেন্দ্র পর্যবেক্ষণ করা কেস স্টাডি,কী ইনফরমেন্ট সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা)																
	৩য় পর্যায়ের কাজ																
১২	কম্পিউটারে তথ্য এন্ট্রি ও বিশ্লেষণের জন্য কম্পিউটার প্রোগ্রাম তৈরি করা																
১৩	তথ্য সম্পাদনা ও কোডিং করা																
১৪	তথ্য এন্ট্রি ও প্রক্রিয়াকরণ																
১৫	তথ্য বিশ্লেষণ/সংশ্লেষণ এবং ছকে উপস্থাপন																
১৬	প্রতিবেদনের প্রাথমিক খসড়া প্রতিবেদন সম্পাদন করা																
১৭	১ম খসড়া প্রতিবেদন অনুমোদনের জন্য টেকনিক্যাল কমিটিতে উপস্থাপন করা																
১৮	টেকনিক্যাল কমিটির পরামর্শ এবং মতামত অন্তর্ভুক্ত করে ২য় খসড়া প্রতিবেদন প্রস্তুত করে স্টিয়ারিং কমিটির অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন																
১৯	২য় খসড়া প্রতিবেদন ডেসিমিনিশনে স্থানীয় কর্মশালা করা																
২০	স্টিয়ারিং কমিটির পরামর্শ এবং মতামত অন্তর্ভুক্ত করে চূড়ান্ত প্রতিবেদন প্রস্তুত করা																
২১	চূড়ান্ত খসড়া প্রতিবেদন ডেসিমিনিশনে জাতীয় কর্মশালা করা																
২২	চূড়ান্তভাবে সম্পাদন এবং অনুমোদনকৃত প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষা প্রতিবেদন পেশ করা																

২.৫ প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষার ধারণাগত কাঠামো (Conceptual Framework):

একটি মিশ্র গবেষণা পদ্ধতি এই প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষা পরিচালনা করতে ব্যবহার করা হয়েছে। এই সমীক্ষা কাজের গবেষণায় তথ্য সংগ্রহের জন্য পরিমাণগত ও গুণগত উভয় পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে। পরিমাণগত তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে সুবিধাভোগী শিশু বিকাশের অভীক্ষা গ্রহণের জন্য প্রশ্নাবলীতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। অন্যদিকে গুণগত তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাক্ষাৎকার (KII) গ্রহণ এবং ফোকাস গ্রুপ আলোচনা (FGD) করে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহ উপকরণ ছাড়াও , এই প্রকল্পের সাথে সম্পর্কিত বিভিন্ন পর্যালোচনা রিপোর্ট এবং প্রকল্প সংশ্লিষ্ট দলিল ব্যবহার ও পর্যালোচনা করা হয়েছে। এই সকল বিবেচনায় নিয়ে আলোচ্য প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষায় নিম্নবর্ণিত পদ্ধতি অনুসরণ করে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে এবং গবেষণার নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য পরিমাপের জন্য তথ্য বিশ্লেষণ করে প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়েছে।

কার্যাবলী	কর্ম-পদ্ধতি	বিশ্লেষণ
(১) প্রকল্পের পটভূমি, উদ্দেশ্য, অনুমোদন/সংশোধ ন, প্রকল্প ব্যয়, বাস্তবায়নকাল ও অর্থায়ন, বছরভিত্তিক বরাদ্দ চাহিদা, চাহিদা অনুযায়ী এডিপি বরাদ্দ, অবমুক্তি ও ব্যয়ের প্রাসঙ্গিক তথ্য পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা; (২) প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনের অবস্থা পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ; (৩) প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত বিভিন্ন পণ্য/কার্য ও সেবা সংগ্রহের (Procurement) ক্ষেত্রে প্রচলিত সংগ্রহ আইন ও বিধিমালা (PPR, উন্নয়ন সহযোগীর গাইড লাইন ইত্যাদি) প্রতিপালন করা হয়েছে কিনা সে বিষয়ে পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ; (৪) প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত পণ্য, কার্য ও সেবা সংশ্লিষ্ট ক্রয় চুক্তিতে নির্ধারিত স্পেসিফিকেশন, গুণগত মান ও পরিমাণ অনুযায়ী প্রয়োজনীয় পরিবীক্ষণ/যাচাইয়ের মাধ্যমে সংগ্রহ করা হয়েছিল কিনা তা যাচাই করা; (৫) প্রকল্পের বাস্তবায়ন সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয় যেমন: অর্থায়নে বিলম্ব, পণ্য, কার্য ও সেবা ক্রয়/সংগ্রহের ক্ষেত্রে বিলম্ব, প্রকল্প ব্যবস্থাপনার মান এবং প্রকল্পের মেয়াদ ও ব্যয় বৃদ্ধি ইত্যাদির কারণসহ অন্যান্য দিক বিশ্লেষণ, পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা; (৬) প্রকল্পের সবলদিক, দুর্বলদিক, সুযোগ ও ঝুঁকি (SWOT) বিশ্লেষণ এবং ভবিষ্যতে একই ধরনের প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে যথোপযুক্ত সুপারিশ প্রদান; (৭) প্রকল্পের প্রধান প্রধান কাজের গুণগতমান ও প্রশিক্ষণ প্রদান সংক্রান্ত বিষয়ের উপর পর্যালোচনা ও মতামত; (৮) প্রকল্পের কোন উদ্দেশ্য অসম্পূর্ণ থাকলে তার কারণ পর্যালোচনা করা; (৯) ক্রয়কারী সংস্থা (আইএমইডি) কর্তৃক আরোপিত অন্যান্য সংশ্লিষ্ট কাজ সম্পাদন; (১০) প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি (বাস্তব ও আর্থিক) তথ্য সংগ্রহ, সন্নিবেশন, বিশ্লেষণ,সারণী/লেখচিত্রের মাধ্যমে উপস্থাপন ও পর্যালোচনা; (১১) প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত বিভিন্ন পণ্য, কার্য ও সেবা পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় জনবলসহ আনুষঙ্গিক বিষয়াদি নিয়ে পর্যালোচনা/পর্যবেক্ষণ; (১২) প্রকল্প এলাকায় ৮৭৩১টি প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কেন্দ্র স্থাপন, পরিচালনার সংক্রান্ত, প্রারম্ভিক বিকাশ বিষয়ক সামাজিক উদ্বুদ্ধকরণ, নীতি প্রণয়ন , প্রারম্ভিক বিকাশ কেন্দ্র স্থাপন ও পরিচালনা করা বিষয় পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;	প্রাথমিক ও মাধ্যমিক তথ্য উপাত্ত অধ্যয়ন ও বিশ্লেষণ এবং কি ইনফরমেন্ট ইন্টারভিউ (KII)	বিষয়ভিত্তিক বিশ্লেষণ এবং বর্ণনামূলক পরিসংখ্যান
(১৩) প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত মূল কার্যক্রমসমূহের কার্যকারিতা ও উপযোগিতা বিশ্লেষণ এবং বিশেষ সফলতা (Success Stories যদি থাকে) বিষয়ে আলোকপাত; (১৪) উল্লিখিত প্রাপ্ত বিভিন্ন পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় সুপারিশসহ প্রকল্প এলাকা থেকে সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রণয়ন ও ক্রয়কারী সংস্থা (আইএমইডি) কর্তৃক অনুমোদন গ্রহণ; (১৫) স্থানীয় পর্যায়ের একটি ও জাতীয় পর্যায়ের একটি কর্মশালা আয়োজন করে মূল্যায়ন কাজের পর্যবেক্ষণ (Findings) সমূহ অবহিত করা ও কর্মশালায় প্রাপ্ত মতামত/সুপারিশসমূহ বিবেচনা করে মূল্যায়ন প্রতিবেদনটি চূড়ান্তকরণ;	শিশু জ্ঞান উন্নয়ন পরীক্ষা, ফোকাস গ্রুপ আলোচনা এবং কি ইনফরমেন্ট ইন্টারভিউ (KII)	বিষয়ভিত্তিক বিশ্লেষণ

২.৬ প্রকল্প এলাকা:

প্রকল্পের অন্তর্ভূক্ত ২৭টি জেলা/পৌর এলাকা যেখানে ব্রাক, গ্রামীণ শক্তি, ফুলকি এবং আইসিএমএ এর সহায়তায় প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

	সংশোধিত প্রকল্প অনুযায়ী নির্বাচিত এলাকা		বাংলাদেশের মানচিত্র
বিভাগ/অঞ্চল	নং	জেলা	
সিটি কর্পোরেশন/ পৌর এলাকা	১	ঢাকা সিটি কর্পোরেশন	
	২	রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন	
	৩	চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন	
	৪	খুলনা সিটি কর্পোরেশন	
	৫	সাভার পৌরসভা	
ঢাকা	৬	জামালপুর	
	৭	নেত্রকোনা	
	৮	কিশোরগঞ্জ	
	৯	শেরপুর	
	১০	নারায়নগঞ্জ	
	১১	গাজীপুর	
	১২	ময়মনসিংহ	
সিলেট	১৩	সুনামগঞ্জ	
	১৪	হবিগঞ্জ	
	১৫	মৌলভীবাজার	
	১৬	সিলেট	
বরিশাল	১৭	ভোলা	
	১৮	পটুয়াখালী	
	১৯	বরিশাল	
খুলনা	২০	খুলনা	
	২১	সাতক্ষীরা	
রাজশাহী	২২	সিরাজগঞ্জ	
	২	নওগাঁ	
রংপুর	২৪	রংপুর	
	২৫	নীলফামারী	
	২৬	ঠাকুরগাঁও	
চট্টগ্রাম	২৭	কক্সবাজার	

মানচিত্র: প্রকল্প এলাকা।

২.৭ প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষার তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি ও উপকরণঃ

প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষার জন্য প্রধা নত দু'টি পদ্ধতিতে (ক) সংখ্যাগত তথ্য সংগ্রহ (Quantitave Method) ও (খ) গুণগত তথ্য সংগ্রহ (Qualititative Method) তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। পরামর্শক প্রতিষ্ঠান তথ্য সংগ্রহের জন্য অভীক্ষা, কাঠামোবদ্ধ প্রশ্নপত্র, ফোকাস গ্রুপ আলোচনা (FGD) এবং প্রকল্প সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে। এই গবেষণা কাজে গুণগত এবং সংখ্যাগত তথ্য এবং এ জন্য যথাযথ তথ্য সংগ্রহ, উপকরণ, সংশ্লিষ্ট পরিমাপের বিভিন্ন নির্দেশক ব্যবহার করা হয়েছে, যেন প্রতিবেদনে যথাযথ ফল লাভ হয়। সমীক্ষায় ব্যবহৃত প্রশ্নপত্র এবং অভীক্ষার একটি সেট তৈরি করে সংযুক্ত করা হয়েছে। এগুলোকে আইএমইডি'র সংশ্লিষ্ট কমিটি/কর্মকর্তাদের মতামত ও ফিল্ড টেস্টের ভিত্তিতে চূড়ান্ত করা হয়েছে।

কোয়ান্টিটেটিভ পদ্ধতিতে তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে অভীক্ষা এবং কেন্দ্র প্রতি সমীক্ষা করা হয়েছে। সকল ধরনের নমুনা উত্তরদাতার কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করার জন্য কাঠামোবদ্ধ (Structured) প্রশ্নপত্র ব্যবহার করা হয়েছে।

কোয়ালিটেটিভ পদ্ধতিতে তথ্য সংগ্রহের জন্য ফোকাস গ্রুপ আলোচনা (FGD) এবং কী ইনফরমেন্ট ইন্টারভিউ (KII) পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে। এ ছাড়া প্রয়োজনীয় দলিল ও প্রতিবেদন (যেমন, টিপিপি'র রিপোর্ট, প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন, Early Childhood Care and Development সম্পর্কিত নীতি, জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০ এবং জাতীয় শিশুনীতি-২০১১ ইত্যাদি) পর্যালোচনা করা হয়েছে।

২.৭.১: প্রকল্পের লগফ্রেম (Logframe)

Input Indicator	Output Indicator	Outcome Indicator	Impact Indicator
১. ৮৭৩১টি প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কেন্দ্র স্থাপন ও পরিচালনার মাধ্যমে মোট ১১.০০ লক্ষ শিশুকে শিক্ষা প্রদান	৮৭৩১টি শিক্ষা কেন্দ্র স্থাপন করা এবং শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করা	শিক্ষার্থীর জ্ঞান অর্জনের সুযোগ সৃষ্টি	প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি সুযোগ তৈরি হয়েছে; সাফল্যজনকভাবে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্তকরণ; ঝরে পড়া হ্রাস পাবে;
২. শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ	প্রশিক্ষণ গ্রহণ	শিক্ষা প্রদানে দক্ষতা বেড়েছে	শিক্ষা প্রদানের গুনগত মান বৃদ্ধি পেয়েছে
৩. অভিভাবকদের উদ্বুদ্ধকরণ এবং গণযোগাযোগ সচেতনতা সৃষ্টি	অভিভাবক সচেতনতা কার্যক্রম (মা সমাবেশ); শিশু শিক্ষা বিষয়ে স্থানীয় কমিটি গঠন এবং কার্যক্রম চালানো;	অভিভাবকরা সচেতন হয়েছে; শিশু শিক্ষা বিষয়ে সাধারন মানুষের সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে;	অভিভাবকরা শিশুদের শিশু বিকাশ কেন্দ্রে পাঠাবে
৪. শিক্ষা উপকরণ	৮৭৩১ শিক্ষা কেন্দ্রে শিক্ষা উপকরণ সরবরাহ করা	শিক্ষা গ্রহণে শিশুরা আগ্রহী হয়েছে; শিশু উপযোগী শিক্ষা কার্যক্রম সেবা দেওয়া হয়েছে;	শিক্ষার পরিবেশ উন্নত হয়েছে; শিক্ষায় শিশুরা আগ্রহী হয়েছে; শিশুর সার্বিক বিকাশ অর্জিত হযেছে;
৫. Early Childhood Care & Development (ECCD) সম্পর্কিত নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন	জাতীয় শিক্ষা নীতি-২০১০ এবং জাতীয় শিশু নীতি-২০১১ তে শিশুর প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা; শিশুর প্রারম্ভিক যত্ন ও বিকাশের সমন্বিত নীতি-২০১৩ প্রণয়ন করা;	শিশু শিক্ষায় জাতীয় পর্যায় সুনির্দিষ্ট নীতিমালা প্রণীত হয়েছে; শিশু শিক্ষা বিষয়ক জাতীয় পর্যায়ে সুনির্দিষ্ট দিকনির্দেশণা ও কার্যক্রম চিহ্নিত হয়েছে;	দেশের সকল শিশুর প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষায় অংশগ্রহণের নিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে; প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষায় অংশগ্রহণের মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষায় গুনগত ও পরিমাণগত পরিবর্তন হয়েছে;
৬. শিশুর প্রারম্ভিক বিকাশ বিষয়ক নেটওয়ার্ক শক্তিশালীকরণ এবং মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং বাংলাদেশ শিশু একাডেমিসহ সংশ্লিষ্ট সহযোগী সংস্থাগুলোর এ বিষয়ে সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য শিশু একাডেমিতে প্রারম্ভিক বিকাশ কেন্দ্র স্থাপন ও পরিচালনা করা	কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ প্রদান; লজিস্টিক সাপোর্ট প্রদান;	শিশু শিক্ষা বিষয়ে সরকারী এবং বেসরকারী সংস্থা গুলোর মধ্যে সহযোগিতা বৃদ্ধি পেয়েছে	শিশু শিক্ষা বিষয়ে বিভিন্ন সংস্থাগুলোর জ্ঞান এবং অভিজ্ঞতা অধিক কার্যকারিতার সহিত ব্যবহার করা সম্ভব হয়েছে।

২.৭.২ সমীক্ষা কাজের নমুনা ও নমুনায়ন কৌশলঃ

"শিশুর বিকাশে প্রারম্ভিক শিক্ষা" প্রকল্পে বেজ লাইন না থাকায়, বর্তমান প্রকল্প মূল্যায়ন গবেষণায় নিয়ন্ত্রণ অধ্যায়ন (case control study) নকশা অনুসরণ করা হয়েছে। এই প্রেক্ষাপটে গবেষণার জন্য অংশগ্রহণকারী শিশুদের দুটি ভাগে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। একটি, "শিশুর বিকাশে প্রারম্ভিক শিক্ষা" প্রকল্পে সুবিধাভোগকারীদের দলকে (২০১৩ সালে ইএলসিডি শিক্ষাপ্রাপ্ত ৫-৬ বছরের শিশু, যারা বর্তমানে ৯-১০ বছরের শিশু) পরীক্ষণদল এবং সমবয়সী সুবিধাভোগী নয় (একই বয়সী সাধারণ শিশু যারা ইএলসি শিক্ষাপ্রাপ্ত নয়) নিয়ন্ত্রণ দল হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। প্রাক্কলিত নমুনার আকার নির্ধারণে নিম্নে বর্ণিত (Cochran, W.G. ,1972) ফরমুলা ব্যবহার করা হয়েছে।

$$n = \frac{z^2 \times p \times (1-p)}{d^2}$$

যেখানে,

n = প্রাক্কলিত নমুনা (The Estimated Sample Size)

d = প্রান্তিক বিচ্যুতি (The Marginal Error)

p= প্রপোরশন অব এক্সপোজড (Proportion of exposed)

z = আদর্শমানকৃত পরিমিত চলক, যা ৫% সহনসীমায় ১.৯৬ (Value of the Standard Normal Deviate)

z=১.৯৬, p=০.৫, d=০.০৫, প্রাক্কলিত নমুনার আকার ৭৭০ যথা ৩৮৫ জন ইএলসি সুবিধাভোগী শিক্ষাপ্রাপ্ত শিশু (২০১৩ সালে ইএলসিডি শিক্ষাপ্রাপ্ত ৫-৬ বছরের শিশু, যারা বর্তমানে ৯-১০ বছরের শিশু) এবং ৩৮৫ জন একই বয়সী সাধারন শিশু (যারা ইএলসি শিক্ষাপ্রাপ্ত নয়)।

২.৭.৩ সমীক্ষা কাজের জন্য নির্বাচিত ভৌগোলিক এলাকা

পরামর্শক প্রতিষ্ঠান ১৪টি জেলার ৭০টি শিশু বিকাশ কেন্দ্র হতে তথ্য সংগ্রহের পরিকল্পনা প্রণয়ন করে। ২০০৬-২০১৩ সালে স্থাপিত এবং চলমান নির্বাচিত শিশুকেন্দ্রগুলোর কিছু সংখ্যক বর্তমানে চালু ছিল না। এছাড়া অনেক কেন্দ্র বন্ধ থাকায় বা স্থানান্তরিত হওয়ায় সংশ্লিষ্ট কেন্দ্রের শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীদের চিহ্নিত করা সম্ভব হয়নি। সেক্ষেত্রে ১৪টি জেলা থেকে সর্বমোট ৫৪টি কেন্দ্র তথ্য সংগ্রহ এবং ৫০জন শিক্ষকের সাক্ষাৎকার (KII) নেয়া হয়েছে। পরামর্শক প্রতিষ্ঠান সমগ্র দেশে সমীক্ষার জন্য ৭ বিভাগকে ছোট-বড় হিসেবে যেমন, ঢাকা বিভাগ থেকে ৩ জেলা, অবশিষ্ট অন্যান্য বিভাগ থেকে ১টি করে জেলা এবং সকল সিটি কর্পোরেশন ও পৌর এলাকাকে সমীক্ষার এলাকা হিসেবে নির্বাচন করা হয়। উল্লেখ্য, প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের গুরুত্ব বিবেচনায় দুর্গম বিচ্ছিন্ন এবং পিছিয়ে পড়া জনপদ হিসেবে এই সমীক্ষায় সিরাজগঞ্জ ও নওগার বিল এলাকা, হবিগঞ্জের হাওর এলাকা এবং কক্সবাজারের পাহাড়ী এলাকা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

টেবিল-২.২: সমীক্ষা কাজের জন্য নির্বাচিত ভৌগোলিক এলাকা

সমীক্ষার জন্য নির্বাচিত এলাকা (জেলা, সিটি কর্পোরেশন এবং পৌরসভা)		সমীক্ষার জন্য নির্বাচিত শিশু কেন্দ্র	সমীক্ষায় প্রাপ্ত প্রকল্প দ্বারা পরিচালিত শিশু কেন্দ্র	সম্পাদিত সমীক্ষা কাজের কেন্দ্র প্রতি তথ্য (সংখ্যা)			মন্তব্য
বিভাগ/অঞ্চল ক্রমিক	জেলা	সংখ্যা	সংখ্যা	কেন্দ্র শিক্ষকের সংখ্যা	কেন্দ্র শিক্ষার্থীদের সংখ্যা	এফজিডি	
সিটি কর্পোরেশন/ পৌর এলাকা	ঢাকা সিটি কর্পোরেশন	৫	৪	৩	৫৫	১	এই প্রকল্প দ্বারা পরিচালিত হয়েছিল এবং এখনও চলমান আছে এমন, সেই সকল কেন্দ্র হতে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।
	রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন	৫	৫	৫	৬০	১	
	চট্টগ্রাম সিটি	৫	৫	৫	৬০	১	
	খুলনা সিটি কর্পোরেশন	৫	২	২	৩৪	-	
	সাভার পৌরসভা	৫	৫	৫	৬০	১	
ঢাকা	নারায়নগঞ্জ	৫	৫	৪	৬০	-	
	গাজীপুর	৫	-	-	-	-	কেন্দ্রের তালিকা তথ্য পাওয়া যায় নাই।

সমীক্ষার জন্য নির্বাচিত এলাকা (জেলা, সিটি কর্পোরেশন এবং পৌরসভা)		সমীক্ষার জন্য নির্বাচিত শিশু কেন্দ্র	সমীক্ষায় প্রাপ্ত প্রকল্প দ্বারা পরিচালিত শিশু কেন্দ্র	সম্পাদিত সমীক্ষা কাজের কেন্দ্র প্রতি তথ্য (সংখ্যা)			মন্তব্য
বিভাগ/অঞ্চল ক্রমিক	জেলা	সংখ্যা	সংখ্যা	কেন্দ্র শিক্ষকের সংখ্যা	কেন্দ্র শিক্ষার্থীদের সংখ্যা	এফজিডি	
	ময়মনসিংহ	৫	-	-	-	-	কেন্দ্রের তালিকা তথ্য পাওয়া যায় নাই।
সিলেট	হবিগঞ্জ (হাওড়)	৫	৫	৫	৬০	-	
বরিশাল	বরিশাল	৫	৫	৫	৬০	-	
খুলনা	খুলনা	৫	৫	৪	৬০	১	দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষককে পাওয়া যায় নাই।
রাজশাহী	সিরাজগঞ্জ/নওগাঁ (বিল)	৫	৩	৩	৩৬	১	শিক্ষার্থী খুজেঁ পাওয়া যায় নাই।
রংপুর	ঠাকুরগাঁও	৫	৫	৫	৬০	-	
চট্টগ্রাম	কক্সবাজার (পাহাড়ী)	৫	৫	৪	৬০	-	দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষককে পাওয়া যায় নাই।
সর্বমোট	১৪	৭০	৫৪	৫০	৬৬৭	৬	

*১৪টি জেলার ৭০টি শিশু বিকাশ কেন্দ্র হতে প্রাক্কলিত নমুনা সংখ্যা ৭৭০ হলেও ৬৬৭ জনের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে। কারণ কোন কোন নির্বাচিত জেলায় প্রকল্প দ্বারা পরিচালিত (২০১৩ সালের পুরানো) কেন্দ্রের নাম পাওয়া যায় নাই এবং কিছু কিছু কেন্দ্রে শিক্ষার্থী খুজেঁ পাওয়া যায় নাই।

২.৭.৪ সংখ্যাতাত্ত্বিক (Quantitative Method) তথ্য সংগ্রহ

মাঠ পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহের কাজ ৪ সপ্তাহের মধ্যে মোট ৬৬৭ জনের অভীক্ষা গ্রহণ করা হয়েছে। তথ্য সংগ্রহকারী নির্ধারিত এলাকায় সকাল/বিকাল একই দিনে ফিডব্যাকের ব্যবস্থা করা হয়েছে। মাঠ পর্যায়ে প্রতিটি পূরণকৃত প্রশ্নপত্র দিন শেষে সম্পাদনা এবং সম্পা দনার উদ্দেশ্যে মাঠ পর্যায়ে থাকাকালীনই ভুলগুলো সংশোধন করা হয়েছে ও যেগুলো সংশোধন সম্ভব না সেক্ষেত্রে পুনরায় তথ্য সংগ্রহ করে অসম্পূর্ণ প্রশ্নপত্র বাদ দেয়া হয়েছে। যেমন, ১. উত্তরবিহীন প্রশ্নপত্র, ২. অসম্পূর্ণ উত্তর, ৩. উত্তর যথার্থ নয়, অসামঞ্জস্য বা ক্রশ চিহ্ন দেয়া উত্তর ইত্যাদি।

তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতি	**তথ্য দাতা/ তথ্য প্রদানকারী**	**অংশগ্রহণকারী/তথ্যদাতার সংখ্যা**
অভীক্ষা	পরীক্ষণ দল শিশু	৩৩৯
	নিয়ন্ত্রণ দল শিশু	৩২৮
কেন্দ্র প্রতি সমীক্ষা (কেআইআই)	কেন্দ্র শিক্ষক	৫০

২.৭.৫ গুণগত তথ্য সংগ্রহ (Qualitative Method) উৎস এবং আকার:

কোয়ালিটেটিভ তথ্য সংগ্রহের আওতায় ফোকাস দল আলোচনা, স্থানীয় পর্যায়ে কর্মশালা এবং কী ইনফরম্যান্ট ইন্টারভিউ সম্পন্ন করা হয়েছে।

তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতি	**তথ্য দাতা/ তথ্য প্রদানকারী**	**অংশগ্রহণকারী/তথ্যদাতার সংখ্যা**
ফোকাস গ্রুপ আলোচনা (FGD)	কমিউনিটির জনগণ (অভিভাবক, জনপ্রতিনিধি, সমাজকর্মী, শিক্ষক ইত্যাদি)	৫টি জেলায় ৫টি ফোকাস গ্রুপ আলোচনা (২টি সিটি/পৌর এলাকায় এবং ৩টি অন্যান্য জেলা পর্যায়ে)
কী ইনফরমেন্ট ইন্টারভিউ (KII)	প্রকল্প সংশ্লিষ্ট সরকারী উর্ধ্বতন কর্মকর্তা, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং মহাপরিচালক/পরিচালক, বাংলাদেশ শিশু একাডেমী	প্রতিটি সংস্থা হতে ১জন করে মোট ২জন
	জেলা শিশু বিষয়ক কর্মকর্তা	প্রতিটি জেলা হতে ১জন করে মোট ১৪জন

	প্রকল্প বাস্তবায়নকারী/দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, প্রোগ্রাম কো-অর্ডিনেটর	প্রতিটি বাস্তবায়নকারী সংস্থা হতে ১জন করে মোট ৪জন
	কেন্দ্র শিক্ষক/পরিচালক/দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা	প্রতি কেন্দ্রের জন্য ১জন করে মোট ৫০জন
কেস স্টাডি	সমগ্র সমীক্ষা থেকে প্রাপ্ত তথ্য	সমগ্র সমীক্ষা এলাকাভূক্ত ৫টি কেন্দ্র হতে ৫টি

- **ফোকাস গ্রুপ আলোচনা**

ফোকাস গ্রুপের জন্য ৫টি জেলায় ৬টি ফোকাস গ্রুপ আলোচনা (FGD) পরিচালনা করা হয়েছে। প্রকল্পের সুবিধাভোগী এবং সুবিধাবঞ্চিত শিশু পরিবারের সদস্য, স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, সমাজকর্মী, পেশাজীবী, শিক্ষক ও সরকারী প্রতিনিধি সহ ১০-১২ জনকে নিয়ে ফোকাস গ্রুপ আলোচনা (FGD) অনুষ্ঠিত হয়েছে। ফোকাস গ্রুপ আলোচনা অনুষ্ঠান পরিচালিত হয় পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের দলনেতার নেতৃত্বে ও প্রতিনিধিদের সার্বিক সহযোগিতায়। ফোকাস গ্রুপ আলোচনার প্রধান প্রধান পয়েন্টসমূহ লিখে তা থেকে গুণগত মানের কিছু তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

- **কী ইনফরম্যান্ট ইন্টারভিউ**

মোট ৭০টি কী ইনফরম্যান্ট ইন্টারভিউ (KII) করা হয়েছে। তন্মধ্যে ৫০টি শিশু শিক্ষা কেন্দ্রের শিক্ষক/পরিচালকের সঙ্গে করা হয়েছে। বাকি ০৬ প্রকল্প সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ শিশু একাডেমী, বাস্তবায়নকারী সহায়ক সংস্থা এবং ১৪টি জেলা/উপজেলা পর্যায়ে অন্যান্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের সাথে সম্পাদন করা হয়েছে।

- **স্থানীয় পর্যায়ে কর্মশালা আয়োজন**

মাঠ পর্যায়ের বাস্তব তথ্য প্রাপ্তির সুবিধার্থে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার সভাপতিত্বে জেলা সদরে একটি স্থানীয় কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছে। এই কর্মশালায় অংশগ্রহণকারী ছিলেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, জেলা শিশু একাডেমীর কর্মকর্তা, আইএমইডির প্রতিনিধি, স্থানীয় পর্যায়ের শিক্ষক, এনজিও কর্মী, অভিভাবক, রাজনৈতিক ব্যক্তি ইত্যাদি সহ মোট ৩০-৩৫ জন।

- **কেস স্টাডি**

প্রকল্পটি মূল্যায়নের জন্য ৫টি জেলায় মোট ৫টি কেস স্টাডি করা হয়েছে।

২.৮ তথ্য প্রক্রিয়াকরণ ও বিশ্লেষণ

তথ্য সংগ্রহ এবং তথ্য কম্পিউটারে ইনপুট করার কাজটি সমকালীন প্রযুক্তির মাধ্যমে যথাসময়ে সম্পন্ন করা হয়েছে। মাঠকর্ম বা ফিল্ডওয়ার্ক সম্পন্ন করার পর তথ্যপত্রগুলো পরামর্শকের নিকট পাঠানো হয়েছে। তথ্য প্রক্রিয়া করার জন্য এই প্রক্রিয়া ব্যবহার করে কেন্দ্রীয় সম্পাদনার জন্য কোডিং অনুযায়ী প্রশ্নোত্তরের কাজ সম্পন্ন করা হয় এবং সম্পাদনার সময় কম্পিউটার প্রোগ্রামে অসঙ্গতি দেখা হয়েছে। এই কাজে বহুল ব্যবহৃত সফটওয়্যার (যেমন, spss) তথ্য এন্ট্রির কাজে ব্যবহার করা হয়েছে। যতদূর সম্ভব কন্ডিশনাল লজিক্যাল রেঞ্জ যাচাই প্রক্রিয়া উক্ত প্রোগ্রামে অঙ্গীভূত করা হয়েছে। ভুলসমূহ যাতে এন্ট্রির সময়ই বাদ দেয়া যায়। গুণগত যাচাইয়ের উদ্দেশ্যে ২০% তথ্যপত্র পুনরায় দৈবচয়নের মাধ্যমে এন্ট্রি করা হয়েছে। যদি ভুল দেখা গেছে তবে তাৎক্ষণিকভাবে তার প্রতিবিধানের ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে।

২.৯ প্রতিবেদন তৈরি

প্রতিষ্ঠানের পরামর্শক তথ্য প্রক্রিয়াকরণ এবং ডেসক্রিপটিভ রির্পোট প্রস্তুত করেছেন। প্রতিবেদনটি কয়েকটি অধ্যায়ে বিধৃত হয়েছে। টিপিপি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বাস্তব অবস্থা, উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের অভিমত, সুবিধাভোগীদের মতামত ইত্যাদি গুরুত্বের সাথে বর্ণনা করা হয়েছে। শিশু শিক্ষা কেন্দ্রের ভৌত অবস্থা, শিক্ষাক্রমের চিত্র, পাঠ্যপুস্তক, শিক্ষা উপকরণ, শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইত্যাদি বিষয়ে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণসহ ক্রমানুসারে সাজানো হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়: প্রকল্পের আর্থিক কার্যক্রম ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা

ভূমিকা:

"শিশুর বিকাশে প্রারম্ভিক শিক্ষা" শীর্ষক প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষার প্রধান প্রধান উদ্দেশ্যের অন্যতম প্রকল্পের সার্বিক বাস্তবায়নে প্রধান অঙ্গসমূহের আর্থিক কার্যক্রম বাস্তবায়ন, অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা এবং এর কার্যকারিতা, বিচ্যুতি ও প্রতিবন্ধকতার কারণসমূহ বিশ্লেষণ এ অনুচ্ছেদের অন্যতম অংশ। এ উদ্দেশ্যে প্রকল্পের আরটিপিপি, পিসিআর, প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থা কর্তৃক প্রকাশিত প্রতিবেদন, সাময়িকী, রিপোর্ট ইত্যাদি পর্যালোচনা করে প্রাপ্ত তথ্যাদি নিম্নে বর্ণনা করা হলো।

৩.২ প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল বিলম্বের কারণ বিশ্লেষণ:

তৃতীয় সংশোধিত প্রকল্পের প্রাক্কলিত প্রকল্প বাস্তবায়নকাল ০৭ বছর ০৬ মাসের বিপরীতে প্রকৃত প্রকল্প বাস্তবায়নকাল ০৭ বছর, যা প্রাক্কলিত মূল প্রকল্প বাস্তবায়ন সময়কালের শতকরা ১৫৫.৫৫ ভাগ। কিন্তু প্রকৃত প্রকল্প বাস্তবায়নকাল সংশোধিত প্রকল্প বাস্তবায়ন সময়কালের শতকরা ৯৩.৩৩ ভাগ। অর্থ্যাৎ সংশোধিত প্রকল্পের প্রাক্কলিত বাস্তবায়ন সময়কালের মধ্যেই প্রকল্পটি শেষ করা হয়েছে, যদিও মূল প্রকল্পের কাজটি প্রায় ৮ মাস পরে শুরু করা হয়েছিল জুলাই ২০০৬ এর পরিবর্তে ফেব্রুয়ারি ২০০৭ সালে। প্রকল্প অনুমোদন প্রক্রিয়ায় বিলম্ব হওয়ায় প্রকল্পটি ৮মাস পরে শুরু করা হয়েছে।

সারণি ৩.১: প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল ও বিলম্বকালের বিচ্যুতির পরিমাণ

বিবরণ	টিপিপি অনুযায়ী প্রকল্প বাস্তবায়ন কাল			বিচ্যুতির পরিমাণ (মূল বাস্তবায়ন কালের %)
	প্রকল্প শুরু	প্রকল্প সমাপ্তি	প্রকল্প বাস্তবায়ন সময়কাল	
১. মূল (প্রাক্কলিত বাস্তবায়ন কাল)	জুলাই, ২০০৬	ডিসেম্বর, ২০১০	০৪ বছর ০৬ মাস	১৫৫.৫৫
২. সর্বশেষ সংশোধিত (প্রকল্প বাস্তবায়ন কাল)	জুলাই, ২০০৬	ডিসেম্বর, ২০১৩	০৭ বছর ০৬ মাস	
৩. প্রকৃত (প্রকল্প বাস্তবায়ন কাল)	ফেব্রুয়ারী, ২০০৭	ডিসেম্বর, ২০১৩	০৭ বছর	

উৎস:: (পিসিআর-২০১৩)

প্রকল্পটি তিনবার সংশোধিত হয়। প্রথম সংশোধনে প্রকল্পটি জুলাই ২০০৬ হতে ডিসেম্বর ২০১০ এর পরিবর্তে ডিসেম্বর ২০১১ পর্যন্ত মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয়। ১৯ মার্চ ২০১২ তারিখে দ্বিতীয় সংশোধিত প্রকল্পটির মেয়াদ ডিসেম্বর ২০১২ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয় এবং ২৬ ডিসেম্বর ২০১২ তারিখে তৃতীয় সংশোধিত প্রকল্পটি পরিকল্পনা মন্ত্রী মহোদয় দ্বারা আরো এক বছর অর্থ্যাৎ ডিসেম্বর ২০১৩ পর্যন্ত মেয়াদ বৃদ্ধির অনুমোদন করা হয়।

সারণি ৩.২: প্রকল্পের মেয়াদকাল

বিবরণ	টিপিপি অনুযায়ী প্রকল্প বাস্তবায়ন কাল		
	প্রকল্প শুরু	প্রকল্প সমাপ্তি	মেয়াদ বৃদ্ধির পরিমাণ
মূল প্রকল্প বাস্তবায়নকাল	জুলাই, ২০০৬	ডিসেম্বর, ২০১০	-
১ম সংশোধিত প্রকল্প বাস্তবায়নকাল	জুলাই, ২০০৬	ডিসেম্বর, ২০১১	এক বছর
২য় সংশোধিত প্রকল্প বাস্তবায়নকাল	জুলাই, ২০০৬	ডিসেম্বর, ২০১২	এক বছর
৩য় সংশোধিত প্রকল্প বাস্তবায়নকাল	জুলাই, ২০০৬	ডিসেম্বর, ২০১৩	এক বছর

উৎস:: (পিসিআর-২০১৩)

এখানে উল্লেখ্য যে, প্রকল্পটির ২য় সংশোধিত টিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পটি ডিসেম্বর ২০১২ সালে সমাপ্ত হওয়ার কথা ছিল। সেই পরিকল্পনার অংশ হিসেবে বাংলাদেশ সরকার ও ইউনিসেফ এর যৌথ উদ্যোগে ২০১২-২০১৬ মেয়াদকালে United Nations Development Assistance Framework (UNDAF) এর আলোকে Early Childhood Development

(ECD) এবং Comprehensive Early Childhood Care and Development (ECCD) Policy উন্নয়ন বিষয়ক প্রকল্প চালু করার বিষয়ে নীতিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছিল। কিন্তু প্রকল্পটি চলাকলীন ইসিডি পলিসি অনুমোদনের পর্যায় থাকায় বাংলাদেশ সরকার ও ইউনিসেফ আলোচ্য প্রকল্পের মেয়াদ বর্ধিত করে তাতে ইসিসিডি পলিসির সামগ্রীম বিষয় অন্তর্ভুক্ত করে প্রকল্পটির ৩য় সংশোধনপূবক ১ বছর সময়বৃদ্ধির বিষয়ে প্রকল্পটির স্টিয়ারিং কমিটি নীতিগত অনুমোদন করে। প্রকল্পটি চলাকালীন সময়েই প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর তাদের আওতাধীন প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম চালু করেছিল। তার পরিপ্রেক্ষিতে ইউনিসেফ আলোচ্য প্রকল্পের বর্ধিত মেয়াদকালে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরভুক্ত যে সকল এলাকায় প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম চালু ছিল তার বাইরে দূর্গম সে সকল (যেমন চর, পাহাড়ী এলাকা, হাওর ইত্যাদিতে) এলাকায় নতুন করে শিশু বিকাশ শিক্ষাকেন্দ্র চালু এবং নতুন করে বাড়তি ৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার (৪০৫০.০০ লক্ষ টাকা) অনুদান প্রদানে সম্মতি জ্ঞাপন করে।

প্রকল্পের মাধ্যমে বাস্তবায়নাধীন ইএলসিগুলো প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের কর্মএলাকার বাইরে পরিচালনা করা হবে এবং দ্বৈততার সৃষ্টি হবে না বিবেচনায় নতুন করে আরো সাতটি উপজেলায় ১৩৭৪টি কেন্দ্র এবং ঢাকা ও ময়মনসিংহ এর গার্মেন্টস পল্লী এলাকায় ১২টি কেন্দ্র মোট ১৩৮৬টি নতুন কেন্দ্র সংযুক্ত করে প্রকল্পটি মেয়াদকাল ও কার্যক্রমের আনুপাতিকহারে অর্থ বরাদ্দ বাড়ানো হয়।

প্রকল্পের কার্যক্রম অনুযায়ী অর্থ বরাদ্দ এবং মেয়াদকাল বৃদ্ধি হওয়ায় তা মূল প্রকল্পের চলমান কম্পোনেন্ট অনুয়ায়ী ব্যয় বৃদ্ধি স্বাভাবিক বিষয় ছিল বলে প্রতীয়মান হয়। এতে প্রকল্পে পেছনে অতিরক্ত অর্থ অপচয় বা প্রাক্কলিত অসমাপ্ত কোন কাজের সংশ্লিষ্টতা ছিল না।

৩.৩ আর্থিক ব্যয় ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি বিশ্লেষণ (টিপিপি এবং পিসিআর অনুযায়ী):

তৃতীয় সংশোধিত প্রকল্পের প্রাক্কলিত প্রকল্প ব্যয় ১৩৭৫২.০৯ লক্ষ টাকার বিপরীতে প্রকৃত ব্যয়ের পরিমাণ ছির ১৩৩৩৯.৫৯ লক্ষ টাকা, যা প্রাক্কলিত মূল ব্যয়ের শতকরা ১৭০.৩৪ ভাগ। উক্ত প্রকল্প ব্যয়কে মূলত রাজস্ব ও ক্যাপিটাল কম্পোনেন্ট দুই ভাগে উপস্থাপন করা হয়েছে।

সারণী ৩.৩: প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি (লক্ষ টাকায়)

	প্রাক্কলিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয়ের পরিমাণ	বিচ্যুতির পরিমাণ (মূল বরাদ্দের %)
	মূল	সর্বশেষ সংশোধিত		
জিওবি	৩৭১.৪	৪৮৬.৬৬	৪৫৫.৬২	১২২.৬৮
প্রকল্প সাহায্য	৭৪৫৯.৮	১৩২৬৫.৪৩	১২৮৮৩.৯৬	১৭২.৭১
মোট	৭৮৩১.২	১৩৭৫২.০৯	১৩৩৩৯.৫৮	১৭০.৩৩

উৎস:: (৩য় সংশোধিত টিপিপি-২০১৩)

মূল প্রকল্পটি অনুমোদনের সময় মোট প্রকল্প ব্যয় ৭৮৩১.৩ লক্ষ টাকা ধরা হয়েছিল। পরবর্তীকালে কিছু জেলার দূর্গম এলাকাকে (যেমন সিলেটের গোয়াইনঘাট, হবিগঞ্জের বানিয়ারজন, কক্সবাজারের টেকনাফ ইত্যাদি) এবং কিছু জেলার বিশেষ অঞ্চল (যেমন ঢাকার মিরপুর এবং ময়মনসিংহের ভালুকার গার্মেন্টস পল্লী এলাকা) প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত করার কারণে মেয়াদবৃদ্ধির সাথে সাথে অনুপাতিক হারে ব্যয় বৃদ্ধি করা হয়েছে। কিন্তু লক্ষনীয় বিষয় হলো, প্রকল্পের মূলধন খাতে অর্থ বৃদ্ধির চেয়ে রাজস্ব খাতে অর্থ বৃদ্ধি বেশী বিবেচনা করা হয়েছে।

সারণী ৩.৪: প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি

(লক্ষ টাকায়)

অর্থ বছর	সর্বমোট বরাদ্দ	ব্যয় বৃদ্ধির পরিমাণ (মূল টিপিপি-র %)	টিপিপি অনুযায়ী আর্থিক বরাদ্দ (রাজস্ব খাতে)				টিপিপি অনুযায়ী আর্থিক বরাদ্দ (মূলধন খাতে)			
			মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য	বরাদ্দ বৃদ্ধির পরিমাণ (মূল টিপিপি-র %)	মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য	বরাদ্দ বৃদ্ধির পরিমাণ (মূল টিপিপি-র %)
	(১)+(৫)		(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)
মূল টিপিপি	৭৮৩১.২০	১০০.০	৩৪১.৫	৩৪১.৫	০	১০০	৭৪৮৯.৮	৩০.০০	৭৪৫৯.৮	১০০
১ম সংশোধিত টিপিপি	৭৪৭৮.৮৩	৯৫.৫	৭৩৩৮.০৪	৩০৮.৫৫	৭০২৯.৪৮	২১৪৮.৭৭	১৪০.৭৯	৮.১৩	১৩২.৬৬	১.৮৮
২য় সংশোধিত টিপিপি	৯৭৩৯.২৩	১২৪.৪	৯৫৯২.৪৪	৩৭৮.৭৭	৯২১৩.৬৭	২৮০৮.৯১	১৪৬.৭৯	৭.১৩	১৩৯.৬৬	১.৯৬
৩য় সংশোধিত টিপিপি	১৩৭৫২.০৯	১৭৫.৬	১৩৫৯৮.৮৫	৪৭৯.৫৩	১৩১১৯.৩২	৩৯৮২.০৯	১৫৩.২৪	৭.১৩	১৪৬.১১	২.০৫

উৎস:: (৩য় সংশোধিত টিপিপি-২০১৩)

টিপিপি পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, তৃতীয় সংশোধনীতে প্রকল্পের মূলধন খাতে মূল টিপিপি-র মাত্র ২.০৫ শতাংশ বৃদ্ধি করা হয়েছে। অথচ রাজস্ব খাতে ব্যয় বৃদ্ধি করা হয়েছে প্রায় ৪৯৫.৫ শতাংশ। এই বিশাল ব্যবধানের কারণ খুঁজতে গিয়ে দেখা যায় যে, রাজস্ব খাতের বাজেট হতে প্রকল্পের মূল কার্যক্রম শিশু শিক্ষা কেন্দ্রের শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা, শিক্ষকদের বেতনাদি, প্রশিক্ষণ ব্যয় এবং শিশু কেন্দ্র গুলোর জন্য খেলনা ক্রয় ও পরিচালন ব্যয় বাবদ যাবতীয় খরচ করা হয়েছে। যা এই প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য পূরণে চালক হিসেবে কাজ করেছে। মূলধন খাতে অর্থ বরাদ্দ কম ধরার কারণে প্রকারান্তে নানাবিধ অপ্রয়োজনীয় খরচের অপচয় রোধ হয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়।

৩.৪ রাজস্ব কম্পোনেন্ট ওয়ারী অগ্রগতি বিবরণ:

রাজস্ব কম্পোনেন্ট এর আওতায় মূলত প্রকল্প অফিস এবং প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের জন্য বিভিন্ন প্রকার ছাপা ও প্রকাশনায়, খেলনা সামগ্রী ক্রয়, শিক্ষক প্রশিক্ষণ, শিক্ষকদের সম্মানী, প্রশাসনিক ব্যয় এবং অন্যান্য ব্যয় অন্তর্ভুক্ত ছিল। রাজস্ব কম্পোনেন্টের প্রকৃত ব্যয় মোট ব্যয়ের শতকরা ৯৭ ছিল।

সারণী ৩.৫: রাজস্ব কম্পোনেন্ট (লক্ষ টাকায়)

নং	সর্বশেষ সংশোধিত পিপি অনুযায়ী ব্যয় বিভাজন	একক	লক্ষ্যমাত্রা (পিপি অনুযায়ী প্রাক্কলিত)		প্রকৃত বাস্তবায়ন		বাস্তবায়নের হার (%)		শতকরা বরাদ্দ
			আর্থিক (টাকা)	পরিমাণ (সংখ্যা)	আর্থিক (টাকা)	পরিমাণ (সংখ্যা)	আর্থিক	বাস্তব (সংখ্যা)	
	১	২	৩	৪	৫	৬			
১	কর্মকর্তার বেতন	৬ জন	৬৬	৬	৬৩.৪৮	৬	৯৬.১৮	১০০	**০.৪৮**
২	কর্মচারীর বেতন	৯ জন	৪৯.৩১	৯	৪৮.৮১	৯	৯৮.৯৯	১০০	**০.৩৬**
৩	বাড়ী ভাড়া বাবদ	২ জন	১১.৫৮	২	১০.০৫	২	৮৬.৭৯	১০০	**০.০৮**
৪	উৎসব ভাতা বাবদ	১৫ জন	১৩.৫৪	১৫	১২.৫২	১৫	৯২.৪৭	১০০	**০.১০**

নং	সর্বশেষ সংশোধিত পিপি অনুযায়ী ব্যয় বিভাজন	একক	লক্ষ্যমাত্রা (পিপি অনুযায়ী প্রাক্কলিত)		প্রকৃত বাস্তবায়ন		বাস্তবায়নের হার (%)		শতকরা বরাদ্দ
			আর্থিক (টাকা)	পরিমাণ (সংখ্যা)	আর্থিক (টাকা)	পরিমাণ (সংখ্যা)	আর্থিক	বাস্তব (সংখ্যা)	
৫	কর্মকর্তাদের অন্যান্য আনুষঙ্গিক খরচ (চিকিৎসা, প্রেষণ নিয়োগ এবং ইত্যাদি)	২ জন	৮.১৬	২	৮.১৬	২	১০০.০০	১০০	**০.০৬**
৬	প্রকল্প সমাপ্তি বেনিফিট	১৩ জন	১৪.৭৯	১৩	১৪.৭৯	১৩	১০০.০০	১০০	**০.১১**
৭	যাতায়াত বাবদ	২০ জন	২২.২৯	২০	২১.২৯	২০	৯৫.৫১	১০০	**০.১৬**
৮	বদলী/পদায়ন বাবদ	২ জন	০.৩৮	২	০.১৮	২	৪৭.৩৭	১০০	**০.০০**
৯	অফিস ভাড়া	HQ	২১.৮৭	HQ	২১.৮৭	HQ	১০০.০০		**০.১৬**
১০	অতিরিক্ত দায়িত্ব ভাতা	২জন	৪.১৩	২	৩.৭৪	২	৯০.৫৬	১০০	**০.০৩**
১১	ডাক যোগযোগ বাবদ	LS	২১.০১	LS	১২.৯৭	LS	৬১.৭৩		**০.১৫**
১২	টেলিফোন বাবদ	২৩ সেট	১৮.৬৬	২৩	১৭.৬৩	২৩	৯৪.৪৮	১০০	**০.১৪**
১৩	ফ্যাক্স/ইন্টারনেট	৪ সেট	১.৩১	৪	১.১৪	৪	৮৭.০২	১০০	**০.০১**
১৪	পানি	HQ	৮.১	HQ	৮.১	HQ	১০০.০০		**০.০৬**
১৫	বিদ্যুৎ	HQ	১০.৫৩	HQ	১০.৫৩	HQ	১০০.০০		**০.০৮**
১৬	গ্যাস এবং পেট্রোল	১৭ গাড়ি	৪৬.৭৩	১৭	৪৫.৩৭	১৭	৯৭.০৯	১০০	**০.৩৪**
১৭	ছাপা এবং প্রকাশনা	HQ+8731 ELCs	৭২০.৭১	8731	৭২০.৭১	8731	১০০.০০	১০০	**৫.২৪**
২০	স্টেশনারী	৬৫ জন	৩৬.	৬৫	৩৫.০২	৬৫	৯৭.২৮	১০০	**০.২৬**
২১	বই এবং সাময়িকী	LS	১.৪	LS	০.৯৪	LS	৬৭.১৪		**০.০১**
২২	বিজ্ঞাপন বাবদ	LS	১.৫৯	LS	১.৫৯	LS	১০০.০০		**০.০১**
২৩	খেলনা সামগ্রী	8731ELCs	১৬৬৪.৬৯	8731	১৪১৮.০৫	8731	৮৫.১৮	১০০	**১২.১০**
২৫	প্রশিক্ষণ বাবদ	৮৭৩১ শিক্ষক	১৭৭১.৯৪	৮৭৩১	১৬৬৬.৫	৮৭৩১	৯৪.০৫	১০০	**১২.৮৮**
২৬	প্রশিক্ষণ/পরিদর্শন বাবদ	১৩ জন	৪৬.৯	১৩	২৬.৯	৬	৫৭.৩৬	৪৬.১৫৩৮	**০.৩৪**
২৭	সভা/সেমিনার	৪৬০০ জন	১৮৯.২৫	৪৩০০	১৮৯.২৫	৪৩০০	১০০.০০	১০০	**১.৩৮**
২৮	আপ্যায়ন বাবদ	LS	৫.৬৫	LS	৫.১৬	LS	৯১.৩৩		**০.০৪**
২৯	অতিরিক্ত শ্রম বাবদ	LS	২.৭১	LS	২.৬৭	LS	৯৮.৫২		**০.০২**
৩০	সম্মানী/ ফি	LS	৫.৮১	LS	৪.৬১	LS	৭৯.৩৫		**০.০৪**
৩১	শিক্ষকদের সম্মানী	৮৭৩১ শিক্ষক	৬০৩৮.০৬	৮৭৩১	৬০৩৮.০৬	৮৭৩১	১০০.০০	১০০	**৪৩.৯১**
৩২	ফটোকপি/ছাপা	LS	২.৭৯	LS	০.৪১	LS	১৪.৭০		**০.০২**
৩৩	কম্পিউটার সামগ্রী	LS	২.২	LS	১.৯৭	LS	৮৯.৫৫		**০.০২**
৩৪	কমিটি মিটিং	১৫৫ মিটিং	৭১.৪৬	১৫৫	৭০.৬৫	১৫৫	৯৮.৮৭	১০০	**০.৫২**
৩৫	অন্যান্য (রেজিঃ, ইন্সুরেন্স, ব্যাংক, চার্জ, ট্যাক্স, কন্টিনজেন্সি এবং ইত্যাদি)	৬৫ অফিস	২৬৪৪.০৬	৬৫	২৬৪৩.৯৫	৬৫	১০০.০০	১০০	**১৯.২৩**

নং	সর্বশেষ সংশোধিত পিপি অনুযায়ী ব্যয় বিভাজন	একক	লক্ষ্যমাত্রা (পিপি অনুযায়ী প্রাক্কলিত)		প্রকৃত বাস্তবায়ন		বাস্তবায়নের হার (%)		শতকরা বরাদ্দ
			আর্থিক (টাকা)	পরিমাণ (সংখ্যা)	আর্থিক (টাকা)	পরিমাণ (সংখ্যা)	আর্থিক	বাস্তব (সংখ্যা)	
৩৬	গাড়ী/কার রক্ষনাবেক্ষণ	১৭ গাড়ি	৩৩.৩১	১৭	২৩.২৩	১৭	৬৯.৭৪	১০০	**০.২৪**
৩৭	আসবাবপত্র	৬৪ অফিস	১১.২৪	৬৪	১০.৬৭	৬৪	৯৪.৯৩	১০০	**০.০৮**
৩৮	কম্পিউটার	৬৫ অফিস	৬.৩৫	৬৫	৫.৪৫	৬৫	৮৫.৮৩	১০০	**০.০৫**
৩৯	অফিস দ্রবাদি	৬৫ অফিস	১২.১৬	৬৫	১০.২৮	৬৫	৮৪.৫৪	১০০	**০.০৯**
৪০	অন্যান্য	৬৫ অফিস	১২.১৮	৬৫	৯.৬৪	৬৫	৭৯.১৫	১০০	**০.০৯**
৪১	মাইক্রোবাস/ মটর সাইকেল	১ মাইক্রোবাস এবং ১৫ মোটর সাইকেল	২৯.০৫	১৬	২৯.০৫	১৬	১০০.০০	১০০	**০.২১**
৪২	কম্পিউটার এবং আনুষঙ্গিক দ্রবাদি	২৪ সেট	২৭.৪৬	২৪	২৭.৪৬	২৪	১০০.০০	১০০	**০.২০**
৪৩	অফিস দ্রবাদি	৭১ সেট	৮০.৬২	৭১	৮০.৬২	৭১	১০০.০০	১০০	**০.৫৯**
৪৪	আসবাবপত্র	১৩৬ সেট	৮.৯৮	১৩৬	৮.৯৮	১৩৬	১০০.০০	১০০	**০.০৭**
৪৫	ক্যাপিটাল সিডি/ভ্যাট								**০.০০**
৪৬	উপ-মোট		১৩৫৯৯		১৩৩৩৭		৯৮.০৮		**৯৮.৮৯**
	সর্বমোট টাকা		১৩,৭৫২.০৯		১৩,৩৩৯.৫৮		৯৭.০০		**১০০.০০**

উৎস:: (পিসিআর-২০১৩)

৩.৪.১ প্রশিক্ষণ ব্যয়:

রাজস্ব খাতে অন্যতম বড় খাত হচ্ছে প্রশিক্ষণ ব্যয় (১২.৮৮%)। আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় টিপিপিতে প্রশিক্ষণ ব্যয় বাবদ ১৭৭১.৯৪ লক্ষ টাকা বরাদ্দ ছিল। এখাতে ১৬৬৬.৫০ লক্ষ টাকা (উক্ত খাতে বরাদ্দকৃত অর্থের ৯৪.০৫%) ব্যয়ে ৮৭৩১ জন কেন্দ্র শিক্ষক শিশু শিক্ষা বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স, ওয়ার্কশপ ও সেমিনার বা কনফারেন্স সম্পন্ন করা হয়। প্রশিক্ষণ ব্যয়ের সিংহভাগ (১৭৭০.৩২ লক্ষ টাকা) অংশ ইউনিসেফের অনুদান সহায়তা ফান্ডের হওয়ায় তা ইউনিসেফের নিজস্ব আর্থিক গাইডলাইন অনুযায়ী ব্যয় করা হয়েছে।

৩.৪.২ খেলনা সামগ্রী:

আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় টিপিপিতে খেলনা সামগ্রী বাবদ ১৬৬৪.৬৯ লক্ষ টাকা বরাদ্দ, যা ছিল মোট বরাদ্দের শতকরা ১২.১০। এর বিপরীতে ১৪১৮.০৫ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে, যা উক্ত খাতে প্রাক্কলিত আর্থিক ব্যয়ের শতকরা ৮৫.১৮ ভাগ এবং প্রকৃত পরিমানের শতকরা ১০০ ভাগ। খেলনা সামগ্রী ব্যয়ের সম্পূর্ণ অংশ ইউনিসেফের অনুদান সহায়তা ফান্ডের হওয়ায় তা ইউনিসেফের নিজস্ব আর্থিক গাইডলাইন অনুযায়ী ব্যয় করা হয়েছে।

৩.৪.৩ ছাপা ও প্রকাশনা:

প্রকল্পের আওতায় টিপিপিতে ছাপা ও প্রকাশনা ব্যয় বাবদ মোট বরাদ্দের ৫.২৪%। এ খাতে প্রাক্কলিত ব্যয় ৭২০.৭১ লক্ষ টাকার বিপরীতে ৭২০.৭১ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে, যা উক্ত খাতে প্রাক্কলিত হিসেব অনুযায়ী প্রকৃত ব্যয়ে ১০০ ভাগ সম্পাদিত হয়েছে। খরচের পরিমাণের দিক থেকে এটি রাজস্ব কম্পোনেন্টের আওতায় পঞ্চম খাত। ছাপা ও প্রকাশনা ব্যয়ের সিংহভাগ (৭২০.২৬ লক্ষ টাকা) অংশ ইউনিসেফের অনুদান সহায়তা ফান্ড হওয়ায় তা ইউনিসেফ তাদের নিজস্ব আর্থিক গাইডলাইন অনুযায়ী ব্যয় করেছে।

৩.৪.৪ শিক্ষকদের সম্মানী ব্যয়:

প্রকল্পের আওতায় টিপিপিতে শিক্ষকদের সম্মানী ব্যয় মোট বরাদ্দের ৪৩.৯১%। এ খাতে প্রাক্কলিত ব্যয় ৬০৩৮.০৬ লক্ষ টাকার বিপরীতে ৬০৩৮.০৬ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে, যা প্রাক্কলিত ব্যয়ের শতকরা ১০০ ভাগ এবং প্রকৃত ব্যয়ের (পরিমাণের) ১০০ ভাগ। খরচের

পরিমাণের দিক থেকে এটি রাজস্ব কম্পোনেন্টের আওতায় সর্বোচ্চ খাত। শিক্ষকদের সম্মানী ব্যয়ের সম্পূর্ণ (৬০৩৮.০৬ লক্ষ টাকা) অংশ ইউনিসেফের অনুদান সহায়তা ফান্ড হওয়ায় তা ইউনিসেফ তাদের নিজস্ব আর্থিক গাইডলাইন অনুযায়ী ব্যয় করেছে।

৩.৫ ক্যাপিটাল কম্পোনেন্ট ওয়ারী অগ্রগতি:

ক্যাপিটাল কম্পোনেন্ট এর আওতায় মূলত বাংলাদেশ শিশু একাডেমী এবং শিশু বিকাশ কেন্দ্রসমূহের আঞ্চলিক অফিসগুলোর সক্ষমতা বৃদ্ধি, রিঅর্গানাইজেশন ও আধুনিকায়ণ করা হয়েছে। ক্যাপিটাল কম্পোনেন্ট খাতে প্রাক্কলিত ব্যয় ১৫৩.২৪ লক্ষ টাকা, যা সর্বমোট প্রকল্প ব্যয়ের শতকরা ১.১১ ভাগ। ক্যাপিটাল কম্পোনেন্ট খাতে প্রাক্কলিত ব্যয় এর বিপরীতে প্রকৃত ব্যয় কত হয়েছে তা জানা সম্ভব হয় নাই। কারণ এ খাতে বরাদ্দকৃত পুরো টাকা ইউনিসেফের অনুদান প্রাপ্ত হওয়ায় তা ইউনিসেফের নিজস্ব আর্থিক গাইডলাইন অনুযায়ী ব্যয় করা হয়েছে। আর এ সংক্রান্ত কোনো তথ্য ইউনিসেফ হতে সংগ্রহ করা সম্ভব হয় নাই। তবে এ সংক্রান্ত তথ্য প্রকল্পের সংগ্রহের নাই বলে দায়িত্বশীল কর্মকর্তার সাথে কথা বলে জানা গেছে। বাংলাদেশ শিশু একাডেমী প্রকল্প বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ হলেও অনুদানের সম্পূর্ণ অর্থ ইউনিসেফের নিজস্ব তত্ত্বাবধানে ব্যয় করা হয়েছে। প্রকল্পের দায়িত্বশীল কর্মকর্তাদের সাথে কথা বলে জানা গেছে যে, উক্ত খাতে বাস্তবায়নের হার (পরিমাণ) মোট প্রকৃত ব্যয়ের শতকরা ১০০ ভাগ। এ অঙ্গের উপাদানসমূহের বর্ণনা নিম্নরূপঃ

সারণি ৩.৬: ক্যাপিটাল কম্পোনেন্ট (লক্ষ টাকায়)

নং	সর্বশেষ সংশোধিত পিপি অনুযায়ী ব্যয় বিভাজন	একক	লক্ষ্যমাত্রা (পিপি অনুযায়ী প্রাক্কলিত)		প্রকৃত বাস্তবায়ন		বাস্তবায়নের হার (%)		শতকরা বরাদ্দ
			আর্থিক (টাকা)	পরিমাণ (সংখ্যা)	আর্থিক (টাকা)	পরিমাণ (সংখ্যা)	আর্থিক	বাস্তব (সংখ্যা)	
১	মটর/কার	১ মাইক্রো ও ১৫ মটর সাইকেল	২৯	১৬	_	১৬		১০০	**০.২১**
২	ক্যামেরা	০	০	০	_	০		১০০	**০.০০**
৩	কম্পিউটার এবং এক্সেসরিস	২৪ সেট	২৭.৪৬	২৪	_	২৪		১০০	**০.২০**
৪	কম্পিউটার সফটওয়ার	০	০.	০	_	০		১০০	**০.০০**
৫	অফিস সরঞ্জামাদি	৭১ সেট	৮০.৬২	৭১	_	৭১		১০০	**০.৫৯**
৬	আসবাবপত্র	১৩৬ সেট	৮.৯৮	১৩৬	_	১৩৬		১০০	**০.০৭**
৭	ক্যাপিটাল সিডিভ্যাট		৭.১৩		_			১০০	**০.০৫**
	উপ-মোট		১৫৩.২৪					১০০	**১.১১**
	সর্বমোট (প্রকল্প বরাদ্দ)		১৩৭৫২.০৯					১০০	**১০০.০০**

উৎস: (৩য় সংশোধিত টিপিপি-২০১৩)

৩.৬ আর্থিক অগ্রগতি বিশ্লেষণ (প্রকল্পের উদ্দেশ্য অনুযায়ী)

সারণি ৩.৭: প্রকল্পের আর্থিক বছর অনুযায়ী অগ্রগতি বিশ্লেষণ (লক্ষ টাকায়)

নং	অর্থ বছর	মূল টিপিপি অনুযায়ী আর্থিক (ব্যয় ও বাস্তবায়ন) অগ্রগতি				সংশোধিত টিপিপি অনুযায়ী আর্থিক (ব্যয় ও বাস্তবায়ন) অগ্রগতি			
		মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য	বাস্তবায়ন অগ্রগতি (%)	মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য	বাস্তবায়ন অগ্রগতি (%)
১	২০০৬-২০০৭	৫২০.০০	৯০.৩০	৪২৯.৭০	৬.৬৪	১৯১.১৫	৪.৪৯	১৮৬.৬৬	১.৩৯
২	২০০৭-২০০৮	১৫৫৮.৬০	৮৫.৯০	১৪৭২.৭০	১৯.৯০	৮৬৮.৮৫	৪২.৮৫	৮২৬.০০	৬.৩২
৩	২০০৮-২০০৯	১৯৮৩.১০	৭১.০০	১৯১২.১০	২৫.৩২	২৩০১.৪৫	৭০.৪৫	২২৩১.০০	১৬.৭৪
৪	২০০৯-২০১০	২০৭৩.১০	৭২.৫০	২০০০.৬০	২৬.৪৭	১৬৭৮.৩০	৬৫.০০	১৬১৩.৩০	১২.২০
৫	২০১০-২০১১	১৬৯৬.৪০	৫১.৭০	১৬৪৪.৭০	২১.৬৬	১২৭১.৯২	৭১.৯২	১২০০.০০	৯.২৫

৬	২০১১-২০১২	০	০	০	০.০০	২১৭১.৮৯	৭১.৮৯	২১০০.০০	১৫.৭৯
৭	২০১২-২০১৩	০	০	০	০.০০	২৩৭০.০০	৭০.০০	২৩০০.০০	১৭.২৩
৮	২০১৩-২০১৪	০	০	০	০.০০	২৮৯৮.৫৩	৯০.০৬	২৮০৮.৪৭	২১.০৮
	মোট	৭৮৩১.২০	৩৭১.৪০	৭৪৫৯.৮০	১০০.০০	১৩৭৫২.০৯	৪৮৬.৬৬	১৩২৬৫.৪৩	১০০.০০

উৎস: (পিসিআর-২০১৩)

আলোচ্য প্রকল্পটি ৩ বার বর্ধিত টাকার অংকে সংশোধিত হলেও প্রকল্পের মূল অর্থ মূলত বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময়-হার টাকা–ডলার এবং ডলার-টাকা এর তারতম্যের (২০০৬-২০১২ পর্যন্ত ১ইউএসডি=৬৬.৯০ টাকা এবং ২০১৩ সালে ১ইউএসডি=৮১.০১১ টাকা হারে) জন্য বিনিময় লাভের কারণে টাকায় অর্থ বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে প্রকল্পে সৃষ্ট অতিরিক্ত তহবিলের মাধ্যমে প্রকল্পের আওতায় আর্থিক কার্যক্রম বাস্তবায়িত হয়েছে এবং সে কারণে কিছু ক্ষেত্রে প্রকল্পের অনুদান বরাদ্দ ব্যয় কম দেখা গিয়েছে। এছাড়া প্রকল্পের অধিকাংশ ব্যয় শিক্ষক প্রশিক্ষণ, শিক্ষকদের সম্মানী, প্রকাশনা ও শিশুদের খেলনা সামগ্রী (১২.৮৮+৪৩.৯১+৫.২৪+১২.১০)= ৭৪.১৩% প্রশিক্ষণ ও শিক্ষা উপকরণ সংশ্লিষ্ট হওয়ায় তা প্রকল্প বাস্তবায়নে ফলপ্রসূ হয়েছে। ফলে প্রকল্পের কিছু অংশ অব্যবহৃত থেকে গেলেও প্রকল্পের সকল অঙ্গ তথা সকল উদ্দেশ্যই যথাযথভাবে বাস্তবায়িত হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায়: প্রকল্পের প্রকিউরমেন্ট পর্যালোচনা

প্রকল্পটি বাস্তবায়নকারী সংস্থা বাংলাদেশ শিশু একাডেমী হলেও প্রকিউরমেন্ট সংক্রান্ত কার্যক্রম সম্পাদন করেছে ইউনিসেফ। প্রকল্পের দলিলাদি পর্যালোচনা করে বুঝা যায় যে, প্রকিউরমেন্ট এর নিয়ম ও প্রবিধান অনুসরণপূর্বক ক্রয় কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে। প্রকল্পটির অধীনে টিপিপি অনুযায়ী শিশু কেন্দ্রের শিক্ষকদের সম্মানী, প্রশিক্ষণ, কেন্দ্রের জন্য খেলনা, শিখন উপকরণ এবং বিভিন্ন অফিসিয়াল আসবাবপত্র ক্রয় করার পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রাক্কলিত লক্ষ্যমাত্রা ও প্রকৃত বাস্তবায়ন চিত্র নিম্নে উপস্থাপন করা হলোঃ

৪.২ ক্রয় প্রক্রিয়ায় পিপিএ-২০০৬ এবং পিপিআর-২০০৮ অনুসরণ সংক্রান্ত:

টিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পটি শুরু হয় ২০০৬ সালের জুলাই হতে। প্রকল্প বাস্তবায়নের ৩টি পর্যায় যথাঃ প্রকল্প অনুমোদন, ক্রয় প্রক্রিয়াকরণ এবং বাস্তবায়ন পর্যায় বিবেচনা করলে ৩ বছরের মধ্যে প্রকল্পের ক্রয় প্রক্রিয়াকরণ এবং বাস্তবায়নের জন্য নির্ধারিত ছিল বলে বিবেচনা করা যায়।

পাবলিক প্রকিউরমেন্ট রেগুলেশান, ২০০৩ (সেপ্টেম্বর, ২০০৩) জারী হওয়ার পর সকল সরকারি ক্রয় কাজে ইহা বাধ্যতামূলক করা হলেও বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ঠ প্রকল্পের জন্য উক্ত রেগুলেশান এর ধারা-৪ অনুযায়ী ক্রয় কাজে এ রেগুলেশান অনুসরণ বাধ্যতামূলক করা হয়নি। পরবর্তীতে জারীকৃত পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন-২০০৬ এর ধারা ৩ (২)(ঘ) অনুযায়ী বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্পে এ আইন তথা পিপিএ এর প্রযোজ্যতা বাধ্যতামূলক করা হয়নি। তারও পরে জারীকৃত পিপিআর-২০০৮ এ বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্পের জন্য ক্রয় কাজে এ রেগুলেশান অনুসরণ বাধ্যতামূলক করা হয়নি।

ইএলসিডি প্রকল্পটি যেহেতু ইউনিসেফ ও বাংলাদেশ সরকারের যৌথ অর্থায়নে বাস্তবায়িত হয়েছে, তাই উক্ত ধারা অনুযায়ী এ প্রকল্পে পিপিআর-২০০৮ এবং পিপিএ-২০০৬ এর প্রযোজ্যতা ইউনিসেফ ও জিওবি'র সম্পাদিত ঋণ-চুক্তির উপর নির্ভরশীল।

৪.৩ ক্রয় কার্যক্রম যাচাই:

পিসিআর, টিপিপি ইত্যাদি প্রতিবেদন যাচাই করে পিপিআর অনুসরণ ও ক্রয় প্রক্রিয়া সংক্রান্ত নিম্নবর্ণিত তথ্য পাওয়া যায়।

৪.৩.১ রাজস্ব কম্পোনেন্ট এর আওতায় ক্রয়:

রাজস্ব কম্পোনেন্ট এর আওতায় মূলত প্রকল্প অফিস এবং প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের জন্য বিভিন্ন প্রকার ছাপা ও প্রকাশনায়, খেলনা সামগ্রী ক্রয়, শিক্ষক প্রশিক্ষণ, শিক্ষকদের সম্মানী, প্রশাসনিক ব্যয় এবং অন্যান্য ব্যয় অন্তর্ভুক্ত ছিল। রাজস্ব কম্পোনেন্টের প্রকৃত ব্যয় প্রকল্পের মোট ব্যয়ের শতকরা ৯৭ ভাগ ছিল। কিন্তু রাজস্ব কম্পোনেন্টের আওতায় শিক্ষকদের সম্মানী, প্রশিক্ষণ, খেলনা সামগ্রী ক্রয় বাবদ বরাদ্দকৃত বাজেট সংস্থান করা হয়েছে ইউনিসেফের অনুদান ফান্ড হতে। নিম্নের ছকে এ সংক্রান্ত তথ্য চিত্র উপস্থাপন করা হলো।

সারণী ৪.১: রাজস্ব কম্পোনেন্ট এর আওতায় ক্রয়কৃত পণ্য ও সেবা (লক্ষ টাকায়)

নং	সর্বশেষ সংশোধিত পিপি অনুযায়ী ব্যয় বিভাজন	লক্ষ্যমাত্রা (পিপি অনুযায়ী প্রাক্কলিত)		প্রকৃত ক্রয়	
		আর্থিক (টাকা)	পরিমাণ (সংখ্যা)	ক্রয় (টাকা)	পরিমাণ (সংখ্যা)
১.	ছাপা এবং প্রকাশনা	৭২০.৭১	৮৭৩১	৭২০.৭১	৮৭৩১
২.	খেলনা সামগ্রী	১৬৬৪.৬৯	৮৭৩১	১৪১৮.০৫	৮৭৩১
৩.	প্রশিক্ষণ বাবদ	১৭৭১.৯৪	৮৭৩১	১৬৬৬.৫	৮৭৩১
৪.	শিক্ষকদের সম্মানী	৬০৩৮.০৬	৮৭৩১	৬০৩৮.০৬	৮৭৩১
প্রকল্পের বরাদ্দ (সর্বমোট)		১৩,৭৫২.০৯		১৩,৩৩৯.৫৮	

৪.৩.১.১ প্রশিক্ষণ ব্যয়:

রাজস্ব খাতে অন্যতম বড় খাত হচ্ছে প্রশিক্ষণ ব্যয় (১২.৮৮%)। আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় টিপিপিতে প্রশিক্ষণ ব্যয় বাবদ ১৭৭১.৯৪ লক্ষ টাকা বরাদ্দ ছিল। এখাতে ১৬৬৬.৫০ লক্ষ টাকা (উক্ত খাতে বরাদ্দকৃত অর্থের ৯৪.০৫%) ব্যয়ে ৮৭৩১ জন কেন্দ্র শিক্ষক শিশু শিক্ষা বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স, ওয়ার্কশপ ও সেমিনার বা কনফারেন্স সম্পন্ন করা হয়। প্রশিক্ষণ ব্যয়ের সিংহভাগ (১৭৭০.৩২ লক্ষ টাকা) অংশ ইউনিসেফের অনুদান সহায়তা ফান্ডের হওয়ায় তা ইউনিসেফের নিজস্ব আর্থিক গাইডলাইন অনুযায়ী ব্যয় করা হয়েছে।

৪.৩.১.২ খেলনা সামগ্রী:

আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় টিপিপিতে খেলনা সামগ্রী বাবদ ১৬৬৪.৬৯ লক্ষ টাকা বরাদ্দ, যা ছিল মোট বরাদ্দের শতকরা ১২.১০ ভাগ। এর বিপরীতে ১৪১৮.০৫ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে, যা উক্ত খাতে প্রাক্কলিত আর্থিক ব্যয়ের শতকরা ৮৫.১৮ ভাগ এবং প্রকৃত পরিমানের শতকরা ১০০ ভাগ। খেলনা সামগ্রী ব্যয়ের সম্পূর্ণ অংশ ইউনিসেফের অনুদান সহায়তা ফান্ডের হওয়ায় তা ইউনিসেফের নিজস্ব আর্থিক গাইডলাইন অনুযায়ী ব্যয় করা হয়েছে।

৪.৩.১.৩ ছাপা ও প্রকাশনা:

প্রকল্পের আওতায় টিপিপিতে ছাপা ও প্রকাশনা ব্যয় বাবদ মোট বরাদ্দের ৫.২৪%। এ খাতে প্রাক্কলিত ব্যয় ৭২০.৭১ লক্ষ টাকার বিপরীতে ৭২০.৭১ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে, যাক উক্ত খাতে প্রাক্কলিত ব্যয়ের শতকরা ১০০ ভাগ এবং প্রকৃত ব্যয়ের (পরিমাণের) ১০০ ভাগ। খরচের পরিমাণের দিক থেকে এটি রাজস্ব কম্পোনেন্টের আওতায় পঞ্চম খাত। ছাপা ও প্রকাশনা ব্যয়ের সিংহভাগ (৭২০.২৬ লক্ষ টাকা) অংশ ইউনিসেফের অনুদান সহায়তা ফান্ড হওয়ায় তা ইউনিসেফ তাদের নিজস্ব আর্থিক গাইডলাইন অনুযায়ী ব্যয় করা হয়েছে।

৪.৩.১.৪ শিক্ষকদের সম্মানী ব্যয়:

প্রকল্পের আওতায় টিপিপিতে শিক্ষকদের সম্মানী ব্যয় মোট বরাদ্দের ৪৩.৯১%। এ খাতে প্রাক্কলিত ব্যয় ৬০৩৮.০৬ লক্ষ টাকার বিপরীতে ৬০৩৮.০৬ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে, যা প্রাক্কলিত ব্যয়ের শতকরা ১০০ ভাগ এবং প্রকৃত ব্যয়ের (পরিমাণের) ১০০ ভাগ। খরচের পরিমাণের দিক থেকে এটি রাজস্ব কম্পোনেন্টের আওতায় সর্বোচ্চ খাত। শিক্ষকদের সম্মানী ব্যয়ের সম্পূর্ণ (৬০৩৮.০৬ লক্ষ টাকা) অংশ ইউনিসেফের অনুদান সহায়তা ফান্ড হওয়ায় তা ইউনিসেফ তাদের নিজস্ব আর্থিক গাইডলাইন অনুযায়ী ব্যয় করেছে।

৪.৩.২ ক্যাপিটাল কম্পোনেন্ট এর আওতায় ক্রয়:

ক্যাপিটাল কম্পোনেন্ট এর আওতায় মূলত বাংলাদেশ শিশু একাডেমী এবং শিশু বিকাশ কেন্দ্রসমূহের আঞ্চলিক অফিসগুলোর সক্ষমতা বৃদ্ধি, রিঅর্গানাইজেশন ও আধুনিকায়ন করা হয়েছে। ক্যাপিটাল কম্পোনেন্ট খাতে প্রাক্কলিত ব্যয় ১৫৩.২৪ লক্ষ টাকা, যা সর্বমোট প্রকল্প ব্যয়ের শতকরা ১.১১ ভাগ। ক্যাপিটাল কম্পোনেন্ট খাতে প্রাক্কলিত ব্যয় এর বিপরীতে প্রকৃত ব্যয় (ক্রয়) কত হয়েছে তা জানা সম্ভব হয় নাই। কারণ এ খাতে বরাদ্দকৃত পুরো টাকা ইউনিসেফের অনুদান প্রাপ্ত হওয়ায় তা ইউনিসেফের নিজস্ব আর্থিক গাইডলাইন অনুযায়ী ব্যয় করা হয়েছে। আর এ সংক্রান্ত কোনো তথ্য ইউনিসেফ হতে সংগ্রহ করা সম্ভব হয় নাই। এ সংক্রান্ত তথ্য প্রকল্পের বাস্তবায়নকারী সংস্থা বাংলাদেশ শিশু একাডেমীর সংগ্রহে নাই বলে দায়িত্বশীল কর্মকর্তার সাথে কথা বলে জানা গেছে। বাংলাদেশ শিশু একাডেমী প্রকল্প বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ হলেও অনুদানের সম্পূর্ণ অর্থ ইউনিসেফের নিজস্ব নীতিমালা অনুযায়ী ব্যয় করা হয়েছে। প্রকল্পের দায়িত্বশীল কর্মকর্তাদের সাথে কথা বলে জানা গেছে যে, উক্ত খাতে বাস্তবায়নের হার (বাস্তব পরিমাণ) মোট প্রকৃত ব্যয়ের শতকরা ১০০ ভাগ। এ খাতে ক্রয়কৃত উপাদানসমূহের বর্ণনা নিম্নরূপঃ

সারণি ৪.২: ক্যাপিটাল কম্পোনেন্ট ওয়ারী ক্রয় কার্যক্রম (লক্ষ টাকায়)

নং	সর্বশেষ সংশোধিত পিপি অনুযায়ী ব্যয় বিভাজন	লক্ষ্যমাত্রা (পিপি অনুযায়ী প্রাক্কলিত)		প্রকৃত ক্রয়	
		আর্থিক (টাকা)	পরিমাণ (সংখ্যা)	ক্রয় (টাকা)	পরিমাণ (সংখ্যা)
১	মটর/কার	২৯	১৬	_	১৬
২	ক্যামেরা	০	০	_	০
৩	কম্পিউটার এবং এক্সেসরিস	২৭.৪৬	২৪	_	২৪
৪	কম্পিউটার সফটওয়ার	০	০	_	০
৫	অফিস সরঞ্জামাদি	৮০.৬২	৭১	_	৭১
৬	আসবাবপত্র	৮.৯৮	১৩৬	_	১৩৬
৭	ক্যাপিটাল সিডিভ্যাট	৭.১৩		_	
	সর্বমোট (প্রকল্প বরাদ্দ)	১৩৭৫২.০৯			

৪.৪ প্রকিউরমেন্ট পর্যালোচনা:

এই প্রকল্পের আওতায় দুই ধরনের বাজেট বরাদ্দ ছিল, একটি রাজস্ব খাত এবং অন্যটি মূলধন খাত। মূলধন খাতের বরাদ্দ দিয়ে সাধারণত প্রয়োজনীয় পণ্য, সেবা এবং কাজ ক্রয় করা হয়ে থাকে। আর রাজস্ব খাতের বরাদ্দ দিয়ে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বেতনাদি, অফিস ভাড়া, অফিস সরঞ্জামাদি মেরামত ও আনুষঙ্গিক খরচ করা হয়ে থাকে।

এই প্রকল্পের মূলধন খাতের প্রায় পুরোটাই ছিল ইউনিসেফের আর্থিক অনুদান। ফলে ইউনিসেফের নিজস্ব তত্ত্বাবধানে/উদ্যোগে মূলধন খাত হতে প্রকিউর করা হয়েছে, এখানে বাংলাদেশ শিশু একাডেমী বা প্রকল্পের হেড অফিসের কোনো প্রকার সংশ্লিষ্টতা ছিল না। ইউনিসেফের নীতিগত কারণে, তাদের কাছ থেকে এ সকল প্রকিউরমেন্ট সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব হয় নাই। তবে প্রকল্পের কর্মকর্তাদের সাথে কথা বলে জানা গেছে যে, ইউনিসেফ তাদের নিজস্ব আর্থিক গাইডলাইন অনুযায়ী সকল প্রকিউরমেন্ট সম্পাদন করেছে এবং প্রকল্পের চাহিদা মোতাবেক যাবতীয় জিনিসের যোগান দিয়েছে।

পঞ্চম অধ্যায়: প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনের পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ

২০০৬-২০১৩ পর্যন্ত পরিচালিত "শিশুর বিকাশে প্রারম্ভিক শিক্ষা" প্রকল্পটির উদ্দেশ্য অর্জনের পর্যালোচনা করার জন্য প্রকল্পটির শিশু শিক্ষা কার্যক্রম ও প্রকিউরমেন্ট এর উপর একটি প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষা সম্পাদন করা হয়েছে। এই অধ্যায়ে প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষায় প্রাপ্ত ফলাফল এর ভিত্তিতে প্রকল্পটির উদ্দেশ্য অর্জনের পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ উপস্থাপন করা হবে।

৫.১ শিশু শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপন ও পরিচালন:

এই প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্যগুলো মধ্যে অন্যতম প্রধান ছিল দুর্গম, প্রান্তিক, বিশেষায়িত (শিল্প ও গার্মেন্টস) এলাকা এবং সুবিধা বঞ্চিত এলাকায় সারাদেশ ব্যাপী ৮৭৩১ টি শিশুকেন্দ্র স্থাপন ও পরিচালনার মাধ্যমে ১১ লক্ষ শিশুকে শিক্ষা প্রদান করা। প্রকল্পে টিপিপি, বিভিন্ন সাময়িকী, প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাক্ষাৎকার, জেলা শিশু একাডেমীর কর্মকর্তা ও মাঠ পর্যায়ের সমীক্ষা হতে জানা গেছে যে, প্রকল্পটির মাধ্যমে শতভাগ কেন্দ্র স্থাপন করা সম্ভব হয়েছে। মূল্যায়ন গবেষণায় নির্বাচিত ৭০টি কেন্দ্রগুলোর মধ্যে নির্বাচিত ৭০ টি কেন্দ্রের মধ্যে ৫৪ টি কেন্দ্র হতে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। কেন্দ্রগুলো ২০০৬ থেকে ২০১৩ পর্যন্ত সময়ের মধ্যেই কার্যকর ছিল, কিন্তু বর্তমানে কোন কোন কেন্দ্রে অনুদান বা প্রকল্প সমাপ্তির কারণে বন্ধ বা স্থানান্তরিত হয়েছে। বাস্তবায়নকারী সংশ্লিষ্ট সংস্থা ও এনজিও, প্রাক্তন শিক্ষার্থী এবং অভিভাবকদের সাথে কথা বলে (কেআইআই) কেন্দ্রগুলোর অবস্থান নিশ্চিত করা গিয়েছে। সেই হিসেবে মূল্যায়ন সমীক্ষায় নির্বাচিত শিশু শিক্ষাকেন্দ্রগুলোর শতভাগ বাস্তবায়িত হয়েছে। একই ভাবে, প্রতিটি কেন্দ্রে শিক্ষার্থীর সংখ্যা গড়ে ৩৩ জন অধ্যয়ন করেছে। এই হিসেবে শিশুকে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি উপযোগী করে তোলার লক্ষ্যে শিশু কেন্দ্র পরিচালিত শিক্ষা কার্যক্রমে অংশগ্রহণকারী শিশুর সংখ্যা প্রকল্প প্রাক্কলিত (টিপিপিতে প্রাক্কলিত প্রতিটি কেন্দ্রের গড় শিশু শিক্ষার্থী ৩০জন) শিশুর সংখ্যার শতভাগ নিশ্চিত হয়েছে। উপরন্তু ২০০৬ থেকে ২০১৩ পর্যন্ত প্রকল্পটির সংশোধিত প্রতিটি ফেজে আরো অতিরিক্ত শিশু কেন্দ্র স্থাপনের মাধ্যমে প্রাক্কলিত শিশু সংখ্যা থেকে আরো অধিক সংখ্যক শিশুকে শিশুশিক্ষা কার্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। জরিপকৃত কেন্দ্রগুলোর তথ্য অনুযায়ী বাস্তবায়নকারী সংস্থাগুলো একটি কমিটির মাধ্যমে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্তির পর শিশুদেরকে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তিতে সহায়তা করেছে। শিশু একাডেমীর সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা এবং অভিভাবকদের ফোকাসগ্রুপ থেকে শিশুদের শিশু কেন্দ্র থেকে নিকটস্থ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তির বিষয়টি নিশ্চিত করা গেছে। শহর এবং শিল্পাঞ্চল কিছু এলাকায় ভাসমান অভিভাবকদের ক্ষেত্রে শতভাগ শিক্ষার্থীকে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তির বিষয়টি সর্বক্ষেত্রে চিহ্নিত করা সম্ভব হয়নি।

প্রকল্পভুক্ত শিশু শিক্ষাকেন্দ্রগুলো পরিচালন ব্যবস্থা পর্যবেক্ষণের জন্য প্রতিটি জেলায় অতিরিক্ত জেলা প্রশাসকের সভাপতিত্বে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছিল কিন্তু প্রকল্প সমাপ্তির পর শতভাগ কেন্দ্র চালু রাখা সম্ভব হয় নাই। কারণ কেন্দ্রগুলোর জন্য অর্থায়ন এবং পরিচালন ব্যয় নির্বাহের কোনো ব্যবস্থা তৈরি না হওয়ায় উক্ত কমিটিও আর কোনো কার্যকর ভূমিকা পালন করছে না। উল্লেখ্য, এই প্রকল্পের মাধ্যমে ১১ লক্ষের অধিক শিশুকে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা প্রদান করা হয়েছে, যদিও এ সংক্রান্ত কোনো সঠিক পরিসংখ্যান পাওয়া সম্ভব হয় নাই।

৫.২ শিশু কেন্দ্রের ভৌত অবকাঠামো সুবিধা:

শিশুকেন্দ্রগুলোর অধিকাংশই ছিল এক কক্ষের যেখানে গড়ে ৩৩জন শিক্ষার্থী পাঠ গ্রহণ করেছে। এই শ্রেণিকক্ষগুলোর বেশির ভাগই ছিল কাঁচা (২০%) এবং আধা-পাকা (৬৮%) যার বেশীর ভাগ কেন্দ্রে বৈদ্যুতিক সংযোগ থাকলেও বৈদ্যুতিক পাখা ছিল না। ৮৮ ভাগ কেন্দ্রে টয়লেট এবং ৮৬ ভাগ কেন্দ্রে খাবার পানির ব্যবস্থা থাকলেও কোনো কেন্দ্রেই দুপুরের টিফিন/খাবারের ব্যবস্থা ছিল না।

৫.৩ সামাজিক উদ্বুদ্ধকরণ ও গণযোগাযোগ:

সামাজিক উদ্বুদ্ধকরণের বিষয়ে বিভিন্ন ধরনের মতামত পাওয়া গেছে। প্রকল্পটিতে কর্মরত কর্মকর্তাবৃন্দের দায়িত্বকাল দীর্ঘ না হওয়ায় সামাজিক উদ্বুদ্ধকরণ কার্যক্রম পূর্ণাঙ্গভাবে বাস্তবায়ন সম্ভব হয়নি। তবে কেন্দ্রের শিক্ষকরা বাড়ি বাড়ি গিয়ে মায়েদেরকে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার গুরুত্ব ও তাদের সন্তানদের এই শিক্ষায় উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। শিশু বিকাশে প্রারম্ভিক শিক্ষার গুরুত্ব বিবেচনায় বিভিন্ন কারিকুলাম (এমবিবিএস, নার্সিং কোর্স, বাংলাদেশ স্কাউটস) অন্তর্ভুক্ত করা হলেও ব্যাপকভাবে জনসচেতনতামূলক গণযোগাযোগ কার্যক্রম চলমান রাখা হয় নাই।

৫.৪ জাতীয় শিক্ষানীতি ও শিশু নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন:

এই প্রকল্পের মাধ্যমে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় থেকে ''শিশুর প্রারম্ভিক যত্ন ও বিকাশের সমন্বিত নীতি ২০১৩''প্রণয়ন করা হয়েছে। উক্ত নীতিতে সমন্বিত ইসিডি বিষয়ক কার্যক্রমের গুরুত্বনীতি নির্ধারণী পর্যায় থেকে পরিবার পর্যন্ত সমানভাবে সচেতনতা সৃষ্টির উদ্যোগ গ্রহণের কথা বলা হয়েছে। সামাজিক সচেতনতা তৈরিসহ সার্বিক উদ্বুদ্ধকরণ, পরিকল্পনা প্রণয়নে পাঁচটি বিষয় বিবেচনা করতে বলা হয়েছে।

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় থেকে জাতীয় শিশু নীতি-২০১১ প্রণয়ন করা হয়েছে। উক্ত নীতির অনুচ্ছেদ-৬.৪ এ ৩-৫ বছর বয়সী শিশুর বিকাশে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করা, এসব কেন্দ্রের শিক্ষকদের মৌলিক প্রশিক্ষণ প্রদানের উদ্যোগ গ্রহণ করা, শিশুর সর্বজনীন মানবিক বিকাশের পরিবেশ নিশ্চিতকরণের উদ্যোগ গ্রহণ এবং কার্যক্রম সম্প্রসারিত করার বিষয়ে বলা হয়েছে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ প্রণয়ন করা হয়েছে। উক্ত নীতি তে শিশুর বিকাশে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্য-উদ্দেশ্য, কৌশল, রাষ্ট্রের দায়িত্ব, বিভিন্ন ধারার সমন্বয়, শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি, ভর্তির বয়স, বিদ্যালয়ের পরিবেশ, শিক্ষা সামগ্রী, ঝরে পড়া সমস্যা সমাধান, আদিবাসী শিশু, প্রতিবন্ধী শিশু, পথশিশু ও অন্যান্য অতিবঞ্চিত শিশু, শিখন পদ্ধতি, শিক্ষক নির্বাচন এবং অন্যান্য বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০ এ ৫+ বছর বয়সী শিশুদের জন্য এক বছরের প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা চালুর বিষয়ে বলা হয়েছে এবং অগ্রগতি সাপেক্ষে পরবর্তীকালে তা ৪+ বছর বয়সী শিশুদের জন্য চালু করার বিষয়ে বলা হয়েছে।

৫.৫ শিশু একাডেমীতে শিশু বিকাশ কেন্দ্র স্থাপন ও পরিচালন:

এই প্রকল্পের মাধ্যমে জেলা শিশু একাডেমীগুলোতে শিশু শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে এবং নিয়মিতভাবে শিশু শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। উল্লেখ্য, এই প্রকল্পের মাধ্যমে শিশু একাডেমীর শিশু শিক্ষা প্রদানের সক্ষমতাও বৃদ্ধি পেয়েছে।

৫.৬ প্রকল্পের ক্রয় প্রক্রিয়া অনুমোদন ও সম্পাদন:

একটি প্রকল্পের মূলধন খাতের বরাদ্দ হতে সাধারণত যাবতীয় প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র ক্রয় করা হয়। এই প্রকল্পে মূলধন খাতে মোট বরাদ্দ ছিল ১৫৩.২৪ লক্ষ টাকা, যা মোট প্রকল্প বরাদ্দের শতকরা মাত্র ১.১১ ভাগ। আবার এই ১.১১ ভাগ বরাদ্দের প্রায় পুরোটাই ছিল ইউনিসেফের অনুদান ফান্ড। যে কারণে এই প্রকল্পের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র ইউনিসেফ তার নিজস্ব তত্ত্বাবধানে ক্রয় করেছে। ফলে এই প্রকল্পের আওতায় ক্রয় প্রক্রিয়া সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য জানা সম্ভব হয় নাই। তবে কেন্দ্র শিক্ষক, জেলা শিশু একাডেমীর কর্মকর্তা এবং প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে কথা বলে জানা গেছে যে, শিশু কেন্দ্রের চাহিদা মোতাবেক এবং প্রকল্প কর্তৃক মূলধন খাতে বরাদ্দকৃত যাবতীয় জিনিস পত্রের শতভাগ যোগান সময়ানুযায়ী ইউনিসেফ সম্পাদন করেছে।

৫.৭ শিশু শিক্ষার পরিবেশ ও মান উন্নয়ন:

শিশু কেন্দ্রগুলো অস্থায়ী ভিত্তিতে ভাড়া বাসায় গড়ে উঠার কারণে অধিকাংশ শিশু বিকাশকেন্দ্র বিলুপ্ত হয়েছে এবং স্থান পরিবর্তন হওয়ায় কেন্দ্রগুলোর সামগ্রীক পরিবেশ চিহ্নিতকরণ প্রক্রিয়াগত জটিলতার বিষয় যা স্থান ভেদে আপেক্ষিকও বটে। সমীক্ষায় অংশগ্রহণকারী শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের মতামত অনুযায়ী কেন্দ্রগুলোর শিক্ষার মান যথেষ্ট ভাল এবং সময়োপযোগী ছিল।

৫.৮ শিক্ষক নিয়োগ ও প্রশিক্ষণ:

শিশু শিক্ষা কেন্দ্রগুলোতে প্রকল্প সহায়তাকারী সংস্থা তাদের নিজস্ব তত্ত্বাবধানে শিক্ষক নিয়োগ দিয়েছে, তবে এক্ষেত্রে জেলা শিশু শিক্ষা কমিটি পর্যবেক্ষকের ভূমিকা পালন করেছে। কেন্দ্র শিক্ষকের বেশির ভাগই মাধ্যমিক বা উচ্চ-মাধ্যমিক পাশ ছিল, কিছু ক্ষেত্রে স্নাতক পাশ করা শিক্ষকও দেখা গেছে। ৯৮ ভাগ কেন্দ্র শিক্ষকেরা শিশুর শিখন, শিশু পাঠ্যক্রম হেলথ এন্ড হাইজিন, বিষয়গত এবং নেতৃত্বের উপর প্রশিক্ষণ পেয়েছিলেন। শিক্ষকদের বেতন-ভাতাদি গড়ে বছরে প্রায় বিশ হাজার টাকা, যা শিক্ষকদের পরিশ্রমের তুলনায় অপ্রতুল বলে কেআইআই এবং এফজিডিতে আলোচনায় উঠে এসেছে। যে কারণে শিক্ষকেরা কেন্দ্রগুলোতে নিয়মিত বা দীর্ঘ সময় নিয়োজিত থাকতে পারেননি। এতে শিশু শিক্ষা কার্যক্রম অব্যহত ভাবে গুণগতমান ধরে রাখতে পারেনি।

৫.৯ শিশু কেন্দ্রের খেলনা সামগ্রী:

সমীক্ষায় অংশগ্রহণকারী শিক্ষক, শিক্ষার্থী, জেলা শিশু একাডেমীর কর্তকর্তা ও প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের মতামত অনুযায়ী শিশু কেন্দ্রগুলোতে শিক্ষার্থীর আনুপাতিক হারে ইউনিসেফ খেলনা সামগ্রী সরবরাহ করেছে। কিন্তু প্রয়োজনীয় সংরক্ষণের অভাবে তার অধিকাংশ নষ্ট বা ব্যবহার অনুপযোগী হয়ে গেছে।

৫.১০ শিখন ও শিক্ষা উপকরণ:

প্রকল্পভুক্ত সবগুলো কেন্দ্রেই শতভাগ শিখন ও শিক্ষা উপকরণ সরবরাহ করা হয়েছে। শ্রেণিকক্ষের শিক্ষা উপকরণ হিসেবে বোর্ড, চার্ট, ডাস্টার, পেন্সিল, রঙিন পেন্সিল ইত্যাদি সরবরাহ করা হয়েছে।

ষষ্ঠ অধ্যায়: প্রকল্পের সবল, দুর্বল, সুযোগ ও ঝুঁকি বিশ্লেষণ (SWOT Analysis)

"শিশুর বিকাশে প্রারম্ভিক শিক্ষা " প্রকল্পটির প্রভাব মূল্যায়ন পর্যালোচনা করার জন্য প্রকল্পটির শিশু শিক্ষাকেন্দ্র, জেলা শিশু একাডেমী, প্রকল্প অফিস এবং প্রকল্প সংশ্লিষ্ট সহায়তাকারী অন্যান্য সংস্থার এর উপর একটি প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষা সম্পাদন করা হয়েছে। এই অভীক্ষায় কেআইআই এর জন্য নির্বাচিত কেন্দ্র শিক্ষক, প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা, জেলা/উপজেলা শিশু একাডেমীর কর্মকর্তা অথবা জেলা/উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা, প্রকল্প সহায়তাকারী কর্মকর্তা এবং স্থানীয় পর্যায়ের মতবিনিময় কর্মশালা ও ফোকাস গ্রুপ আলোচনা হতে প্রাপ্ত ফলাফল এর ভিত্তিতে প্রকল্পটির সবল দিক, দুর্বল দিক, সুযোগ ও ঝুঁকি এই অধ্যায়ে উপস্থাপন করা হলো।

৬.১ সবল দিক:

- দুর্গম ও প্রত্যন্ত যেসব এলাকায় এ প্রকল্পের মাধ্যমে শিশু শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপিত হওয়ায় শিশুরা লেখাপড়ার সুযোগ পেয়েছে।
- নিরিবিলি পরিবেশে বাড়ির অতি সন্নিকটে শিক্ষাকেন্দ্রগুলো অবস্থানের কারণে এবং রাস্তা পারাপারের ঝুঁকি নিতে হয় না বলে শিশুদের মধ্যে শিক্ষার প্রতি আগ্রহ বেড়েছে তেমনি অভিভাবকরাও সচেতন হয়েছেন।
- ঝুঁকিপূর্ণ এলাকাগুলো যেমন পতিতা পল্লী, জেলখানা, হাওর ও উপকূলীয় এলাকাগুলোতে সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের এই শিক্ষা কার্যক্রমের আওতায় নিয়ে আসা সম্ভব হয়েছে।
- এ সকল শিশুকেন্দ্রে শিক্ষকরা শিশুদের মাতৃস্নেহে শিক্ষা উপকরণের সাহায্যে পাঠদান করান বলে শিশুদের মধ্যে স্কুল ভীতি ও জড়তা দূর হয়েছে।
- এসব শিক্ষাকেন্দ্রের মাধ্যমে প্রাথমিকে শতভাগ ভর্তি নিশ্চিত করার পাশাপাশি শিক্ষার্থী ঝরে পড়া রোধ করা সম্ভব হয়েছে।
- এছাড়াও শিশু শিক্ষাকেন্দ্র কার্যক্রম শিশুদের সামাজিকীকরণে বিশেষ সহায়তা করছে।
- শিক্ষার্থীরা এখন সহপাঠ্যক্রমিক কার্যক্রমে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করে। শিক্ষার গুণগত মান যেমন বৃদ্ধি পেয়েছে তেমনি শিশুরা পরিবেশ সচেতন ও স্কুলমুখী হয়েছে।
- শিক্ষা উপকরণের পাশাপাশি এখানে নিয়মিত ওজন মাপার মেশিনের সাহায্যে শিশুদের স্বাভাবিক বিকাশের প্রতি নজর রাখা হয়।
- শিক্ষক-শিক্ষার্থীর অনুপাত এখানে অন্যান্য স্কুলের তুলনায় কম হওয়ায় শিক্ষকরা বেশি মনোযোগ দিতে পারে।
- শিক্ষাকেন্দ্রগুলোতে শিশুদের জন্য প্লে কর্ণার স্থাপন করা হয়েছে যা শিশু বিকাশের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।
- এসব শিশু শিক্ষাকেন্দ্রে অভিভাবক সেশন বা সমাবেশের মাধ্যমে পরিবারকে শিশুবান্ধব করে গড়ে তুলতে সহায়তা করা হয়েছে।
- প্রতিবন্ধী শিশুদের স্বাভাবিক জীবন যাপনের ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে।
- প্রারম্ভিক শিক্ষা সম্পর্কে জনসচেতনতা তৈরি হয়েছে। ফলে কমিউনিটির সম্পৃক্ততা বৃদ্ধি পেয়েছে।

৬.২ দুর্বল দিক:

- প্রকল্পের মেয়াদ ডিসেম্বর ২০১৩ সালে শেষ হয়ে যাওয়ায় এবং কেন্দ্রগুলো ভবিষ্যতে পরিচালন বিষয়ে দিকনির্দেশনা/অর্থায়নের ব্যবস্থা না থাকায় বর্তমানে অধিকাংশ স্কুলের কার্যক্রম পরিচালনা বন্ধ আছে।
- প্রকল্পের স্থায়িত্ব কম হওয়ায় এবং অবকাঠামো উন্নয়ন খাতে কোনো বরাদ্দ না থাকার কারণে স্থায়ী কোন স্কুলের অবকাঠামো গড়ে উঠেনি।
- শিশু শিক্ষাকেন্দ্র পরিচালনার জন্য অধিকাংশ ক্ষেত্রে ভাড়া করা এক কক্ষের কাঁচা বাড়ি (টিনের ছাদ, মাটির মেঝে) কিংবা আধা-পাকা বাড়ি যেখানে শিশুদের বসার জন্য বেঞ্চের ব্যবস্থা নাই, ন্যূনতম বসার ভাল চাটাই-এর ব্যবস্থাও কোথাও কোথাও দূরহ ব্যাপার ছিল।
- শ্রেণিকক্ষগুলো টিনের ছাদ দ্বারা নির্মিত হওয়ায় এবং বিদ্যুতের সংযোগ ও ফ্যানের ব্যবস্থা না থাকায় গ্রীষ্মের সময় শিশুরা তীব্র গরমে কষ্ট পায়। যা শিশুদের পাঠের মনোযোগের অন্তরায়।
- শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার সময়সূচী ২ ঘণ্টার বেশি হলে শিশুরা পাঠে আগ্রহ বা মনোযোগ হারিয়ে ফেলে।
- শিশুদের পোষাক ও টিফিন বিতরণের ব্যবস্থা ছিল না।
- প্রকল্প শেষ হয়ে যাওয়ায় প্লে কর্নারের খেলনাগুলো পুরাতন ও ব্যবহারের অনুপোযোগী হয়ে গেছে।
- শিক্ষকদের বেতন কম হওয়ায় তাদের মধ্যে চাকুরি পরিবর্তনের প্রবণতা বা ঝোঁক বেশি দেখা গেছে।
- প্রকল্পের সুফলগুলো মিডিয়ায় প্রচার করা হয় নাই বলে এলাকার সাধারণ মানুষ এ বিষয়ে যথেষ্ট অবগত নয় ।

৬.৩ সুযোগ:

- দূর্গম ও প্রত্যন্ত এলাকা এবং সুবিধাবঞ্চিত মানুষের ঘনবসতি এলাকায় অধিকাংশ শিশু শিক্ষাকেন্দ্রগুলো অবস্থানের কারণে সুবিধাবঞ্চিত শিশুরা এখানে বিনা বেতনে শিক্ষা লাভের সুযোগ পাচ্ছে।
- সমাজের নিম্ন আয়ের পরিবারের শিশুদের স্কুল গমন নিশ্চিত করা গেছে।
- পিছিয়ে থাকা এসব এলাকায় শিশু শিক্ষাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠার ফলে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।
- এই ধরনের প্রকল্প পরিচালনার ফলে শিশুর বিকাশে নতুন নতুন নীতি তৈরি হয়েছে এবং হচ্ছে।
- শহরাঞ্চলে বিশেষ করে শিল্প এলাকা এবং গার্মেন্টস ফ্যাক্টরি সংলগ্ন এলাকায় বাবা-মা দীর্ঘ সময়ের জন্য কর্মে নিয়োজিত থাকার কারণে এসব এলাকায় শিশু কেন্দ্রগুলোর ব্যাপক চাহিদা তৈরি হয়েছে।
- এ সকল বিশেষায়িত (শিল্প ও গার্মেন্টস) এলাকায় নিয়োজিত শ্রমজীবী মানুষেরা বেশিরভাগই স্থানীয় নয় এবং অধিকাংশ গ্রামাঞ্চল থেকে আসা ভাসমান শ্রমজীবী। এরূপ পরিবারের সন্তান দেখভাল করার জন্য অতিরিক্ত পারিবারিক সদস্য থাকে না এবং বাবা-মাও সন্তানকে সময় দিতে পারেন না। ফলে শিশু শিক্ষাকেন্দ্রগুলো এসব অবস্থানে শিশু শিক্ষা ছাড়াও দিবা যত্ন কেন্দ্র হিসেবেও ব্যাপক ভূমিকা রাখার সুযোগ তৈরি হয়েছে।

৬.৪ ঝুঁকি:

- শিশু শিক্ষাকেন্দ্রগুলো ব্যাপক সুযোগ ও চাহিদা তৈরি করলেও কেন্দ্র কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার ক্ষেত্রে বহুমুখী ঝুঁকির কথা প্রভাব মূল্যায়ন গবেষণায় উঠে এসেছে। এসব ঝুঁকি যেমন রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ঠিক তেমনি কেন্দ্রের পারিপার্শ্বিক পরিবেশ কিরূপ তাও নির্ণায়ক হিসেবে কাজ করে।
- শিশু কেন্দ্রের অবস্থানগত কারণেও যেমন রেল লাইনের পাশে শিশু কেন্দ্র অবস্থিত হওয়ায় বিদ্যালয়ের পরিবেশ ঝুঁকিপূর্ণ ছিল।
- অনেক ক্ষেত্রে প্রকল্প শেষ হওয়ার কারণে জনবল না থাকায় শিক্ষাকেন্দ্রগুলো চালু রাখা সম্ভব হয় নাই।
- এছাড়াও নিম্ন আয়ের মানুষগুলো স্থায়ী বাসিন্দা না হওয়ায় শিশুদের ঝড়ে পড়ার হার বেশি এবং যা শিশুদের শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত করে।
- শিক্ষাকেন্দ্রে স্থাপনের ক্ষেত্রে অনেক সময় চাহিদানুযায়ী ঘর পাওয়া যায় না।
- শিশু শিক্ষাকেন্দ্রগুলোতে সীমিত সংখ্যক আসন থাকার কারণেও অনেকে শিশুর ভর্তির ব্যাপারে স্বজনপ্রীতির অভিযোগ পাওয়া গেছে।
- শিশু শিক্ষাকেন্দ্রগুলোতে সীমিত সংখ্যক আসন থাকার কারণেও অনেকে শিশুর ভর্তির সুযোগ হতে বঞ্চিত হয়েছে।
- শিশুর ভর্তির সময় রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ ও চাঁদা আদায়ের বিষয়টিও উঠে এসছে।
- প্রতিবন্ধি/খিচুনি রোগে আক্রান্ত শিশুরা আনুপাতিক হারে বেশি সুযোগ পায় না বলে তারা শিশু শিক্ষা প্রাপ্তিতে বঞ্চিত হয়।
- এছাড়াও শিশু শিক্ষার্থী অন্যত্র ভর্তি হওয়া ও কেন্দ্র ত্যাগ করে অন্যত্র চলে যাওয়াও এসব শিশু শিক্ষাকেন্দ্রের জন্য একটি বড় চ্যালেঞ্জ তৈরি হয়।

সপ্তম অধ্যায়: সমীক্ষার মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্যের উপস্থাপন, বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনা

শিশুর বিকাশে প্রারম্ভিক শিক্ষা প্রকল্পটি মূল্যায়নের জন্য প্রকল্পটি ২০০৬-২০১৩ পর্যন্ত পরিচালিত শিশু শিক্ষা কার্যক্রম মূল্যায়নের জন্য দু'টি পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে; প্রথমটি পরিমাণগত এবং দ্বিতীয়টি গুণগত পদ্ধতির সাহায্যে । এই ফলাফল অধ্যায়ে প্রথমে পরিমাণগত এবং পরে গুণগত তথ্য বিশ্লেষণ করে উপস্থাপন করা হবে।

৭.১ প্রকল্প দ্বারা পরিচালিত শিশু শিক্ষা কেন্দ্র:

শিশুর বিকাশে প্রারম্ভিক শিক্ষার প্রকল্পে পরিচালিত সাতটি বিভাগ হতে নির্বাচিত ৭০ টি কেন্দ্রের মধ্যে ৫৪ টি কেন্দ্র হতে তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব হয়েছে। এই কেন্দ্রগুলোর মধ্য থেকে প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থা ব্র্যাক-এর কেন্দ্র ছিল সর্বাধিক (৪২)। এছাড়াও গ্রামী ণ শিক্ষা, ফুলকি এবং আইসিএমএইচ এর অল্প কিছু সংখ্যক শিশু শিক্ষাকেন্দ্র ছিল (টেবিল-৭.১)। উল্লেখ্য যে, এই প্রকল্পের অর্থায়নে শুরু হয়েছিল এবং এখনও যে সকল কেন্দ্র চালু আছে কেবলমাত্র সেই সকল কেন্দ্রে জরিপ কাজ সম্পাদন করা হয়েছে।

টেবিল-৭.১ : বাস্তবায়নকারী সংস্থা পরিচালিত শিশু শিক্ষা কেন্দ্রের সংখ্যা

ক্রমিক সংখ্যা	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	শিশু শিক্ষাকেন্দ্রের সংখ্যা
১.	ব্র্যাক	৪২
২.	গ্রামীণ শিক্ষা	৫
৩.	ফুলকি	৩
৪.	আইসিএমএইচ	৪

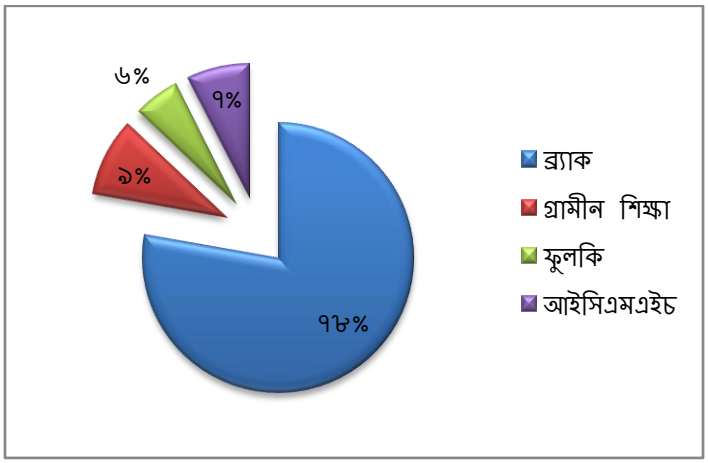

চিত্র ৭.১: বাস্তবায়নকারী সংস্থা পরিচালিত শিশু শিক্ষা কেন্দ্রের সংখ্যা

৭.২ কেন্দ্র ফ্যাসিলিটিজ:

শিশু শিক্ষাকেন্দ্রগুলোতে গড়ে ৩৩জন শিক্ষার্থী অধ্যয়ন করতে পেরেছে, যেখানে কমপক্ষে ২৮জন থেকে সর্বোচ্চ ৬০ জন শিক্ষার্থী ছিল বলে রেকর্ড পাওয়া গেছে। শিক্ষার্থীদের মধ্যে প্রতি শিক্ষাকেন্দ্রের প্রায় অর্ধেক মেয়ে শিশু অংশগ্রহণ করেছিল (গড়ে মেয়ে শিশু ১৮ জন, গড়ে কেন্দ্রে মোট শিশু সংখ্যা ৩৩ জন)। জরিপকৃত কেন্দ্রগুলোর মধ্যে ৮৮% কেন্দ্রগুলোতে প্রতিবন্ধী শিশু এই প্রকল্পের শিক্ষা কার্যক্রমের আওতায় এসেছে।

শিশু বিকাশে প্রারম্ভিক শিক্ষা প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য কেন্দ্রভিত্তিক যে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করা হয় তার বেশিরভাগই এক কক্ষবিশিষ্ট শ্রেণিকক্ষ পরিচালিত হত। কেন্দ্রগুলোর বেশির ভাগ ছিল আধা-পাকা, টিনের ছাউনি ও টিন বেষ্টিত কক্ষ (টেবিল-৭.২)।

টেবিল-৭.২ : কেন্দ্রগুলোর অবকাঠামোগত তথ্যাদি

	পাকা (%)	আধা-পাকা/ টিন শেড (%)	কাঁচা ও অন্যান্য (%)
শ্রেণিকক্ষ	১২	৬৮	২০
ছাদ	০	১০০	০
দেয়াল	১২	৮০	০৮

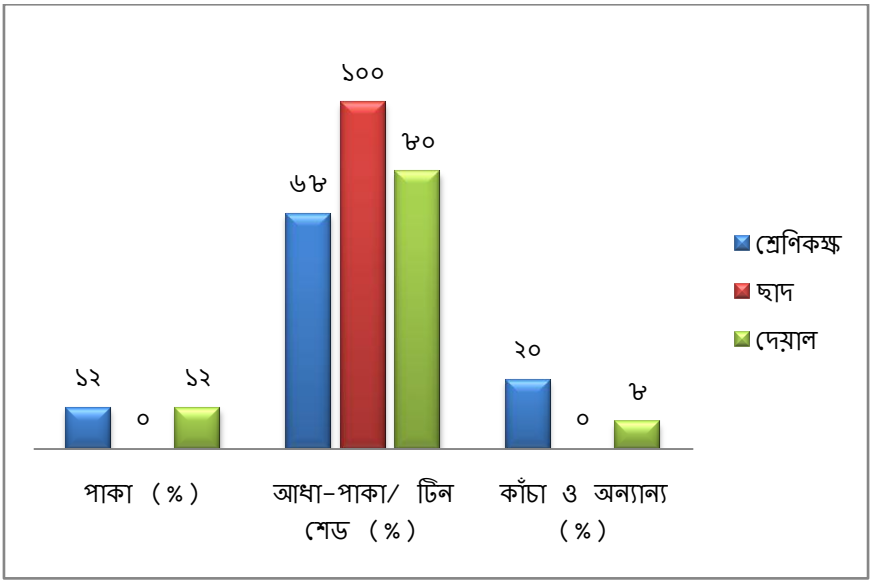

চিত্র ৭.২: কেন্দ্রগুলোর অবকাঠামো তথ্যাদি

জরিপকৃত সবগুলো শিশু শিক্ষাকেন্দ্রে শতভাগ লজিস্টিক সরবরাহ ছিল বলে রিপোর্ট করা হয়। শ্রেণিকক্ষের লজিস্টিকের মধ্যে ছিল চার্ট, বোর্ড, ডাস্টার, কলম ও পেন্সিল। এছাড়া শ্রেণিকক্ষ লেখা ও অংকনের জন্য শতভাগ কেন্দ্রে কলম, পেন্সিল, কাগজ ও রঙিন পেন্সিল সরবরাহ করা হয়েছিল। স্টেশনারী এবং লজিস্টিক ছাড়াও প্রায় সবগুলো খেলার সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছিল। তবে কোন কেন্দ্রেই শিশুদের জন্য খাবার সরবরাহের ব্যবস্থা ছিল না। শিশুদের জন্য ৮৮ভাগ কেন্দ্রে একটি করে ব্যবহারযোগ্য টয়লেট ছিল। শিশুদের জন্য ৮৬% কেন্দ্রে বিশুদ্ধ পানির ব্যবস্থা ছিল।

৭.৩ কেন্দ্রের ব্যয় বিষয়ক:

প্রকল্পের অধীনে পরিচালিত শিশু শিক্ষাকেন্দ্রগুলোর মধ্যে ৯৮ভাগ কেন্দ্রই ছিল ভাড়াকৃত। ভাড়াকৃত কেন্দ্রেগুলোর গড় ভাড়া বছরে ১৩,৩৮৩ টাকা। সর্বনিম্ন ৩,০০০ থেকে সর্বোচ্চ ৫৪,০০০ টাকা পর্যন্ত কেন্দ্র বাবদ বছরে প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও প্রতিটি কেন্দ্রের জন্য মাসিক ইউটিলিটি বিল (বিদ্যুৎ, পানি, গ্যাস), শিক্ষক বেতন ভাতাদি, শিক্ষা উপকরণ ক্রয় ও মেরামত, খেলনা সামগ্রী ক্রয় ও মেরামত এবং স্টেশনারী সামগ্রী বাবদ খরচাদি রয়েছে। শিক্ষকের বেতন-ভাতাদি বাৎসরিক ১২,৬০০ থেকে ২৮,৮০০ টাকা এবং গড়ে প্রায় ২০,৬৮৩ টাকা বাৎসরিক ভাবে পরিশোধ করা হয়েছিল।

টেবিল ৭.৩: শিশু শিক্ষাকেন্দ্রে খাতওয়ারি ব্যয় (বাৎসরিক)

খাতওয়ারি ব্যয়	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	গড়
কেন্দ্র ভাড়া বাবদ	৩,০০০	৫৪,০০০	১৩,৩৮৩
ইউটিলিটি বিল	২,৪০০	২,৪০০	২,৪০০
শিক্ষকদের বেতন ভাতাদি	১২,৬০০	২৮,৮০০	২০,৬৮৩
শিক্ষা উপকরণ ক্রয় ও মেরামত	১,০০০	১০,০০০	৫,৩৮৮
খেলনা সামগ্রী ক্রয় ও মেরামত	৫০০	২,০০০	১,৫৭১
স্টেশনারী সামগ্রী	১,০০০	৪,০০০	২,৫১২

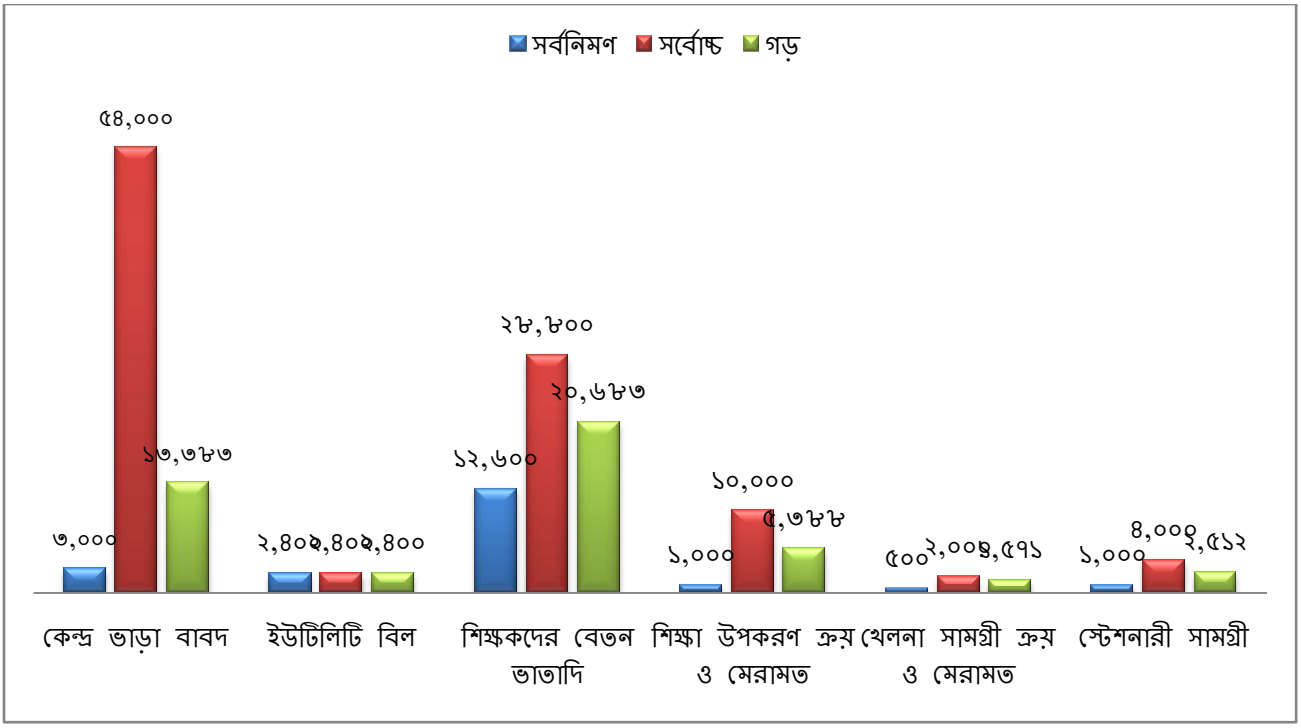

চিত্র ৭.৩: শিশু কেন্দ্রের খাতওয়ারি ব্যয়

শিক্ষা উপকরণ ও খেলনা সামগ্রী ক্রয় ও মেরামত বাবদ গড়ে বাৎসরিক ৫,৩৮৮ ও ১,৫৭১ টাকা খরচ করা হয়েছিল। এছাড়া কেন্দ্রগুলো স্টেশনারী সামগ্রী ক্রয় বাবদ বছরে ১,০০০ টাকা হতে ৪,০০০ টাকা ব্যয় করেছিল।

৭.৪ কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা:

প্রতিটি কেন্দ্র ব্যবস্থাপনার জন্য একটি ম্যানেজমেন্ট কমিটি কাজ করেছে। ম্যানেজমেন্ট কমিটি গড়ে ৪-৭ জন সদস্য ছিল। এদের মধ্যে অর্ধেকের বেশি নারী সদস্য অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। জরিপকৃত কেন্দ্রগুলোতে সংরক্ষিত রেকর্ড অনুসারে ২০১৩ সালে কেন্দ্রভেদে সর্বোচ্চ ৩টি থেকে ১২টি ম্যানেজমেন্ট কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভাগুলোতে উপস্থিত অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা ৩ থেকে ৩০ জন ছিল যা গড়ে প্রায় সভা প্রতি ৭ জন। কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাগুলোতে আলোচ্য বিষয়বস্তু শিক্ষার্থীর উপস্থিতি হতে শুরু করে কেন্দ্রের পরিবেশ সম্পর্কিত বিষয়াদি প্রাধান্য পেয়েছে (টেবিল ৭.৪)।

টেবিল ৭.৪ : কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাগুলোতে আলোচ্য বিষয়বস্তু

ক্রমিক নং	আলোচ্য বিষয়বস্তু	শতকরা হার (%)
১	পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা	৫২
২	পড়াশুনার মান	৩৮
৩	শিক্ষার্থীর উপস্থিতি	৩০
৪	পরিবেশ ঠিক রাখা	২৬
৫	টয়লেট সম্পর্কিত	২২
৬	শিক্ষার্থীরা বাড়িতে পড়াশুনা করে কিনা	২০
৭	পুষ্টি সম্পর্কিত	১০

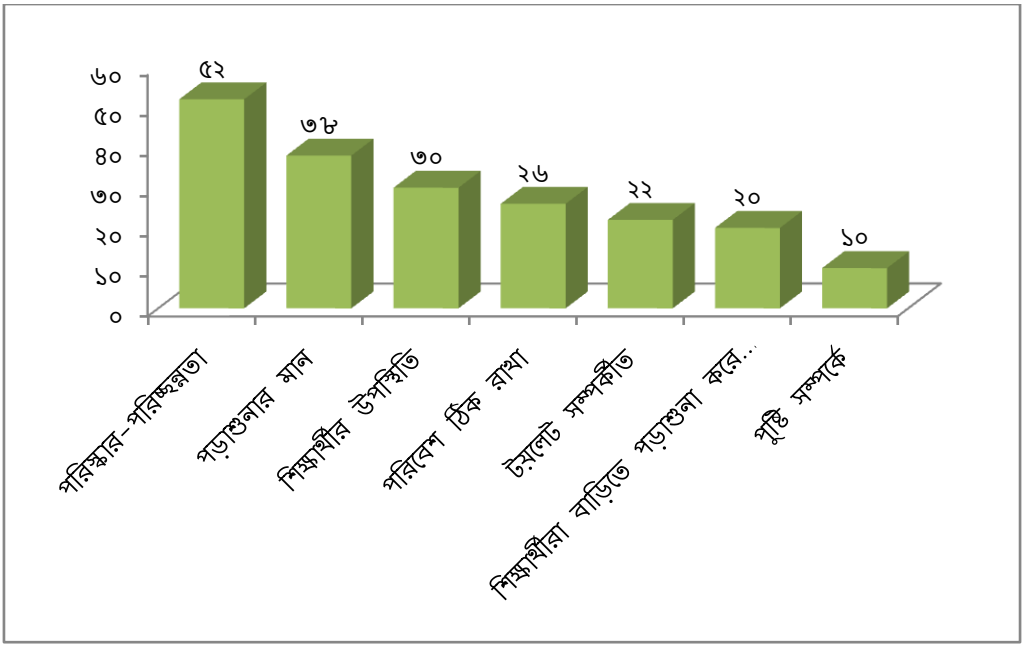

চিত্র ৭.৪: কেন্দ্র কমিটি সভার আলোচ্য বিষয়

উপরোক্ত টেবিল ৭.৪ হতে সহজেই অনুমেয় ব্যবস্থাপনা কমিটির আলোচনা সভায় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা সর্বোচ্চ গুরুত্বসহকারে আলোচিত হয়। প্রায় সবগুলো কেন্দ্রে ৫২% আলোচনা কেন্দ্রের পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতাবিষয়ক। পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতার পর কেন্দ্রের শিক্ষার মান দ্বিতীয় প্রধান আলোচ্য বিষয় (৩৮%)। ব্যবস্থাপনা কমিটির সভা ছাড়াও কেন্দ্রগুলো নিয়মিত অভিভাবক সভার আয়োজন করে থাকে। গড়ে প্রতিটি কেন্দ্রে প্রায় ১২টি অভিভাবক সভা অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়া কেন্দ্রগুলো সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য মনিটরিং-এর ব্যবস্থা পরিলক্ষিত হয়। গড়ে বছরে ৬৫বার পরিদর্শনের রেকর্ড পাওয়া যায়। এই পরিদর্শনগুলোর উদ্দেশ্য ছিল পরামর্শ প্রদান (৬৬%), নিয়মিত বা রুটিন পর্যবেক্ষণের অংশ (১৬%) এবং আকস্মিক পর্যবেক্ষণ (১৬%)।

টেবিল ৭.৫: ব্যবস্থাপনা কমিটির পরিদর্শনের পরামর্শ প্রদানের ক্ষেত্র সমূহ

ক্রমিক নং	পরামর্শ প্রদানের ক্ষেত্র	শতকরা (%)
১	শিশুদের প্রতি নজর রাখা	৪৪
২	স্কুলে শিশুদের ঠিকমতো পাঠানো	৪০
৩	উপস্থিতি যেন ভাল থাকে	৪০
৪	পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা	৩২
৫	পড়াশুনার বিষয়ে নির্দেশনা দিয়েছেন	২৮
৬	নারীদের আয়ের সংস্থান	১৬
৭	উপকরণের ব্যবহার বিষয়ক	১৬
৮	হোম ভিজিট বিষয়ক	৪

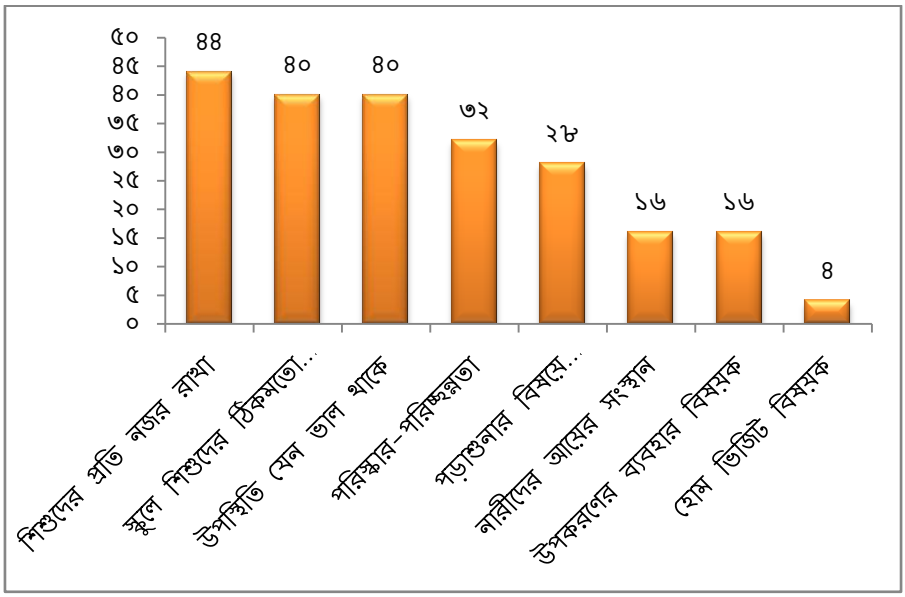

চিত্র ৭.৫:ব্যবস্থাপনা কমিটির পরিদর্শনের পরামর্শের ক্ষেত্রসমূহ

কেন্দ্র পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে পরিদর্শককরা শিক্ষকদেরকে শিক্ষার্থীর উপস্থিতি, শিখন, উপকরণ, সুরক্ষা এবং পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বিষয়ে পরামর্শ প্রদান করেন (টেবিল ৫.৫)। শিক্ষকরাও কেন্দ্রে পাঠদান ছাড়াও নিয়মিত হোম ভিজিট বা বাড়ি বাড়ি গিয়ে শিক্ষার্থীদের সম্পর্কে খোঁজখবর রাখার ব্যবস্থা ছিল। প্রায় শতভাগ কেন্দ্রে হোম ভিজিট কার্যক্রম পরিচালনা করতে দেখা গেছে। অনেক শিক্ষক জানিয়েছেন শিক্ষার্থীরা অনুপস্থিত থাকলে বিশেষ করে পরপর তিনদিন শিশু শিক্ষাকেন্দ্রে না আসলে শিক্ষকরা হোম ভিজিট করতেন।

৭.৫ কেন্দ্র শিক্ষক বিষয়ক:

জরিপকৃত ৫৪ টি কেন্দ্রের প্রতিটিতে শতভাগ নারী শিক্ষক ছিলেন। শিক্ষকের সংখ্যা কেন্দ্রপ্রতি একজন হতে শুরু করে সর্বোচ্চ তিনজন পাওয়া গেছে। কেন্দ্রগুলোর প্রায় ৯২ ভাগই কোন সহকারি শিক্ষক ছিলেন না। তবে তিনটি কেন্দ্রে একজন করে সহকারি শিক্ষক পাঠদানে নিয়োজিত ছিলেন। শিক্ষকদের গড় বয়স ২৮ বছর এবং বয়সের বিস্তৃতি ১৮-৪০ বছর। শিক্ষকদের শিক্ষাগত যোগ্যতা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ন্যূনতম এসএসসি পাশ। শিক্ষকদের গড় ইয়ার অব স্কুলিং এগারো বছর ছয় মাস। তবে সর্বোচ্চ সতের বছর বা স্নাতক বা স্নাতকোত্তর পাঠরত বা সম্পন্ন শিক্ষকও পাঠদান কাজে নিয়োজিত ছিলেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা ছাড়াও বেশিরভাগ শিক্ষকই সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছিলেন। শিক্ষকরা প্রকল্পের অধীনে বিষয়গত এবং নেতৃত্বের উপর প্রশিক্ষণ পেয়েছিলেন।

৭.৬ শিক্ষার্থী এবং শিক্ষা কার্যক্রমের মান সম্পর্কিত:

শিশু বিকাশে প্রারম্ভিক শিক্ষা প্রকল্পে ২০০৬-২০১৩ সাল পর্যন্ত শিশু শিক্ষা কার্যক্রম অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীদের উপরে কতটুকু প্রভাব রেখেছে তা মূল্যায়ন করা ছিল এই গবেষণার অন্যতম উদ্দেশ্য। শিক্ষা এবং শিখনের প্রয়োগকৃত ইন্টারভেনশন ফলাফল, মূল্যায়ন একটি অত্যন্ত জটিল প্রক্রিয়া। শিখন প্রক্রিয়া যেমন একটি সময়সা পেক্ষ প্রক্রিয়া ঠিক তেমনি উক্ত শিখনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর কাঙ্ক্ষিত আচরণের পরিবর্তন মূল্যায়ন একটি দীর্ঘমেয়াদি প্রক্রিয়া। বর্তমান গবেষণায় মূল্যায়নকৃত শিশুরা ২০১৩ সালে শিশু শিক্ষাকেন্দ্র হতে পাঠ সম্পন্ন করা বর্তমানে তারা ৮-৯ বছর বয়সী এবং তাদের অনেকে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণিতে অধ্যয়ণরত রয়েছে। এই দীর্ঘ সময়ে শিশু শিক্ষাকেন্দ্রে পঠিত বিষয়বস্তু বিস্মৃতিজনিত এবং শিক্ষার্থীদের বয়সের সাথে সাথে পরিণমনের কারণে উক্ত পঠিত বিষয়গুলো দিয়ে তাকে মূল্যায়ন করা সমীচীন নয়। সেক্ষেত্রে বর্তমান গবেষণায় আমরা শিক্ষার্থীদের একটি মনোবৈজ্ঞানিক অভীক্ষা (ওয়েসলার বুদ্ধিমত্তা অভীক্ষা) ব্যবহার করে শিশুর আত্মস্থ ফ্লুয়িড বুদ্ধিমত্তা পরিমাপ করা হয়েছে। এই অভীক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীর ভাষাগত, স্মৃতি, বোধগম্যতা এবং সাধারণ গাণিতিক বিষয়ক প্রশ্নমালা দিয়ে তার মৌলিক শিখন যোগ্যতাকে নির্ণয় করা হয়েছে।

তথ্য সংগ্রহের জন্য ৭০টি শিক্ষাকেন্দ্রের ৪২০ জন ২০০৬-২০১৩ সাল পর্যন্ত শিশু শিক্ষাকেন্দ্রে অংশগ্রহণকারীদের মধ্য থেকে ৫৪ টি কেন্দ্র হতে ৩২৮ জনকে চিহ্নিত করা সম্ভব হয়। কেন্দ্রগুলো অস্থায়ীভিত্তিতে গড়ে উঠার কারণে অনেক শিশুবিকাশকেন্দ্র বিলুপ্তি এবং স্থান পরিবর্তন হওয়ায় কেন্দ্রগুলোর মাধ্যমে শিশুদের চিহ্নিত করা সম্ভব হয়নি। আবার একইভাবে গত তিন বছরে যেমনি বিভিন্ন কারণে শিক্ষকের চাকুরি পরিবর্তন, অন্য এলাকায় গমন ও বিবাহ জনিত কারণে পরিবর্তন হয়েছে ঠিক তেমনি শিক্ষার্থীদের পরিবারসমূহ কর্মজীবী, কখনো ভাসমান হওয়াতে স্থান পরিবর্তন বা কর্ম পরিবর্তনের কারণে অন্যত্র চলে গেছে। ফলশ্রুতিতে অনেক সময় বাড়ি বাড়ি গিয়েও শিশুকেন্দ্রের প্রাক্তন শিক্ষার্থীদেরকে চিহ্নিত করা সম্ভব হয়নি।

তুলনামূলক বিচারের জন্য শিশু শিক্ষাকেন্দ্রে অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীর সাথে সমবয়সি শিশুশিক্ষা গ্রহণ করেনি এমন শিক্ষার্থীদেরকেও অভীক্ষাটির আওতায় আনা হয়েছিল। শিশু শিক্ষা গ্রহণকারী শিক্ষার্থীদেরকে পরীক্ষণদল হিসেবে ৩৩৯ জনকে সনাক্ত করে এবং একই এলাকায় সমবয়সি শিশু যারা প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ করেনি এমন শিক্ষার্থীদেরকে নিয়ন্ত্রিতদল হিসেবে ৩২৮ জন করে সর্বমোট ৬৬৭ জন শিক্ষার্থীর অভীক্ষা গ্রহণ করা হয়েছিল।

টেবিল ৭.৬: অভীক্ষায় অংশগ্রহণকারী শিশুর সংখ্যা

লিঙ্গ	ছেলে	মেয়ে	মোট
পরীক্ষণদল	১৪৩	১৯৬	৩৩৯
নিয়ন্ত্রিতদল	১৪৭	১৮১	৩২৮

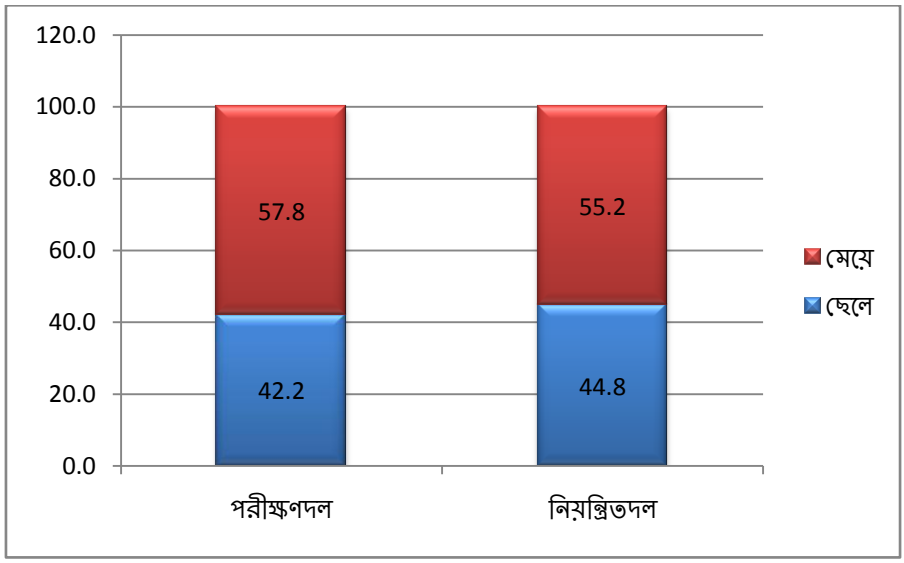

চিত্র ৭.৬: অভীক্ষায় অংশগ্রহণকারী শিশুর সংখ্যা

শিশু বিকাশে প্রারম্ভিক শিক্ষা প্রকল্প বাস্তবায়নকারী মোট চারটি সংস্থা থেকে তিনটি ব্র্যাক, গ্রামীণ শিক্ষা এবং ফুলকি থেকে প্রাক্তণ শিক্ষার্থীদের নেয়া হয়েছে। মাতৃস্বাস্থ্য ইনস্টিটিউট শহরকেন্দ্রিক এবং বেশিরভাগ ভাসমান পরিবারকে লক্ষ্য করে পরিচালিত হওয়ায় প্রকল্প সময়ের প্রাক্তণ শিক্ষার্থীদের চিহ্নিত করে অভীক্ষা গ্রহণ করা সম্ভব হয়নি। অভীক্ষা অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীদের একটি বড় অংশ ব্র্যাক পরিচালিত কেন্দ্রগুলো থেকে নেয়া হয়েছে। নিম্নে কেন্দ্রভিত্তিক শিশুর সংখ্যা দেয়া হলো

চিত্র ৭.৭: একটি কেন্দ্রে সমীক্ষা গ্রহণ।

টেবিল ৭.৭: বাস্তবায়নকারী সংস্থা অনুযায়ী শিক্ষার্থীদের সংখ্যা

বাস্তবায়নকারী সংস্থা	পরীক্ষণদল	নিয়ন্ত্রিতদল	মোট
ব্র্যাক	২৭১	২৫৮	৫২৯
গ্রামীণ শিক্ষা	৫৭	৫৮	১১৫
ফুলকি	১১	১২	২৩
মাতৃস্বাস্থ্য ইনস্টিটিউট	০	০	০
মোট	৩৩৯	৩২৮	৬৬৭

অভীক্ষার অংশগ্রহণকারী প্রতিটি শিশুকে এককভাবে অভীক্ষা নেয়া হয়েছে। প্রতিটি অভীক্ষার তিনটি অংশ। সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য অভীক্ষার মাধ্যমে শিশুর ভাষাগত, বোধগম্যতা এবং যোগাযোগ দক্ষতা পরিমাপ করা হয়। দ্বিতীয় সংখ্যা পরিসর অভীক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীর সংখ্যাজ্ঞান ও স্মৃতি শক্তির পরিমাপ করা হয়েছে এবং সাধারণ গাণিতিক অভীক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীর দৈনন্দিন গাণিতিক সমস্যা সমাধানের দক্ষতা পরিমাপ করা হয়েছে।

অভীক্ষার ফলাফল বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, তিনটি উপঅভীক্ষায় গড়ে পরীক্ষণদল ২৪.৩৩ এবং নিয়ন্ত্রিত দল ২৪.১৮ পেয়েছে। অর্থাৎ শিশু বিকাশকেন্দ্রে অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীরা নিয়ন্ত্রিত দল থেকে অপেক্ষাকৃত ভাল ফলাফল পরিদর্শন করেছে। যদিও এই পার্থক্য পরিসংখ্যাণগতভাবে তাৎপর্যপূর্ণ নয়, তবুও এটি প্রতীয়মান করে যে, যেখানে বর্তমান প্রকল্পে অংশগ্রহণকারী শিশুরা বেশিরভাগই নিম্নবিত্ত কর্মজীবী, বস্তিবাসীদের সন্তানরা অন্যান্য সাধারণ শিশুদের সমপর্যায়ে অথবা তার থেকে বেশি পারদর্শিতা প্রদর্শন করেছে। ফোকাস গ্রুপ ও KII-তে উঠে এসেছে শিশু শিক্ষাকেন্দ্রে অংশগ্রহণে সুযোগপ্রাপ্ত প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর শিশুরা শিশু শিক্ষাকেন্দ্রে অর্জিত ভাষা জ্ঞান, সামাজিক, আবেগিক দক্ষতা এবং সৃজনশীলতা শিশুকে প্রাথমিক শিক্ষার জন্য ব্যাপক প্রস্তুতি অর্জনে সহায়তা করেছে। বিদ্যালয় এবং শিখনের প্রতি প্রেষণা বিদ্যালয়ে সাবলীল অংশগ্রহণ শিক্ষার্থীর শিখনকে ত্বরান্বিত করেছে। ফলশ্রুতিতে, অর্থনৈতিক ও সামাজিকভাবে পিছিয়ে থাকলেও বিদ্যালয়ে তারা অন্যান্য সহপাঠীদের সাথে বুদ্ধিবৃত্তিক, আবেগিক এবং সামাজিক বিকাশে সমকক্ষ অথবা ছাড়িয়ে গিয়েছে।

টেবিল ৭.৮: অভীক্ষার ফলাফল

অভীক্ষার ধরণ	**পরীক্ষণদল**	**নিয়ন্ত্রিত দল**
সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য উপঅভীক্ষা	৪.৮৮	৪.৬১
সংখ্যা পরিসর উপঅভীক্ষা	৯.৪৮	৯.১৫
গাণিতিক উপঅভীক্ষা	৯.৯৭	১০.৪২
গড়	২৪.৩৩	২৪.১৮

অভীক্ষার তিনটির মধ্যে দু'টি উপঅভীক্ষা যথা সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য এবং সংখ্যা পরিসর উপঅভীক্ষায় প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষায় অংশগ্রহণকারী শিশুরা অপেক্ষাকৃত ভাল করেছে। এই দু'টি অভীক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের ভাষাগত দক্ষতা, শব্দ ভান্ডার, তুলনা করার ক্ষমতা, যৌক্তিক চিন্তার দক্ষতা পরিমাপ করা হয়। ধারণা করা যায়, শিশু বিকাশ কেন্দ্রে গৃহীত শব্দ পরিচয়, গল্প শোনা, গল্প বলা, খেলাধূলা, ছবি আঁকা, প্রদর্শন ও বর্ণনার কার্যক্রম এইসব শিক্ষার্থীদের ভাষার ব্যবহারের দক্ষতা বাড়াতে সাহায্য করেছে। একইভাবে বিভিন্ন মূর্ত উপকরণ সামগ্রী যেমন লোগো, ফ্লাস কার্ড ইত্যাদির মাধ্যমে সংখ্যার ধারণা, চিহ্নিতকরণ এবং প্রয়োগ কার্যক্রম শিক্ষার্থীদের মধ্যে সংখ্যা বিষয়ক বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশকে ত্বরান্বিত করেছে। এছাড়াও ফোকাস গ্রুপ ও কেআইআই সাক্ষাতকারের মাধ্যমে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষায় অংশগ্রহণকারী শিশুদের সামাজিক ও আবেগিক দক্ষতা বিকাশের বিষয়টি প্রতীয়মান হয়। অভিভাবক এবং মায়েদের কথায় পরিদৃষ্টিত হয় যেসব শিশু কেন্দ্রের শিক্ষাকার্যক্রমে অংশগ্রহণের আগে সমবয়সী শিশুদের সাথে মিশতে পারত না, সহজেই কথা বলত না এবং বয়স অনুযায়ী খানিকটা চুপচাপ দেখা যেত, সেসব শিশুরা এখন প্রাণবন্ত সহযোগিতাভাবাপন্ন। এছাড়াও সামাজিক বিকাশের অংশ হিসেবে শিক্ষার্থীদের এই কার্যক্রম বহির্মুখী হতে সাহায্য করেছে। যেমন মায়েদের কথামতে, শিক্ষার্থীরা বড়দের সালাম দেয়া, শুদ্ধভাষায় কথা বলা, অশালীন শব্দ ব্যবহার না করা। দৃশ্যত গবেষণায় উঠে এসেছে যে শিশু কেন্দ্রগুলো শিক্ষার্থীর সার্বিক বিকাশ তথা বুদ্ধিবৃত্তিক, আবেগিক, মানসিক, সামাজিক বিকাশে প্রভূত ইতিবাচক ভূমিকা রেখেছে।

৭.৭ সামাজিক উদ্বুদ্ধকরণ:

শিশু বিকাশে প্রারম্ভিক শিক্ষা প্রকল্পটির উদ্দেশ্য ছিল প্রারম্ভিক স্তরে শিশুর বিকাশের জন্য জনসচেতনতা, জাতীয় নীতিমালায় প্রারম্ভিক শিক্ষা অন্তর্ভুক্তকরণের মাধ্যমে প্রারম্ভিক শিক্ষাকে একটি নিয়মিত ও প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয়ার জন্য এ্যাডভোকেসি করা। বর্তমান মূল্যায়ন গবেষণাটি উক্ত উদ্দেশ্য কতটা বাস্তবায়িত হয়েছে তা নিরূপণের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা যথা বাস্তবায়নকারী সংস্থা, বাংলাদেশ শিশু একাডেমি, শিক্ষাকেন্দ্র পরিচালনাকারী বেসরকারি সংস্থা ব্র্যাক, গ্রামীণ শক্তি, ফুলকি ও আইসিএমএইচ এবং সংশ্লিষ্ট সরকারি কর্মকর্তা যেমন সহকারি জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার, কেন্দ্র সমন্বয়কারি, কেন্দ্র পরিচালনাকারীদের Key Informant হিসেবে সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। এছাড়া প্রকল্প সংশ্লিষ্ট প্রকাশনা, রিপোর্ট এবং দলিলাদি থেকে সামাজিক উদ্বুদ্ধকরণের বিষয়টিকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

সামাজিক উদ্বুদ্ধকরণ বা মোবিলাইজেশনের জন্য কোন কোন ধরনের প্রচেষ্টা বা Initiative হাতে নেয়া হয়েছে তার প্রত্যুত্তরে ভিন্ন ভিন্ন মতামত এসেছে। তিনটি জাতীয় প্রচেষ্টা যথা জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১৩ তে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা অন্তর্ভুক্তকরণ, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাক্রম তৈরি এবং প্রারম্ভিক শিখন ও বিকাশের আদর্শিক মান (ELDS) প্রণয়নের কার্যকারিতা সম্পর্কে মতামত গ্রহণ করা হয়। প্রকল্পটিতে কর্মরত কর্মকর্তাবৃন্দের দায়িত্বকালীন সময় প্রায়শই দীর্ঘ না হওয়াতে প্রকল্পটি সামাজিক উদ্বুদ্ধকরণের গৃহীত কার্যক্রম সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গভাবে ওয়াকিবহাল ছিল না। তবে অংশগ্রহণকারী কর্মকর্তাদের তথ্যাদি থেকে প্রতীয়মান হয় বর্তমান প্রকল্পের মাধ্যমে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় থেকে ''শিশুর প্রারম্ভিক যত্ন ও বিকাশের সমন্বিত নীতি ২০১৩'' প্রণয়ন করা হয়েছে। উক্ত নীতিতে সমন্বিত ইসিডি বিষয়ক কার্যক্রমের গুরুত্বনীতি নির্ধারণী পর্যায় থেকে পরিবার পর্যন্ত সমানভাবে সচেতনতা সৃষ্টির উদ্যোগ গ্রহণের কথা বলা হয়েছে। সামাজিক সচেতনতা তৈরিসহ সার্বিক উদ্বুদ্ধকরণ, পরিকল্পনা প্রণয়নে পাঁচটি বিষয় বিবেচনা করতে বলা হয়েছে। বিষয়গুলো হলো

- ✓ কেন্দ্রিয়ভাবে একটি সমন্বিত সামাজিক উদ্বুদ্ধকরণ, পরিকল্পনা প্রণয়ন করা, যাতে বাস্তবায়নকারী বিভিন্ন সংস্থা তা অনুসরণ করে নিজস্ব পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে পারে।
- ✓ নীতি বাস্তবায়নকে ত্বরান্বিত করে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে এইরূপ ইস্যুতে পরিকল্পনা প্রণয়ন।
- ✓ পরিকল্পনা প্রণয়নে জ্ঞান, দক্ষতা এবং আচরণিক পরিবর্তনকে সমানভাবে বিবেচনা করা।
- ✓ বেসরকারি খাতের অংশগ্রহণসহ সম্ভাব্য সকল মিডিয়া ব্যবহার করা এবং এ লক্ষ্যে অংশীদারিত্ব তৈরি এবং
- ✓ তথ্য প্রযুক্তি ও জনসম্পদসহ সম্ভাব্য সকল সরকারি সুবিধার সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করা। (মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ২০১৩)

এই ধারাবাহিকতায় দুই বছরের প্রাক-প্রাথমিক -এর ধারণা এবং কারিকুলাম উন্নয়ন করা হয়। এছাড়া MBBS Course, Nursing Course, Girls Guide ও Bangladesh Scout এ শিশুর বিকাশ ও যত্ন বিষয়ের কোর্স অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। জাতীয় জনসংখ্যা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (NIPORT)-এর বিভিন্ন প্রশিক্ষণে ELCD বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। শিশুর বিকাশে প্রারম্ভিক শিক্ষার গুরুত্ব বিভিন্ন সংশ্লিষ্ট কোর্সে অন্তর্ভুক্ত করা ছাড়াও জনসচেতনতামূলক নানা ধরনের কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়েছিল। যেমন পাবর্ত্য চট্টগ্রাম, রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান জেলার সব উপজেলাতে এ্যাডভোকেসি সভা করা হয়েছিল। মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়নকারী সংস্থাগুলো কমিউনিটি ম্যানেজমেন্ট কমিটির মাধ্যমে প্রোগ্রাম মিটিং করে কেন্দ্র স্থাপনকারী এলাকায় শিশু বিকাশ কার্যক্রমটির পরিচিত করেন। এছাড়াও বাড়ি বাড়ি গিয়ে মায়েদেরকে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার গুরুত্বও তাদের সম্মানকে এই শিক্ষায় উদ্বুদ্ধ করা হয়।

৭.৮ প্রশিক্ষণ কার্যক্রম:

শিশু বিকাশে প্রারম্ভিক শিক্ষা প্রকল্পে শিশুর বিকাশ এবং শিশুর শিখনে দক্ষ জনবল গড়ে তোলার লক্ষ্যে প্রশিক্ষণকে বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়। মূলত প্রশিক্ষণ প্রকল্প বাস্তবায়নের একটি অন্যতম মূল উপাদান। বর্তমান প্রকল্প মূল্যায়নে ২০০৬-২০১৩ সাল পর্যন্ত প্রকল্প অধীনস্থ শিক্ষক এবং সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাবৃন্দ উভয়ই প্রকল্প সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ পেয়েছিলেন। প্রশিক্ষণের প্রধান প্রধান বিষয়বস্তু ছিল শিশু শিক্ষাক্রম, শিক্ষক প্রশিক্ষণ (যথা টিওটি, পনের দিনব্যাপি খেলাধূলা), শিশু অধিকার ও সুরক্ষা, বিষয় ভিত্তিক প্রশিক্ষণ (যথা চারু ও কারু) এবং ব্যবস্থাপনা (যথা আইসিটি ও লাইব্রেরি ব্যবস্থাপনা, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা)। এছাড়াও পরিকল্পনা, কারিকুলাম উন্নয়নের উপর কর্মকর্তারা প্রশিক্ষণ পেয়েছিলেন। প্রকল্পটি সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের জন্য প্রকল্প কর্মকর্তারা আরো কয়েক ধরনের প্রশিক্ষণের জন্য সুপারিশ করেন। কর্মকর্তারা শিক্ষকদের উচ্চতর প্রশিক্ষণ, উপকরণ তৈরি ও উন্নয়নের উপর প্রশিক্ষণ, হেল্থ এন্ড হাইজিন এবং সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তার প্রশিক্ষণের উপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করেন।

প্রকল্প আওতাধীন প্রায় সকল শিক্ষকবৃন্দই সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছিলেন। শিক্ষকরা সাধারণত বিষয়গত এবং নেতৃত্বের উপর প্রশিক্ষণ পেয়েছিলেন। প্রায় ৯৮ ভাগ শিক্ষকই কোন না কোন ধরনের প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছিলেন (টেবিল-৫.৯)।

টেবিল-৭.৯ : প্রশিক্ষণের ধরণ ও প্রশিক্ষণ গ্রহণকৃত শিক্ষকের সংখ্যা (শতকরায়)

প্রশিক্ষণের ধরণ	প্রশিক্ষণ গ্রহণকৃত শিক্ষকের সংখ্যা (শতকরায়)	
	হ্যাঁ	না
বিষয়গত প্রশিক্ষণ	৯২%	২%
নেতৃত্বের প্রশিক্ষণ	৫৪%	৩২%

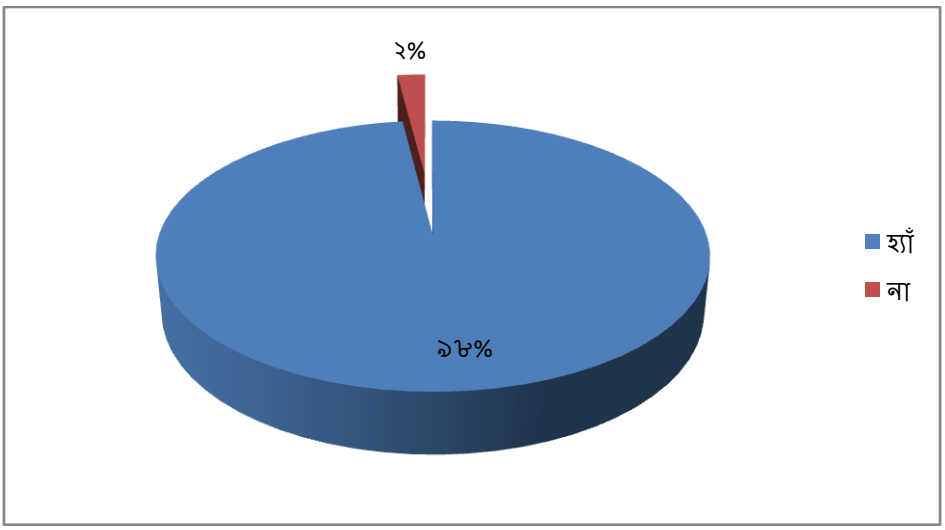

চিত্র ৭.৮: প্রশিক্ষণ গ্রহণকৃত শিক্ষক সংখ্যা

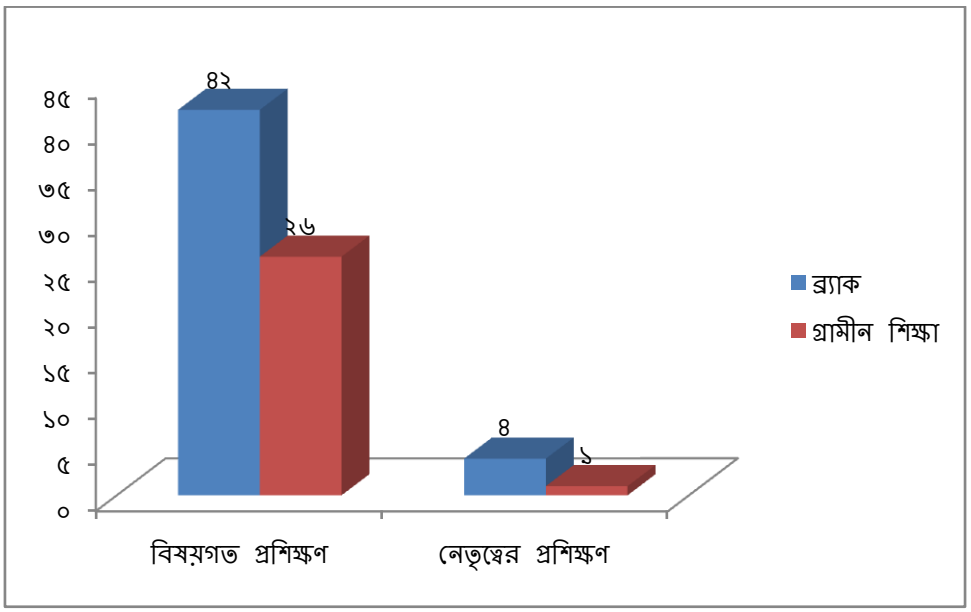

চিত্র ৭.৯: প্রশিক্ষণ ধরণ ও গ্রহণকৃত শিক্ষক সংখ্যা

৭.৯ প্রকল্পের গুণগত বিশ্লেষণ:

‘‘শিশুর বিকাশে প্রারম্ভিক শিক্ষা’’ প্রকল্পে প্রধান প্রধান প্রভাবসমূহ

গুণগত তথ্যাদির জন্য ফোকাস গ্রুপ এবং কেআইআই (KII)- থেকে প্রাপ্ত তথ্যাদি বিশ্লেষণ করে প্রকল্পের প্রভাব সম্পর্কে কতকগুলো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উঠে এসেছে। ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা, সিরাজগঞ্জ এবং রাজশাহী জেলার অভিভাবক ও স্থানীয়দের নিয়ে ৬টি ফোকাস গ্রুপ বা দলীয় আলোচনা পরিচালনা করা হয়েছিল। দলীয় আলোচনার জন্য ২০০৬-২০১৩ সাল পর্যন্ত প্রকল্পটি চলাকালীন সময়ের শিশুদের বাবা-মা, অভিভাবক, বিদ্যোৎসাহী, স্থানীয় নেতৃবৃন্দ, বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা অংশগ্রহণ করেন। তাদের আলোচনায় উঠে আসা তথ্যাদিকে থিমেটিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে যে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো উঠে এসেছে তা নিচে আলোচনা করা হলো-

চিত্র ৫.১০: টিম লিডারসহ একটি এফজিডি পরিচালনা।

৭.৯.১ শিশুর বিকাশ এবং প্রজেক্ট সম্পর্কে সচেতনতা

বেশিরভাগ অভিভাবক প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর তথা খেটে খাওয়া, ছোট ব্যবসায়ী কিংবা গ্রামের গৃহবধু এবং তাদের অনেকেরই ভাল শিক্ষাগত অভিজ্ঞতা নেই। তবে বাস্তবায়ন সংস্থাগুলোর প্রজেক্ট প্রারম্ভিক ক্যাম্পেইন, ফিল্ড ওয়ার্ক এবং মায়েদের নিয়ে সমাবেশ প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার প্রতি এক ধরনের ইতিবাচক ধারণা তৈরি করতে সক্ষম হয়েছে। অনেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে শিশুর শিক্ষার প্রয়োজনীয়তার কথা বলেছেন।

শিশু শিক্ষাকেন্দ্রের উপযোগিতা প্রসঙ্গে **ফিরোজশাহ-২, চট্টগ্রাম কেন্দ্রের** একজন অভিভাবক বলেন, ‘‘আমরা সবাই তো আর শিক্ষিত না। আমরা আমাদের বাচ্চাদের প্রথমে যে অক্ষর শেখাতে (হাতেখড়ি) হয়, তা তো জানিনে, সেটা আপা (ব্র্যাক স্কুলের শিক্ষক) এখানে শেখাচ্ছে।’’ শিশুকেন্দ্রটি যে অত্র এলাকায় শিশুদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের কাজ করছে তা উল্লেখ করেন আরেকজন অভিভাবক। তারা জানান যে, আগে শিশুরা ঠিক মতো পড়াশুনা করতে চাইতো না। অভিভাবকবৃন্দের নিজ নিজ কর্ম ব্যস্ততার কারণে স্কুলে পাঠানো ও ঘরে পড়তে বসানো ও পড়া দেখিয়ে দেয়ার কাজটি ঠিক মতো করতে পারতেন না। সেক্ষেত্রে এই শিশু শিক্ষাকেন্দ্রের আপারা তাদের (অভিভাবকদের) বুঝিয়ে শিশুদের শিক্ষাকেন্দ্রে আসতে উদ্বুদ্ধ করেছেন। সর্বোপরি, শিশুরা নিয়মিত শিশু শিক্ষাকেন্দ্রে আসছে কিনা তা ফলোআপ করার জন্য শিক্ষকরা নিয়মিত হোম ভিজিট করতেন বলে জানান **সিরাজগঞ্জ জেলার কুটিবাড়ি প্রি-প্রাইমারি স্কুলের** একজন অভিভাবক। তিনি আরো জানান, শিশুদের পাশাপাশি অভিভাবকদের নিয়ে মাসে একবার অভিভাবক সমাবেশের আয়োজন করা হত এবং শিশুদের মাঝে বিনামূল্যে বই বিতরণ করা হয়েছে। এসব শিশুদের শিক্ষাকেন্দ্রের শিখন পরিবেশ ও শিখন পদ্ধতি সম্পর্কে **রাজশাহী জেলার নামোভদ্রা ব্র্যাক প্রি-প্রাইমারি স্কুলে** আয়োজিত দলীয় আলোচনায় অংশগ্রহণকারী একজন অভিভাবক বলেন, ‘‘এখানে শিশুদের বিনোদনের মাধ্যমে যেমন খেলাধূলা, ছবি আঁকা, গল্প বলার মাধ্যমে আনন্দঘন পরিবেশে শিশুদের শেখানো হত’’।

কেস স্টাডি-০১:

(মেধাকচ্ছপিয়া প্রাক-প্রাথমিক বিদ্যালয়, কক্সবাজার)

কক্সবাজার জেলার চকরিয়া উপজেলায় ‘‘শিশুর বিকাশে প্রারম্ভিক শিক্ষা’’ প্রকল্পের শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্র্যাকের পাঁচটি প্রাক-প্রাথমিক বিদ্যালয়ের একটি হলো মেধাকচ্ছপিয়া প্রাক-প্রাথমিক বিদ্যালয়। শিশু শিক্ষাকেন্দ্রটি পাহাড়ের উপর অবস্থিত। অনেক উঁচু-নিচু ইট বিছানো পথ পেরিয়ে স্কুলে যেতে হয়। পাহাড়ের উপরে অনেক দূরে দূরে এক একটি বাড়ি দেখা যায়। এরকমই দুর্গম এলাকায় শিশু শিক্ষাকেন্দ্রটি অবস্থিত। মাটির তৈরি শিক্ষাকেন্দ্রটি ছিল বেশ ছিমছাম এবং প্রশান্তিদায়ক। শিক্ষাকেন্দ্রটির মেঝেতে চট বিছানো যেখানে ৩০/৪০ টি শিশু গোল হয়ে বসে প্রকল্প মূল্যায়ন গবেষণার জন্য পরিদর্শনকালীন সময়ও শিক্ষা কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করছিল। প্রত্যেকটি শিশুর সামনে ছিল বই-খাতা, গণনার জন্য বাঁশের কাঠি ও পেন্সিল। এছাড়াও এই শিক্ষাকেন্দ্রে শিশুদের জন্য রয়েছে খেলনা সামগ্রী। শিশুরা বেশ মনযোগের সাথে তাদের শিক্ষকের নির্দেশনা অনুযায়ী শিক্ষা কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করছিল। এই কেন্দ্রে বসেই ২০০৬-২০১৩ সাল পর্যন্ত শিক্ষা কার্যক্রমে অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীদের অভীক্ষা গ্রহণ করা হয়েছিল যারা বর্তমানে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে তৃতীয় কিংবা চতুর্থ শ্রেণিতে অধ্যয়ণরত আছে। অভীক্ষায় যারা প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করেনি তাদের তুলনায় ব্র্যাকের প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করেছে তারা বেশ ভাল করেছিল। পরিদর্শন চলাকালীন সময়ে আশে-পাশের অনেক অভিভাবকও এসেছিলেন, তারা স্কুলটি যাতে বন্ধ না হয়ে যায় এবং পূর্বের ন্যায় প্রকল্পাধীন থেকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হয় তার পক্ষে মত প্রকাশ করেন।

৭.৯.২ শিশুর বিকাশ সম্পর্কে ধারণা, সচেতনতা এবং চাহিদা

অভিভাবকদের সাথে দলীয় আলোচনা থেকে এটা সুস্পষ্ট যে, ''শিশুর বিকাশে প্রারম্ভিক শিক্ষা'' প্রজেক্ট সম্পর্কে সরাসরি ধারণা না থাকলেও শিশুর বিকাশে প্রারম্ভিক শিক্ষা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে তারা মনে করেন। আট বছর যাবৎ প্রজেক্টের আওতায় স্কুলটি পরিচালিত হয়ে আসছে উল্লেখ করে **যোগীপোল ব্র্যাক প্রি-প্রাইমারি স্কুল শিশু শিক্ষাকেন্দ্রের (খুলনা)** একজন অভিভাবক (**অঞ্জু**) বলেন, এখানে শিক্ষকরা নিজেদের সন্তানের মতো করে শিশুদের পড়াশুনা করায়। এজন্য শিশুদের অনেক উন্নতি হয়েছে। এই পরিবর্তন যেমন এসেছে পড়াশুনার দিক দিয়ে, তেমনি পরিবর্তন এসেছে শিশুদের আচার-আচরণের দিক দিয়েও। অভিভাবকরা আরো বলেন, ব্র্যাক স্কুলে পড়াশুনা শেখার কারণে এখান থেকে অর্জিত জ্ঞান শিশুদের প্রাইমারি স্কুলে ভর্তি হতে সহায়তা করছে।

আলোচনায় আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উঠে এসেছে যে, শহরাঞ্চলে শিশু শিক্ষার ব্যাপক চাহিদা রয়েছে। শিশুকেন্দ্র বিশেষ করে শিল্প ও বস্তি এলাকায় যেখানে বাবা-মা উভয়ই কাজ করেন এবং সন্তানকে দেখাশুনার করার কেউ নেই সেখানে এর চাহিদা অত্যাধিক। কর্মজীবী অভিভাবকরা ছোট ছোট শিশুদের ঘরে রেখে যাওয়ায় দুর্ঘটনায় পড়তে পারে আশঙ্কায় অভিভাবকরা এসব শিশু শিক্ষাকেন্দ্রকে স্বল্প সময়ের জন্যও হলেও শিশুদের আশ্রয় হিসেবে দেখে।

কেস স্টাডি-০২:
(নামোভদ্রা ব্র্যাক প্রাক-প্রাথমিক বিদ্যালয়, রাজশাহী)

নামোভদ্রা ব্র্যাক প্রাক-প্রাথমিক বিদ্যালয়টি রাজশাহী জেলার পদ্মা আবাসিক এলাকায় অবস্থিত। এই স্কুলের প্রতিষ্ঠার প্রায় প্রারম্ভিক পর্যায় থেকে শিশুদের মাঝে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছেন শিক্ষক মোছাঃ লাকী আক্তার। তিনি জানান যে, স্কুলটি তারই হাত দিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়। শিশু শিক্ষাকেন্দ্রটি প্রথম যে ভাড়াকৃত বাড়িতে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা শুরু করে সেটির জন্য ভাড়া বাবদ ৩০০ টাকা মাসিক হারে প্রদান করতে হত। বিদ্যালয়টির দেয়াল ইট, মেঝে পাকা এবং ছাদ টিনের নির্মিত ছিল। কিন্তু পরবর্তী পর্যায়ে বাড়ির মালিকের বিশেষ প্রয়োজনে শিক্ষাকেন্দ্রের স্থান পরিবর্তন করতে হয়। অতঃপর বিদ্যালয়টি রেল লাইনের পাশে ভাড়া করা ঘরে পুনরায় কার্যক্রম শুরু করে। এখানে দু'বছর পাঠদান কার্যক্রম পরিচালনা করা হলেও নানাবিধ সমস্যা যেমন শিক্ষাকেন্দ্রের শৌচাগার কাঁচা, মেঝে মাটি নির্মিত, ট্রেন চলাচলের কারণে তীব্র শব্দ ও শিশুরা কৌতুহলবশত ট্রেন চলাচলের সময় জানালা দিয়ে দেখার জন্য হট্টগোল শুরু করা থেকে শুরু করে শিক্ষাকেন্দ্রে যাতায়াতের জন্য রাস্তা পারাপারের ঝুঁকি নিতে হত বলে অভিভাবকদের অভিযোগের প্রেক্ষিতে পরবর্তীতে শিক্ষাকেন্দ্রটির স্থান পরিবর্তন করে বর্তমান স্থানে স্থানান্তরিত করা হয়। ২০১৩ সালের ব্র্যাক প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাকেন্দ্রের শিক্ষার্থীদের বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে তিনি আরো জানান, এই শিক্ষাকেন্দ্রে পাঠ সমাপ্তকারী শিক্ষার্থীরা নামোভাদ্র সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে চতুর্থ শ্রেণিতে অধ্যয়ণরত আছে। তারা প্রত্যেকে নিজ নিজ শ্রেণিতে পাঠের ক্ষেত্রে বিশেষ পারদর্শিতা প্রর্দশনের পাশাপাশি মেধাতালিকায় প্রথম থেকে দশম স্থানের মধ্যে আছে। এছাড়া এই শিশু শিক্ষাকেন্দ্র থেকে পাঠসমাপ্তকারী এক শিক্ষার্থী (ইমু) সহপাঠ্যক্রমে বিশেষ পারদর্শিতা প্রদর্শন করে নৃত্যে জেলা পর্যায়ে প্রথম ও জাতীয় পর্যায়ে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে। এই প্রকল্পের আওতায় পুনরায় শিশু শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপনের আর্জি জানিয়ে তিনি বলেন, এই শিশু শিক্ষাকেন্দ্রে পড়ালেখার পাশাপাশি শিশুদের গল্প বলা, নাচ-গান ইত্যাদি বিষয়েও প্রশিক্ষণ দেয়া হয়।

কেস স্টাডি-০৩:
(শ্মশানঘাট প্রি-প্রাইমারী স্কুল, বরিশাল)

শ্মশানঘাট প্রি-প্রাইমারী স্কুল বরিশাল সদর উপজেলার শ্মশানঘাট এলাকায় অবস্থিত। এই শিশু শিক্ষাকেন্দ্রের দায়িত্ব পালন করছেন শিক্ষক টুম্পা রাণী। তিনি বর্তমানে এম.বি.এ অধ্যয়ণরত। তিনি বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণের পাশাপাশি লিডারশীপ নিয়েও কাজ করার সুযোগ পেয়েছেন বলে জানান। শ্মশানঘাট প্রি-প্রাইমারী স্কুলের মেঝে মাটির, দেয়াল ও ছাদ টিনের নির্মিত। শ্রেণিকক্ষের পর্যাপ্ত আলো প্রবেশের ব্যবস্থা থাকলেও গ্রীষ্মকালে কেন্দ্রের পরিবেশ প্রচন্ড গরম হওয়ার কারণে সেসময় শিশুদের মাঝে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করা দুরূহ হয়ে উঠে। ভাড়াকৃত এই শিক্ষাকেন্দ্রে শিশুদের খেলার জন্য কোন মাঠ না থাকলেও নানা ধরনের শিক্ষা উপকরণের উপস্থিতি লক্ষ্য করা গেছে। অত্র এলাকার শিশুদের প্রাথমিক শিক্ষায় গমন উপযোগী করে গড়ে তুলতে এই শিশু শিক্ষাকেন্দ্রটি মুখ্য ভূমিকা রাখছে বলে শিক্ষক টুম্পা রাণী মনে করেন। তিনি জানান, স্কুলের অবকাঠামোগত পরিবেশের উন্নয়ন ঘটাতে পারলে এটি শিশুদের প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষায় আরো ইতিবাচক ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে।

৭.৯.৩ প্রশিক্ষণ ও পরিবর্তন

প্রজেক্টের আওতায় মায়েদের/ অভিভাবকদের সরাসরি কোন প্রশিক্ষণ প্রদান করা না হলেও প্রতি মাসে ভিন্ন ভিন্ন বিষয় নিয়ে অভিভাবক সেশন বা অভিভাবক সমাবেশ পরিচালিত হত। শিশুদের নিয়মিত সময়ানুযায়ি স্কুলে পাঠনো, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন পোষাক পরিধান করা, শিশুর যত্ন নেয়া, নখ কাটা, দাঁত মাজা, খাবার আগে হাত ধোয়া ইত্যাদি সম্পর্কে অভিভাবক সেশনে আলোচনা করা হত বলে অভিভাকরা অভিমত দেন। আর প্রশিক্ষণের বিষয়ে জানা যায় যে, প্রশিক্ষণ পরিচালিত হয়েছে শিক্ষক ও কর্মকর্তাবৃন্দের মাঝে। প্রশিক্ষণগুলো ছিল বিষয়ভিত্তিক। শিশুদের মাঝে ফলপ্রসু পাঠদান পদ্ধতি সম্পর্কে এখানে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে। **যোগীপোল ব্র্যাক প্রি-প্রাইমারি স্কুল শিশুকেন্দ্রের (খুলনা)** একজন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক (প্রীতিলতা) বলেন, ''এই প্রশিক্ষণের ফলে শ্রেণিকক্ষ শিশুদের মাঝে পাঠদান কার্যক্রম পরিচালনা করা সহজ হয়েছে। এছাড়াও কিভাবে লীড (নেতৃত্ব) দিতে হয় তাও এই প্রশিক্ষণের মাধ্যমে জেনেছি।'' শিশুদের শ্রেণিকক্ষে পাঠদান করার পাশাপাশি শিক্ষকদের নিয়মিত হোম ভিজিট করতে হত। অভিভাবকরা মনে করেন, যেসব শিশুরা নিয়মিত স্কুলে যায় না তাদের জন্য হোম ভিজিট-এর দরকার আছে। নিয়মিত হোম ভিজিট করার কারণে একদিকে যেমন স্কুলে শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি বৃদ্ধি পেয়েছে, অন্যদিকে আপাদের (শিক্ষক) সাথে শিশুদের ভাল সম্পর্ক তৈরি হয়েছে।

৭.৯.৪ শিশুদের আচরণের পরিবর্তন

অভীভাবকরা শিশু শিক্ষাকেন্দ্রে আসার পর শিশুদের মধ্যে ব্যাপক পরিবর্তনের নানাদিক নিয়ে কথা বলেছেন। তাদের কথায় উঠে এসেছে শিশু শিক্ষা কার্যক্রম কীভাবে শিশুদের বুদ্ধিবৃত্তিক, আবেগিক, সামাজিক এবং ভাষাগত দক্ষতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করেছে।

চিত্র ৭.১১: ফুলকির একটি কেন্দ্রের শিক্ষা উপকরণ।

৭.৯.৪.১ জ্ঞানীয় বা বুদ্ধিবৃত্তিক পরিবর্তন

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, অভিভাবকরা উভয়ই কর্মজীবী হওয়ায় ও শিক্ষাগত যোগ্যতা না থাকায় শিশুদের লেখাপড়ার বিষয়ে সময় ও পাঠদানে সহযোগিতা করতে পারতেন না। প্রাইমারি স্কুলে ভর্তির জন্য যে প্রারম্ভিক যোগ্যতা থাকা আবশ্যক তা ব্র্যাক পরিচালিত শিশু শিক্ষাকেন্দ্রে পাঠদানের কারণে নিশ্চিত করতে পেরেছেন বলে অভিভাবকরা জানান। আগে যেখানে শিশুটি সঠিকভাবে কথা গুছিয়ে বলতে পারত না, এখন সে ''ছড়া শিখছে, পড়তি পারে। হাতের লেখা সুন্দর হয়েছে''- বলে জানান **গেন্ডা-ই-ব্লক, সাভার, ঢাকা** শিশু শিক্ষাকেন্দ্রের একজন অভিভাবক। পড়ালেখার প্রতি আগ্রহ বাড়ার পেছনে এসব শিশু শিক্ষাকেন্দ্রগুলো অবদান রাখছে বলে তারা জানান। শিশুরা এসব শিক্ষাকেন্দ্রগুলোতে নতুন নতুন বিষয় সম্পর্কে শিখতে পারছে। তাদের মধ্যে বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে জানার কৌতুহল দেখা দিয়েছে। তাই যেকোন নতুন কোন জিনিস দেখলেই এখন তারা তাদের অভিভাবকদের নানা ধরনের প্রশ্ন করে। **ফিরোজশাহ-২, চট্টগ্রাম** শিশু শিক্ষাকেন্দ্রের অভিভাবকদের মতে,

''এই কার্যক্রম শিশুকে লেখাপড়ার ক্ষেত্রে বিশেষভাবে সহায়তা করেছে। কারণ সে এখন অক্ষর চিনতে পারে, ছোট ছোট বানান করতে পারে। যোগ-বিয়োগ করতে পারে। যেগুলো তাকে প্রাইমারি স্কুলে ভর্তি হতে সহায়তা করবে''।

চিত্র ৭.১৩: শিশু কেন্দ্রের ব্লক ও নাড়াচাড়ার কর্ণার।

গেন্ডা-ই-ব্লক, সাভার, ঢাকা শিশু শিক্ষাকেন্দ্রের একজন অভিভাবক এমনও মনে করেন যে, শিশু শিক্ষাকেন্দ্রে আসার ফলে তার সন্তান ''আগে কিছু জানতু না, এহন জানে অন্য স্কুলের পোলাপানির চেয়ে বেশি''। এসব শিশু শিক্ষাকেন্দ্রে অধ্যয়নের কারণে এসব শিশুদের জ্ঞানীয় বিকাশ যেমন অন্যান্য স্কুলের শিক্ষার্থীদের তুলনায় বেশি বলে অভিভাবকরা দাবি করছেন তেমনি **রাজশাহী জেলার নামোভদ্রা ব্র্যাক প্রি-প্রাইমারি স্কুলের** একজন অভিভাবক বলেন, ''প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা এসব শিক্ষাকেন্দ্রের শিশুদের পরীক্ষা ছাড়াই ভর্তির যোগ্য বলে বিবেচনা করে, বাকিদের পরীক্ষা নেয়''। ব্র্যাক স্কুল থেকে প্রস্তুতি নিয়ে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গমন করছে বলে এই শিশুরা প্রথম শ্রেণিতে তাদের দক্ষতার প্রমাণ রাখতে পারছে বলে **সিরাজগঞ্জ জেলার কুটিবাড়ি ব্র্যাক প্রি-প্রাইমারি স্কুলের** একজন অভিভাবক জানান।

৭.৯.৪.২ ভাষার দক্ষতা

শিশুদের প্রাথমিকভাবে ভাষার চর্চা শুরু হয় তার বাড়িতেই। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, বাবা-মা উভয়ে কর্মজীবী হলে শিশুরা ভাষা ব্যবহারে দক্ষতা অর্জন করতে কিছুটা পিছিয়ে থাকে অন্যান্য শিশুদের তুলনায় যাদের বাবা-মা উভয়ে কর্মজীবী নয়। ELCDP বা ''শিশুর বিকাশে প্রারম্ভিক শিক্ষা'' প্রজেক্ট পরিচালনার ফলে কর্মজীবী অভিভাবকরা তাদের শিশুদের মধ্যে ভাষার ব্যবহারের পারঙ্গমতায় পরিবর্তন লক্ষ্য করেছেন। **গেন্ডা-ই-ব্লক, সাভার,ঢাকা** শিশু শিক্ষাকেন্দ্রের একজন অভিভাবক বলেন যে, ''ঢাকায় এসি ভাষা শিহিছে''।

শুধুমাত্র ভাষা শিক্ষা নয় শিশুর গুছিয়ে কথা বলতে পারার বিষয়ে **ফিরোজশাহ-২, চট্টগ্রাম** শিশু শিক্ষাকেন্দ্রের একজন অভিভাবক বলেন,''ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রে পূর্বের তুলনায় অনেক সুন্দর করে গুছিয়ে কথা বলতে পারে''। এ বিষয়ে **রাজশাহী জেলার নামোভদ্রা ব্র্যাক প্রি-প্রাইমারি স্কুলের** একজন অভিভাবক আরো বলেন, ''তার সন্তান এখন শুদ্ধ উচ্চারণে কথা বলতে পারে''। তিনি মনে করেন তার সন্তানের এই ধরনের উন্নতির জন্য ব্র্যাক পরিচালিত স্কুলের শিক্ষকদের অবদান অনস্বীকার্য।

কেস স্টাডি-০৪:

(ফুলবাড়িয়া ব্র্যাক প্রি-প্রাইমারি স্কুল, হবিগঞ্জ)

ফুলবাড়িয়া ব্র্যাক প্রি-প্রাইমারি স্কুল ছিল ''শিশুর বিকাশে প্রারম্ভিক শিক্ষা'' প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়নের জন্য নির্বাচিত ৫৪ টি কেন্দ্রের একটি। এটি হবিগঞ্জ জেলার লাখাই উপজেলাতে অবস্থিত। সদর থেকে লাখাই উপজেলার দূরত্ব প্রায় ২০ কি.মি.। লাখাই মূলত হাওর এলাকা। তাই অবস্থানগত দিক থেকে বলা যায় ব্র্যাক পরিচালিত **ফুলবাড়িয়া ব্র্যাক প্রি-প্রাইমারি** শিশু শিক্ষাকেন্দ্রটি বেশ প্রত্যন্ত এলাকাতেই অবস্থিত। এলাকাটি এতটাই প্রত্যন্ত যে সবচেয়ে কাছের হাসপতালে যেতে হলে প্রায় ৩৫ কি.মি. পাড়ি দিতে হয়। এখানকার অধিকাংশ মানুষের জীবিকা কৃষি বা মৎস্য শিকার। শিশু শিক্ষাকেন্দ্রটি সম্পর্কে জানা যায়, এটি ২০০৭ সালে UNICEF-এর সহযোগিতায় প্রতিষ্ঠিত হয় এবং প্রকল্পের মেয়াদ অনুযায়ী ২০১৩ সাল পর্যন্ত চালু ছিল। এই শিক্ষাকেন্দ্রটি পরিচালনা ও শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার দায়িত্বে নিয়োজিত একমাত্র শিক্ষক, যিনি প্রকল্পের শুরু থেকে শেষ অবধি দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন, জানান প্রকল্পের মেয়াদ শেষ হওয়ার পরও শিশু শিক্ষাকেন্দ্রটি চালু রাখার প্রচেষ্টা হিসেবে শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে মাসিক ১৫০ টাকা করে নেয়া হত। শিক্ষার্থীদের পরিবারের আর্থিক অবস্থা এতটাই করুণ যে তাদের পক্ষে শিক্ষার এই ব্যয় বহন করা সম্ভব না হওয়ায় শিক্ষার্থীরা অন্যত্র চলে যায়। বর্তমানে শিশু কেন্দ্রটির কার্যক্রম সম্পূর্ণভাবেই বন্ধ আছে। ২০১৩ সাল হতে শিক্ষাকেন্দ্রটি বন্ধ থাকায় এটি বর্তমানে ধ্বংসস্তুপে পরিণত হয়েছে। প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সময় এই কেন্দ্রটি ৩০জন শিক্ষার্থী নিয়ে যাত্রা শুরু করে যার মধ্যে একজন শিক্ষার্থী ছিল বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশু। এই শিক্ষাকেন্দ্রে ৩ ঘণ্টাব্যাপি শিশুদের মাঝে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করা হত। শিশু কেন্দ্রটির পেছনে পুকুর, সামনে বাড়ি এবং বাড়ির উঠান। ডানে রান্নাঘর ও গোয়াল ঘর, বায়ে কয়েক গজ দূরে রাস্তা। কেন্দ্রটির দেয়াল ও ছাদ টিন নির্মিত এবং মেঝে মাটির। এককক্ষ বিশিষ্ট এই শিশু শিক্ষাকেন্দ্রে কোন লাইট ও ফ্যানের ব্যবস্থা নাই। এমনকি শিক্ষাকেন্দ্রটিতে শিক্ষার্থীদের জন্য কোনরূপ পানীয় জলের কিংবা টয়লেটেরও ব্যবস্থা ছিল না। তাই শিক্ষা কার্যক্রম চলাকালীন সময়ে ক্ষুধা আর তৃষ্ণা মেটানোর জন্য শিক্ষার্থীরা নিজ নিজ গৃহ হতে খাবার ও পানি বহন করে নিয়ে আসতে হত। কিন্তু প্রাকৃতিক কাজের বিশেষ প্রয়োজন হলে শিক্ষার্থীরা একবার বাড়ি গেলে আর ফিরে আসত না বলে শিক্ষক স্বপ্না আপা জানান। তার সাথে কথপোকথনে বর্তমানে শিক্ষাকেন্দ্রটি বন্ধ থাকার বিষয়ে আরো জানা যায়, এলাকায় বসবাসকারীদের বেশিরভাগ মানুষের শিক্ষাগত যোগ্যতা তেমন না থাকায় বাড়িতে শিশুদের প্রাথমিক অক্ষরজ্ঞান দেয়ার মতো লোকের অভাবের কারণে ৩-৫ বছর বয়সী শিশুরা এখন অলস সময় কাটাচ্ছে। তিনি শিশুদের জন্য বিদ্যুৎ, টিউবওয়েল ও খাবারের ব্যবস্থা করে শিশু শিক্ষাকেন্দ্রটি পুনরায় চালুর জন্য জোড় দাবি জানান।

৭.৯.৪.৩ আবেগীয় বিকাশ

অভিভাবকরা পেশাগত ব্যস্ততার কারণে শিশুদের গুণগত সময় (Quality Time) দিতে পারে না বলে অনেক সময় শিশুদের সামগ্রিক বিকাশ বাধাপ্রাপ্ত হয়। এসব শিশুদের মধ্যে যেমন ভাষার বিকাশ বাধাগ্রস্থ হয় তেমনি আবেগীয় বিকাশ বাধাগ্রস্থ হয়। এসব শিশুরা সমবয়সী শিশুদের সাথে মিশতে পারে না। সব সময় চুপচাপ থাকত। তারপর এখানে তথা শিশু শিক্ষাকেন্দ্রে এসে সে ভাল করেছে। এ বিষয়ে **রাজশাহী জেলার নামোভদ্রা ব্র্যাক প্রি-প্রাইমারি স্কুলের** একজন অভিভাবক বলেন, শিশুরা যেমন শুদ্ধ ভাষায় কথা বলতে পারছে, তেমনি আশেপাশের মানুষের সাথেও যোগাযোগ স্থাপনে সক্ষম হচ্ছে। শিশুদের মাঝে সহযোগিতামূলক মনোভাব তৈরি হয়েছে বলে দলীয় আলোচনায় উঠে এসেছে। অভিভাবকরা মনে করেন তাদের সন্তানরা ''বয়স অনুপাতে মানসিক দিক থেকে বেশ পরিপক্ক হয়েছে। সে তার বন্ধুদের সাথে খেলতে যায়। তর্ক করতে পারে''।

চিত্র ৭.১৪: শিশু কেন্দ্রের কল্পনার কর্নার।

৭.৯.৪.৪ সামাজিক বিকাশ

শিশু শিক্ষাকেন্দ্রগুলোতে প্রারম্ভিক অক্ষর জ্ঞান, ভাষার দক্ষতার পাশাপাশি শিশুদের সামাজিক বিকাশের উপর জোর দেয়া হয়েছে। এখানে শিশুদের অভিভাবকদের সন্মান করা, সকলের সাথে মিলেমিশে থাকা, ঝগড়া-মারামারি না করার বিষয়ে অভিহিত করা হত। অভিভাবকদের সাথে দলীয় আলোচনায়ও শিশুদের মধ্যে এরূপ আচরণের প্রতিফলনের উল্লেখ পাওয়া যায়। যেমন **গেন্ডা-ই-ব্লক, সাভার,ঢাকা** শিশু শিক্ষাকেন্দ্রের একজন অভিভাবক বলেছেন, তার সন্তান "ময়-মুরিব্বেদের স্যালাম দেয়। আব্বুর সাথে ভাল ব্যবহার করে''।

চিত্র ৭.১৫: শিশু কেন্দ্রের শিখন প্রক্রিয়া।

এছাড়াও শিশু শিক্ষাকেন্দ্রে নানা ধরনের কার্যক্রমের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন জীবন দক্ষতাও অর্জন করেছে। **গেন্ডা-ই-ব্লক, সাভার, ঢাকা** শিশু শিক্ষাকেন্দ্রের একজন অভিভাবক তার সন্তানের সচেতনতা বৃদ্ধির প্রসঙ্গে বলেন, ''আগে দাঁত মাজতু না, এহন কওন লাগে না।''

কেস স্টাডি-০৫:
(ফিরোজশাহ-১ ও ফিরোজশাহ-২ শিশু শিক্ষাকেন্দ্র, চট্টগ্রাম)

কক্সবাজারের শিশু শিক্ষাকেন্দ্রগুলো প্রকল্পের মেয়াদ শেষ হলেও শিক্ষা কার্যক্রম চালু রয়েছে কিংবা নতুন কেন্দ্র চালু করা হয়েছে। কিন্তু চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের বিভিন্ন এলাকায় অবস্থিত শিশু শিক্ষাকেন্দ্রগুলোর কোনটিই চালু ছিল না। এ ব্যাপারে প্রকল্প কর্মকর্তা জানায় যে, প্রকল্প শেষ হয়ে যাওয়ার পর থেকে তারা শিশু শিক্ষাকেন্দ্রগুলো বন্ধ করে দিয়েছেন। তবে যেসব এলাকার অভিভাবকরা টাকা দিচ্ছে শুধুমাত্র সেখানে এখনো শিক্ষা কার্যক্রম অব্যাহত আছে কিংবা নতুন শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপনের মাধ্যমে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। ফিরোজশাহ-১ ও ফিরোজশাহ-২ শিশু শিক্ষাকেন্দ্র দু'টি চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মধ্যে এবং একই বাড়িতে অবস্থিত ছিল । সেজন্য শিক্ষাকেন্দ্র দু'টির শিক্ষা কার্যক্রম একটির সকালে এবং অপরটি বিকালে পরিচালিত হত। তবে বর্তমানে দু'টি শিক্ষাকেন্দ্রেরই শিক্ষা কার্যক্রম বন্ধ আছে এবং বিদ্যালয়ের ঘরটি পরিত্যক্ত অবস্থায় আছে। বিদ্যালয় ঘরের টিনের ছাদ খুলে পড়েছে। ''শিশুর বিকাশে প্রারম্ভিক শিক্ষা'' প্রকল্পের মূল্যায়ন গবেষণার সরেজমিনে বিদ্যালয় পরিদর্শনে গেলে আশে-পাশের স্থানীয়রা জড়ো হয়ে বিদ্যালয়টি আবার চালু হবে কিনা জানতে চান। তারা বেশ আগ্রহের সাথে জানান যে, প্রকল্পটি চালু থাকলে বস্তির হতদরিদ্র মানুষের ছোট ছোট শিশুরা এখানে আনন্দের সাথে পড়তে পারত। সেজন্য শিশু শিক্ষাকেন্দ্রের শিক্ষা কার্যক্রম পুনরায় চালু করার জন্য আর্জি জানান গবেষকদলের কাছে।

অষ্টম অধ্যায়: সুপারিশমালা ও উসপংহার

প্রভাব মূল্যায়ন গবেষণায় সাহিত্য পর্যালোচনা, মাঠ পর্যায়ের তথ্যাদি এবং আয়োজিত স্থানীয় মতবিনিময় ওয়ার্কশপ-এর আলোকে শিশু বিকাশে প্রারম্ভিক শিক্ষা প্রকল্পের মাধ্যমে সর্বোচ্চ সুযোগ ও দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য নিম্নোক্ত সুপারিশগুলো করা হলো-

৮.১ সুপারিশমালা:

১. শিশু বিকাশ এর জন্য পরিচালিত কেন্দ্রগুলো বেশীর ভাগ অবকাঠামো পুরাতন এবং শিশুবান্ধব নয়। কেন্দ্রগুলোর বেশীর ভাগই আধাপাকা বা কাঁচা হওয়ায় শিশুদের স্বাস্থ্য নিরাপত্তার জন্য ঝুকিঁপূর্ণ। স্কুলের অবকাঠামো উন্নয়নসহ (ভাল ছাউনি কিংবা পাকা ছাদ) শিশুদের বসার জন্য ভাল চাটাই বা বেঞ্চের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

২. শিশু বিকাশ কেন্দ্র সবসময় খোলামেলা প্রশস্ত থাকা উচিৎ যাতে শিশু বিকাশের জন্য সবধরনের শিখন কর্মকান্ড পরিচালনা করা সম্ভব হয়। সেক্ষেত্রে কেন্দ্রগুলো বহুকক্ষ বিশিষ্ট এবং পর্যাপ্ত আলো বাতাসের ব্যবস্থা রয়েছে এমন জায়গায় স্থাপন করলে শিশু বিকাশ কর্মকান্ড অধিক দক্ষতার সাথে পরিচালনা করা সম্ভব হবে। সেখানে ছোট হলেও একটি খেলার মাঠ রেখে শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপন করার সুপারিশ করা হলো।

৩. শিশু বিকাশ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য শিশুদের শিশুকেন্দ্রটি একটি আরামদায়ক ও প্রশান্তিময় স্থান হওয়া প্রয়োজন। প্রতিটি শিশু শিক্ষাকেন্দ্রে পর্যাপ্ত ফ্যান, লাইট- এর ব্যবস্থা করতে হবে।

৪. শহরাঞ্চলে শিল্প বা বিশেষায়িত এলাকা যেমন-গার্মেন্টস এবং হাওড়, পতিতালয়, জেলখানা ইত্যাদি পল্লীতে শিশু কেন্দ্রগুলোর ব্যাপক চাহিদা লক্ষ করা যায়। এসব এলাকায় আরো নতুন শিশু শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপন বা অতিরিক্ত শিশু গ্রহণের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা যেতে পারে। এছাড়া বন্ধ হয়ে যাওয়া হালপাতালের শিশু যত্নকেন্দ্রগুলোতে নির্দিষ্ট জনবল নিয়োগ করে পুনরায় চালু করার মাধ্যমে শিশুকেন্দ্রের সেবা অধিকতর প্রশস্ত করা যেতে পারে।

৫. মানসম্মত শিক্ষা কার্যক্রমের জন্য দক্ষ শিক্ষক একটি পূর্বশর্ত। দক্ষ শিক্ষকদের জন্য উপযুক্ত সম্মানী ও প্রণোদনা আবশ্যিক। কেন্দ্রগুলোতে নিয়মিত বা দীর্ঘ সময় দক্ষ শিক্ষক নিয়োজিত থাকার জন্য শিক্ষকদের পারিশ্রমিক, প্রশিক্ষণ, ও উপকরণের জন্য অর্থ বরাদ্দ বাড়ানো প্রয়োজন।

৬. বেশিরভাগ পরিবার দরিদ্র ও নিম্নআয়ের কর্মজীবী হওয়ার কারণে শিশুদেরকে যথোপযুক্ত খাবার সরবারাহের ব্যবস্থা করতে সক্ষম নয়। শিশুরা দীর্ঘসময় শিশুকেন্দ্রে অবস্থান করায়, তাদেরকে উদ্দীপিত ও শিখন উপোযোগী রাখার জন্য শিশুদের হালকা টিফিন-এর ব্যবস্থা করা দরকার।

৭. প্রশিক্ষণ যে কোনো কার্যক্রমের সক্ষমতা বৃদ্ধি করে। শিশু বিকাশে প্রারম্ভিক শিক্ষা একটি তুলনামূলক নতুন বিষয় হওয়াতে শিক্ষকদের উচ্চতর বিশেষ করে শিশু শিক্ষা এবং উপকরণ তৈরির উপর প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা করার মাধ্যমে শিশু শিক্ষাকে অধিক কার্যকরী করা যেতে পারে।

৮. প্রকল্পের কাজ সঠিকভাবে বাস্তবায়নের জন্য প্রকল্প যথাযথ সময়ে শুরু করা বাঞ্চনীয়। প্রকল্প প্রস্তাব প্রেরণ থেকে শুরু করে প্রকল্প অনুমোদন এবং বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া সহজতর করার কৌশল বের করা যেতে পারে।

৯. শিশু বিকাশ কার্যক্রম শিক্ষার্থীদের বুদ্ধিবৃত্তিক, আবেগিক, সামাজিক ও ভাষাগত বিকাশে উন্নয়নের মাধ্যমে শিশুকে প্রাথমিক শিক্ষা সাফল্যজনকভাবে চালিয়ে যেতে সহায়তা করে। সকল শিশুকে এই ব্যবস্থাপনার আওতায় আনার জন্য আরো অধিক সংখ্যক শিশু শিক্ষা কার্যক্রম গ্রহণ করা যেতে পারে।

১০. একটি সমন্বিত সামাজিক উদ্বুদ্ধকরণ, পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করার লক্ষ্যে বিভিন্ন সংস্থার মাধ্যমে সমাজের সর্বস্তরের মানুষের সহযোগিতা এবং সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য অধিকতর এডভোকেসি কার্যক্রম গ্রহণ করা যেতে পারে।

৮.২ উপসংহার:

দুর্গম এলাকার প্রান্তিক জনগণ, নিম্নবিত্ত বস্তিবাসী, জেলখানা ও পতিতা পল্লীর শিশুরা শিক্ষার সুযোগ প্রাপ্তি হতে বঞ্চিত। শিশুদের শিক্ষা গ্রহণে উৎসাহিত করতে এবং স্কুলগামী করতে "শিশুর বিকাশে প্রারম্ভিক শিক্ষা'' শীর্ষক প্রকল্পটি সরকারের একটি মহৎ উদ্যোগ। যেখানে নাগরিক সুযোগ সুবিধা থেকে শিশুরা বঞ্চিত, সেখানে শিশুদের মাঝে শিক্ষার আলো প্রদানে এ প্রকল্প গ্রহণ সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত ছিল বলে প্রতীয়মান হয়।

শিশু শিক্ষাকে শিক্ষার মূলধারায় আনার জন্য এই ধরনের আরো প্রকল্প গ্রহণ করা যেতে পারে। তবে যারা শিক্ষাদানের কাজটি করেন সেই সকল শিক্ষকদের জীবনমান উন্নয়নে এবং শিক্ষা কেন্দ্রগুলোর ভৌত অবকাঠামো উন্নয়নে সরকারকে আরো মনোযোগী হওয়া উচিৎ।

সবশেষে বলা যায়, নানা রকম সীমাবদ্ধতার মাঝেও এই ধরনের প্রকল্প শিশু শিক্ষাকে শিক্ষার মূলধারায় চালিত করতে অগ্রণী ভূমিকা রাখবে।

গ্রন্থপুঞ্জি (References):

১. *3Rd Revised RTPP (2013) on "Early Learning For Child Development Project" (3rd Revised from July 2006 to December 2013), Bangladesh Shishu Academy, Ministry of Women and Children Affairs.*

২. *Project Completion Report (PCR)-2013 on "Early Learning For Child Development Project" (3rd Revised), IMED, Ministry of Planning.*

৩. শিশুর প্রারম্ভিক যত্ন ও বিকাশের সমন্বিত নীতি-২০১৩, বাংলাদেশ শিশু একাডেমী, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়।

৪. জাতীয় শিশু নীতি-২০১১, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়।

৫. জাতীয় শিক্ষা নীতি-২০১০, শিক্ষা মন্ত্যণালয়।

৬. Cochran, W.G. (1972). *Sampling Techniques (2nd Edi.),* New Delhi: Wiley Eastern Private limited

পরিশিষ্ট নং-১

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
"শিশুর বিকাশে প্রারম্ভিক শিক্ষা"- শীর্ষক প্রকল্পের প্রভাব মুল্যায়ন সমীক্ষাপত্র

শিশুর ভাষাগত ও গাণিতিক ধারণার অভিক্ষা

1. Similarities

আইটেম পরিচালনা

নমুনা:

বলুন, কীভাবে লাল ও নীলের সাদৃশ্য আছে? কেমন করে এরা একই রকম?

সঠিক প্রতিক্রিয়া [রং শব্দটির সাথে সম্পর্কিত যে কোন প্রতিক্রিয়া]: বলুন, চলো আরেকটি চেষ্টা করি। যথার্থ শুরর আইটেম পরিচালনা করুন।

ভুল প্রতিক্রিয়া [রং শব্দটির ছাড়া অন্য যে কোন প্রতিক্রিয়া] বা প্রতিক্রিয়া করতে ব্যর্থ হলে: বলুন, লাল এবং নীল দুটিই রং। যথার্থ শুরুর আইটেম পরিচালনা করুন।

৬-৮ *আইটেম ১.

বুলন, কেমন করে একটি কলা এবং আপেল একই রকম?
সঠিক প্রতিক্রিয়া [১ পয়েন্টের যে কোন প্রতিক্রিয়া]: বলুন, চলো আরেকটি চেষ্টা করি।
পরিবর্তি যথার্থ আইটেম পরিচালনা করুন।

*ভুল প্রতিক্রিয়া বা প্রতিক্রিয়া করতে ব্যর্থ হলে: বলুন, কলা এবং আপেল দুইটিই ফল যা তুমি খেতে পার। পরবর্তী যথার্থ আইটেম পরিচালনা করুন।

১ পয়েন্ট:
ফল; খাদ্য; তুমি খেতে পারবে এমন বস্তু; আহারযোগ্য
(গাছে বড় হয়, গাছ থেকে আসে)
স্বাদ (ভাল, মিষ্টি); মিষ্টি
স্বাস্থ্যকর; পুষ্টিকর; (মিনারেল, ভিটামিন) আছে
(বিচি, খোসা, চামড়া) আছে
এমন বস্তু যা তুমি (ফালি, টুকরা) করতে পার
0 পয়েন্ট:
তোমার জন্য ভাল
একই রং; হলুদ
রসালো; চাবানো যায়
গোল; ছোট; নরম
গন্ধ

*আইটেম ২

বলুন, কেমন করে কলম এবং পেন্সিল একই রকম?

সঠিক প্রতিক্রিয়া[১- পয়েন্টের যে কোন প্রতিক্রিয়া]: বলুন চলো আরেকটি চেষ্টা করি। পরবর্তি যথার্থ আইটেম পরিচালনা করুন।

*ভুল প্রতিক্রিয়া বা প্রতিক্রিয়া করতে ব্যর্থ হলে: একটি কলম এবং পেন্সিল দুইটিই

এমন জিনিস যা দিয়ে তুমি লিখতে বা আকতে পার। পরবর্তী যথার্থ আইটেম পরিচালনা করুন।

১ পয়েন্ট:

যা তুমি (লিখতে, আকতে, রং করতে) পার

লেখার উপকরণ; আকার উপকরণ

(স্কুল, অফিস, চিত্রকলা)-এর জন্য সরবরাহ করা হয়

[লেখার বর্ননা প্রদান করা]

0 পয়েন্ট:

যার (একটি চিহ্নিত প্রান্ত, ইরেজার) আছে

যার মধ্যে (কালি, সীস)আছে

একই রকম (আকার, আকৃতি); সোজা; লম্বা; গোল

রং;রং; হয়

আইটেম ৩-২৩

প্রতিটি আইটেম শিশুকে পড়ে শোনান। যদি অভীক্ষা পরিচালনা বন্ধ করার মানদন্ড পুরন না হয় তাহলে পরবর্তি যথার্থ আইটেম পরিচালনা করুন।

৯-১১ ৩. জামা ও জুতা কেমন করে একই রকম?

২ পয়েন্ট:

কাপড়; পোশাক; আবৃত করে; পোশাক-পরিচ্ছদ

এগুলো পরিধান করা হয়

তোমার (পোশাক, পরিচ্ছদের) অংশ

ইউনিফর্মের অংশ

১ পয়েন্ট:

পরিধেয় বস্ত্র

এগুলো পরা হয়; তোমার শরীর (এর মধ্য দিয়ে যায়, ঢাকে))

(তোমার, তোমার শরীর) কে রক্ষা করে; তোমাকে উষ্ণ রাখে

(তোমার শরীরে, একজন ব্যক্তির শরীরে) ঠিকমত লাগে

০ পয়েন্ট

টাই; চেইন খোলা বন্ধ করা; বোতাম

চামড়া; কাপড়; ফেব্রিক থেকে তৈরী; সেলাই করা

টাকার মূল্য; তুমি এগুলো কিনতে পার

নরম; একই রং

এগুলো বাইরে ব্যবহার করা হয়

[জুতা বা জামার দিকে পয়েন্ট করা]

৪. কেমন করে দুধ ও পানি একই রকম?

* ভুল প্রতিক্রিয়া বা প্রতিক্রিয়া করতে ব্যর্থ হলে: বলুন দুধ ও পানি দুইটিই তরল এবং তুমি তা পান করতে পার। পরবর্তী যথার্থ আইটেম পরিচালনা করুন।

১ পয়েন্ট

তরল; পানীয়

তোমার জন্য ভাল; স্বাস্থ্যকর; পুষ্টিকর

পান করার জিনিষ; বেভারেজ, এমন জিনিষ যা তুমি পান করতে পার

[পানি পান করার বর্ননা দেয়া]

০ পয়েন্ট

ভেজা; পানি আছে

তুমি একে(ঢালতে, উপচে ফেলতে)পার

একটি (কার্টুনে জগে)থাকে

ভিটামিন থাকে

সাদা;ঠান্ডা

১২-১৬ ৫. কেমন করে প্রজাপতি এবং মৌমাছি একই রকম?

২ পয়েন্ট:

পতঙ্গ; ক্ষুদ্র কীট

১ পয়েন্ট:

প্রাণী; জীব

তাদের পাখা আছে; যা উড়তে পারে

(৬ পা, বিভক্ত শরীর)আছে

রেশম গুটি থেকে(এসেছে, এতে থাকে)

(মধু, পরাগ)সংগ্রহ করে; ফুলের পরাগায়ন করে

শুঙ্গ বা হুল আছে

0 পয়েন্ট

ফুলের (মত এক জাতীয়, ওপরে বসে, থেকে খায়)

মধু (তৈরী, সংগ্রহ) করে

হুল ফুটায়

৬. শীত গ্রীষ্ম কেমন করে একই রকম?

২ পয়েন্ট:

ঋতু বছরের ঋতু কাল

১ পয়েন্ট:

বছরের(সময়, অংশ, ধরন)

আবহাওয়া, আবহাওয়া পরিবর্তিত হয়:জলবায়ু

গ্রীষ্ম, বর্ষা,শরৎ, হেমন্ত, শীত, বসন্তের অংশ

[অবশ্যই ছয় ঋতুর নাম বলতে হবে]

পয়েন্ট:

প্রকৃতির অংশ

অবকাশ, বিরতি

মাসসমূহ

দিন, সপ্তাহ, বছর

মজা করা; বাইরে যেতে পারি এবং খেলা করতে পারি

(মেঘ, সূর্য,বৃষ্টি) থাকে

বাতাস বহে; ঠান্ডা

৭.ইদুর এবং বিড়াল কেমন করে একই রকম?

২. পয়েন্ট:

স্তন্যপায়ী প্রানী; উষ্ন রক্তের প্রানী; মেরুদন্ডী প্রানী

প্রানী; জীব; চতুস্পদী প্রানী;

জীবন্ত

১. পয়েন্ট:

পোষা, তুমি তাদের পুষতে পার

(গোঁফ, লেজ, লোম) আছে [উভয়ের একই শারীরিক বৈশিষ্ট্যের নাম বলা]
হামাগুড়ি দিয়ে চলে; দৌড়ায় আচড়ায় [উভয়ের একই ধরনের আচরনের নাম বলা]
নিশাচর; অন্ধকারে দেখতে পারে; রাতে সক্রিয় থাকে
উভয়েই ছোট

0 পয়েন্ট:
বাসায় বাস করে; গ্রহপালিত
পনির খায়; খাবার চুরি করে,
একই রকম গায়ের রং (যে কোন রং এর নাম বলা)
খেলা করে; তুমি তাদের সাথে খেলা কর
শত্রু; তারা একে অপরকে (ধাওয়া, ঘৃনা) করে

৮ . কনুই এবং হাটু কেমন করে একই রকম?

২ পয়েন্ট:
সন্ধি; শরীরের অংশ যা জোড়া লাগানো
শরীরের অংশ যা (ভাজ করা, বাঁকানো) যায়; এমন একটি স্থান যেখানে বাহু ভাঁজ করা যায়
যেখানে হাড় জোড়া লেগেছে; তোমার বাহু বা পায়ের উভয় অংশকে একত্রে ধরে ধরে রাখে; বাহুর মধ্যম অংশ (কব্জা, বল এবং কোটরের মত) কাজ করে

১ পয়েন্ট :
তোমাকে ভাঁজ করতে সাহায্য করে; ভাঁজ করা যায়
শরীরের অংশ যা হাড়কে সংযুক্ত করে
শরীরের অংশ যা (নাড়ানো যায, নমনীয়)
বাহুর অংশ
তোমার শরীরের (সাথে সংযুক্ত, অংশ)
(কোটর, লিগামেন্ট, মাংসপেশী, হাড়ের সাথে সংযুক্ত সাদা তন্ত্র বা কার্টিলেজ) আছে
হাড় যা (সংযুক্ত, ভাজ করা যায়, নাড়ানো যায়, দুটো হাড়কে ধরে রাখে)
তোমাকে নাড়াচাড়া করতে সাহায্য করে, এর মাধ্যমে নাড়াচাড়া করতে পার; দুইটিরই
নাড়াচাড়া করার প্রয়োজন আছে

0 পয়েন্ট
নাড়াচাড়া করে
তারা সংযুক্ত
হাড়
গোল; বাঁকা; শক্ত; চামড়া দ্বারা আবৃত
ভাঙ্গা;ব্যাথা পাবে; তুমি (ব্যাথা পেতে, পড়ে যেতে) পার
তুমি তাদের ব্যবহার করতে পার

৯ কাঠের তক্তা এবং ইট কেমন করে একই রকম?

১ পয়েন্ট :
বাড়ী বানানোর জন্য (উপাদান, যোগান দেয়, উৎপাদিত বস্তু)
কোন (বিল্ডিং, কাঠামো, দেয়াল, বেড়া/সীমানা দেয়াল) বানানোর জন্য ব্যবহৃত উপাদান

১ পয়েন্ট:
উপাদান, সম্পদ; যোগান; জড় বস্তু
এগুলো দিয়ে জিনিষ (বানানো হয়)
বিল্ডিং এর (জন্য, ব্যবহার করা হয়, অংশ); তোমার বাসার অংশ
(বাড়ী, বিল্ডিং) বানানোর জন্য ব্যবহার করা হয়
কনস্ট্রাকশনে ব্যবহৃত হয়; বিল্ডিং বানানোর উপাদান

(ফাউন্ডেশন, দেয়াল, সীমানা দেয়ালের) অংশ

0 পয়েন্ট

তৈরী করা

এগুলো ব্যবহার করতে পার

শক্ত, ভারী; কঠিন; অমসৃন; মানুষের তেরী; শক্ত

প্রাকৃতিক উপাদান, পৃথিবীর উপাদান

১০. কেমন করে কবি এবং চিত্রকর একই রকম হবে?

২ পয়েন্ট :

তারা শিল্পের মাধ্যমে নিজেদের প্রকাশ করে

শিল্পী; শিল্পের দক্ষ ব্যক্তি

(শিল্প, শিল্পের কাজ) সৃষ্টি করে; সৃজনশীল বিষয় তৈরী করে: সৃষ্টা

চাকুরী; পেশা; পেশাদার

এমন জিনিষ তৈরী করে যা মানুষ (উপভোগ, প্রশংসা) করে

১ পয়েন্ট :

শিল্পবোধসম্পন্ন; বিশেষ কর্মদক্ষতা সম্পন্ন; সৃজনশীল; কল্পনাশক্তিসম্পন্ন; প্রকাশ করার ক্ষমতা সম্পন্ন

বস্ত্র (প্রকাশ করে, বর্ননা করে, জানায়); তাদের দৃষ্টিভঙ্গি প্রদান করে

(অনুভূতি, আবেগ) প্রকাশ করে

যন্ত্রের (তৈরী, নকসা) করে

তাদের শিল্প দিয়ে অর্জন উর্পাজন করে; শিল্প বিক্রয় করে

০ পয়েন্ট:

শিল্প : শিল্পের দ্বারা এটা করতে হয়

(আবেগ, অনুভূতি) দেখায়, আবেগীয়

তাদের (মন, হাত) দিয়ে কাজ করে

মানুষকে উৎসাহিত করে

রং করে; লেখো; (পেন্সিল, কলম,ব্রাশ) ব্যবহার করে

তারা বিখ্যাত ব্যক্তি; অনেক টাকা উর্পাজন করে

১১. পাহাড় এবং নদী কেমন করে একই রকম?

২ পয়েন্ট :

(ভৌগলিক, প্রাকৃতিক) বৈশিষ্ট্যপূর্ন (পৃথিবী, বিশ্ব, ভূমির) বৈশিষ্ট্য

প্রাকৃতিক ভূ-দৃশ্য; ভূমির (বৈশিষ্ট্য, গঠন

ভূগোল; ভৌগলিক (স্থান, বিষয়)

(ভূখন্ডের, পৃথিবীর উপরিভাগের) অংশ; ভুখন্ড

(প্রকৃতি, হিমবাহ, পৃথিবীর অভ্যন্তরে প্লেট নাড়াচাড়ার) মাধ্যমে সৃষ্টি

(প্রকৃতি, পরিবেশ, জনহীন প্রান্তর) এর অংশ

১.পয়েন্ট :

ভূমির ওপর অবস্থিত; (পৃথিবী, ভূমি, বিশ্ব) এর অংশ শারীরিক বৈশিষ্ট্য

প্রকৃতি; প্রাকৃতিক, প্রাকৃতিক সম্পদ

ভূমির; (স্তপ; বৈশিষ্ট)

(ক্যাম্প, বিনোদন, ছুটি কাটানো, বেড়ানো) এর জন্য

ভূমি;ভূমির সীমানা নির্ধারন; মানচিত্র

দৃশ্য; পরিবেষ্টিত

আবহাওয়ার দ্বারা সৃষ্টি

০ পয়েন্ট :

(যাওয়া, মজা করা, আরোহন করার) জায়গা

বাইরে; (বন, দেশ) এর ভেতরে

(পাথর, পানি, পাহাড়, পশু) আছে

বড়; উচু; চওড়া

১২. একটি আঁকা ছবি ও একটি মুর্তি কেমন করে একই রকম?

২ পয়েন্ট :

শিল্পকলা; শিল্পকর্ম; শিল্পের (কাজ, প্রকাশ)

শৈল্পিক (প্রকাশ, অঙ্কন, সৃষ্টি); শিল্পীর দ্বারা (তৈরী, সৃষ্টি)

শিল্প; অবশ্যই শিল্প দ্বারা এগুলো করতে হবে

সৃজনশীল কাজ

১ পয়েন্ট :

শৈল্পিক; সৃজনশীল

সৃষ্টি: মানুষের তৈরী; তুমি এগুলো তৈরী করতে পার

(ধারনা, আগেক, অনুভূতির) প্রকাশ

সংকেত বা চিহ্ন, সাংকেতিক

কোন কিছুর (প্রতিনিধিত্ব করা, স্মৃতিরক্ষামূলক স্মারক)

একটি জাদুঘরে থাকে, হতে পারে কোন শিল্পকর্ম

০ পয়েন্ট :

অভিব্যক্তি, অনুভূতি; ইমেজ

তুমি এগুলো (রং করতে, আঁকতে, তৈরী করতে) পার

(মানুষ, গল্প, নকশা) দেখানো

ছবি; আঁকা; ভাস্কার্য

যা তুমি দেখতে পাও; দুইটিই তুমি দেখতে পার

১৩. বরফ ও বাষ্প কেমন করে একই রকম?

২ পয়েন্ট :

পানির (পর্যায়, অবস্থা); পানির বিভিন্ন (রূপ,পর্যায়)

চরম তাপমাত্রায় পানির অবস্থা

পানির রূপের মধ্যে পরিবতর্ন

১ পয়েন্ট :

পানি; পানির তৈরী; পানি থেকে সৃষ্টি

তাপমাত্রার চরম পর্যায়

পানির চক্রের একটি অংশ

পদার্থের (রূপ, পর্যায়, অবস্থা)

তরলে পরিনত হতে পারে

এগুলোর মধ্যে ক্যামিকেল আছে

০ পয়েন্ট

ভেজা; আদ্র

তরল

তাপমাত্রা আছে: তাপমাত্রা

একটি আরেকটি তৈরী করতে পারে

(ধোয়া, কুয়াশা) তৈরী করে: (জলীয় বাষ্প, ধোয়া) নি:সৃত করে

১৪. রাগ ও আনন্দ কেমন করে একই রকম?

২. পয়েন্ট :

আবেগ, আবেগীয় (প্রতিক্রিয়া, প্রকাশ)

অনূভূতি: তুমি কেমন অনুভব কর তার (লক্ষন, প্রকাশ)

মনের ভাব; মানসিক অবস্থা; মানসিকভাবে কিভাবে তুমি অনুভব করবে তার পন্থা

অনুভব করার উপায় প্রতিক্রিয়া করবে, তার সংকেত

১ পয়েন্ট :

অভিব্যক্তি প্রকাশ; তুমি উভয়কেই প্রকাশ করতে পার,
তুমি কেমন অনুভব করছো; কিভাবে তুমি অনুভব করবে তার পন্থা
প্রতিক্রিয়া; মনোভাব
মৌখিক অভিব্যক্তি, তোমার মুখের দিকে তাকালে দেখা যায়
তোমার অভ্যন্তরে
চিন্তা

০ পয়েন্ট:

এমন জিনিস যার মাধ্যমে মন নিয়ন্ত্রন করা যায়
ক্রিয়া,আচরন, তুমি যা কর
তোমার দুটোই থাকতে পারে: তোমার ক্ষেত্রে ঘটতে পারে
চেহারা
তোমার (ইমেজ, ব্যক্তিত্ব, মেজাজের) অংশ
তোমার জীবনের অংশ

১৫. বন্যা এবং অনাবৃষ্টি কেন একই রকম?

২ পয়েন্ট :

প্রাকৃতিক দুর্যোগ; পানির সাথে সম্পর্ক্ প্রাকৃতিক দুর্যোগ
খারাপ আবহাওয়া;
(আবহাওয়া, প্রকৃতি, পানির) কারণে ঘটে
(আবহাওয়া, প্রকৃতি, পানির) চরমে রূপ
প্রকৃতির (রূপ,প্রভাব)

১ পয়েন্ট :

(বৃষ্টি, শীলাবর্ষন) এর জন্য হয়; (বৃষ্টি, অতিবৃষ্টি) সাথে সম্পর্কিত
(পানি, বৃষ্টির) এর সাথে সম্পর্কিত (সমস্যা, দুর্ঘটনা)
আবহাওয়ার (অবস্থা, ধরন); (আবহাওয়া, জলবায়ু)এর সাথে সম্পর্কিত
বিধ্বস্ততা, দুর্যোগ,ধ্বংশের) কারণ; (খামার, শস্যের) ধ্বংশ করে
ভূমির (দশা, অবস্থা)
চরম; দুটিই কোন কিছুর খারাপ অবস্থা

০ পয়েন্ট :

পানির সাথে সম্পর্কিত
ট্রাজেডি; সমস্যা; খারাপ অবস্থা
ক্ষতিকর: বিপদজনক, ঝুকিপূর্ন
ঋতুকালীন; ঋতুতে আসে; ঋতু
(মানুষ, মাটি, প্রকৃতি, পৃথিবী) এর ওপর প্রভাব ফেলে

১৬. রাবার এবং কাগজ কেমন করে একই রকম?

২ পয়েন্ট :

গাছ থেকে তৈরী হয়; গাছ থেকে উৎপন্ন দ্রব্য; গাছ থেকে এসেছে
প্রাকৃতিক সম্পদ থেকে উৎপন্ন দ্রব্য; পৃকৃতি থেকে তৈরী; পরিবেশ থেকে নেয়া হয়েছে
গাছপালা থেকে তৈরী হয়

১ পয়েন্ট :

উপাদান; জৈবিক উপাদান; উপাদান যা তুমি ব্যবহার কর
কাঠ থেকে এসেছে, পড়াশুনায় ব্যবহার্য জিনিস
মানুষের তৈরী; উৎপাদন করা হয়
(বস্তু, দ্রব্য) তৈরী করার জন্য ব্যবহৃত হয়

০ পয়েন্ট :

অনেক কাজে ব্যবহৃত হয়; (স্কুল, অফিস) এ ব্যবহার করা হয়

(পূনর্ব্যবহারের জন্য প্রকিয়াজাত করা, পোড়ানো) যায়

(স্কুল, অফিসে) সরবরাহ করা হয়; বস্তু; লেখার সরঞ্জাম

রুক্ষ, মসৃন; নমনীয়; পাতলা

উপাদান; কেমিকেল

১৭. লবন এবং পানি কেমন করে একই রকম হবে?

২. পয়েন্ট :

জীবন ধারনের জন্য এগুলো প্রয়োজনীয়

রাসায়নিক উপাদান

শরীরে এগুলো চাহিদা আছে; শরীরের জন্য প্রয়োজন

১. পয়েন্ট :

মিশ্রিত; উপাদান, বিজ্ঞানসম্মত মিশ্রণ

(উপাদান,অনু) আছে

মানুষ আহার বা পান করে; ভোজ্য

আমাদের শরীরের জন্য ভাল

(মিনারেল, পুষ্টিকর উপাদান)আছে

প্রাকৃতিক উপাদান; প্রকৃতি দ্বারা তৈরী

সমুদ্রে পাওয়া যায়; সমুদ্রের অংশ

রান্নার উপাদান; উপকরন হিসাবে ব্যবহৃত হয়

শরীর ঘর্মাক্ত হয়

০ পয়েন্ট :

উপাদান: রাসায়নিক; খনিজ

সম্পদ; উপাদান

অঙ্গগত (মিশ্রন, উপাদান)

দ্রবীভূত; বস্তু দ্রবীভূত করতে পারে

খাবারের টেবিলের উপর থাকে

১৮. ভ্রকুটি এবং হাসি কেমন করে একই রকম?

২ পয়েন্ট :

মৌখিক অভিব্যাক্তির; তোমার (চেহারা, মুখ, ঠোঁট) দিয়ে তুমি যে অভিব্যাক্তি প্রকাশ কর

তোমার (চেহারা, মুখ, ঠোঁট) দিয়ে অনুভতি যেমন করে প্রকাশ কর

(আবেগ, ভাব, অনুভূতি) দেখানো; (আবেগ, ভাব, অনুভূতির) লক্ষণ

(অনূভূতি, আবেগ, ভাব)এর বনর্না দেয়ার জন্য অঙ্গাভঙ্গি করা

শারীরিকভাবে আবেগের প্রকাশ দেখানো

১ পয়েন্ট :

চেহারা; তোমার (মুখমন্ডল, মুখ) যেমন দেখতে

অভিব্যাক্তি; প্রতিক্রিয়া, আবেগ; অনুভূতি; মনের ভাব

শরীরের অভিব্যাক্তি/ভাষা; অঙ্গাভঙ্গি; মৌখিক অঙ্গাভঙ্গি

যখন তুমি (দু:খিত এবং সুখী, বিষন্ন বা খুশী) হও তখন তুমি এগুলো কর

যদি কেউ (দু:খিত বা সুখী, বিষন্ন বা খুশী) হয় তা তুমি কেমন করে চলবে

চেহারার আকৃতি করার পন্থা; চেহারার (নাড়াচাড়া, প্রতিক্রিয়া, ক্রিয়া)

০ পয়েন্ট :

নাড়াচাড়া: ক্রিয়া কার্যাবলী

কিন্তু তুমি কর; তুমি এগুলো কর
[ভ্রূকুটি এবং হাসির বর্ননা দেয়া]

১৯. প্রথম এবং শেষ কেমন করে একই রকম?

২ পয়েন্ট :

চরম; চরম অবস্থান
শেষ পয়েন্ট; সংখ্যার ধারাবাহিকতার শেষ পয়েন্ট; (একটি ক্রম, একটি সিরিজ, একটি লাইন, একটি সারি) এর শেষ একটি (সিরিজ, ধারাবাহিকতার) অবস্থান
সম্পূর্ন বিপরীত অবস্থান; বিপরীত স্থান
কালানুক্রমিক ধারাবাহিকতার অংশ

১ পয়েন্ট :

শেষ; উভয়েই শেষ
পদমর্যাদা; অবস্থান; শ্রেণীকরণ
ক্রম; বস্তু ক্রমানুসারে রাখে; ক্রমের প্রতিনিধিত্ব করে
ধারাবাহিকতায়; ধারাবাহিকভাবে করা হয়
অবস্থান; কোন (প্রতিযোগীতা, খেলা, প্রতিদ্বন্দিতা) তে অবস্থান
কোন (প্রতিযোগীতা, খেলা, ম্যারাথন, সারি) তে স্থান
(সময়, সারি, প্রতিযোগীতা) তে পয়েন্ট পাওয়া; পয়েন্ট নির্দেশ করে
একটি স্কেলে থাকে; একটি সংখ্যা স্কেলের অংশ

০ পয়েন্ট :

স্থান; পয়েন্ট
একটি সারির মধ্যে
সংখ্যার ক্রম
একটি (নাম, সময়ের) মধ্যে করা উচিত
সংখ্যা
প্রতিযোগীতা; প্রতিদ্বন্দিতা
(তুমি, কোনকিছুতে অবস্থান) কোথায় আছ/আছে তা দেখা
তোমার পালা

২০. প্রতিশোধ গ্রহণ এবং ক্ষমা পরায়ণতা কেমন করে একই রকম?

২ পয়েন্ট :

যদি কেউ তোমার সাথে খারাপ কিছু করে তাহলে (তুমি কি করবে তা পছন্দ করতে পার, তুমি যা করতে পার)
সমস্যার সাথে (মোকাবেলা অভিযোজন) করার পথ; সমস্যার সমাধান
(রোগের, মারামারির, ব্যাথার, খারাপ কিছুর) প্রতি প্রতিক্রিয়া

১ পয়েন্ট :

কষ্ট পাবার (ফলাফল, পরিনতি)
সিদ্ধান্ত; পছন্দ্; ইচ্ছা
প্রতিক্রিয়া করার উপায়, প্রতিক্রিয়া
কাজ; ক্রিয়া
তুমি কাউকে (দিতে, করতে) পারবে

০ পয়েন্ট :

এক ধরনের সঙ্কল্প
অনূভূতি; আবেগ
চিন্তা; দৃষ্টিভঙ্গি; অভিব্যক্তি
তোমার এবং অন্যের সাথে করা হয়
মানবীয় বৈশিষ্ট্য

২১. সম্মতি এবং সীমাবদ্ধতা কেমন করে একই রকম?

২ পয়েন্ট :

নিয়ন্ত্রণের পদ্ধতি: আচরণ নিয়ন্ত্রণের পন্থা

(তুমি কী করতে পার, আমরা কেমন আচরন করবো)তার সীমা নির্ধারণ করা

সীমানা; গাইডলাইন; পরিমাপক

নিয়ম; আইন; নিয়ন্ত্রণ; স্বাধীনতার মাত্রা

(অনুমোদন,ক্ষমতা প্রদান করা, স্বীকৃতি) এর অবস্থা

১ পয়েন্ট :

শৃঙ্খলা পরিমাপ করা

(কৃতৃপক্ষ,নিয়ন্ত্রণ)এর সাথে সম্পর্কিত

আদেশ দেয়া; নির্দেশনা দেয়া

তুমি যা করতে চাও তা প্রত্যাশা করা; প্রত্যাশা নির্ধারণ করা

আদর্শ (আচরন, কাজ) এর সাথে সম্পর্কিত; আচরণের ফলাফল

কোন কিছু করতে অনুমোদন করা; তোমাকে কোন কিছু করতে দেয়া (অনুমতির ওপর গুরুত্ব দেয়া)

প্রতিবন্ধকতা; তোমার কাজ নিয়ন্ত্রণ করে; সীমানা (নির্ধারণ করা) সীমাবদ্ধতার উপর গুরুত্ব দেয়া)

০ পয়েন্ট :

(বাবা-মা, শিক্ষক, বড়রা) তারা তোমাকে এগুলো দেয়

তোমাকে দেয়া হয় এমন; বস্তু যা তোমাকে দেয়া হয়

সমাজের জন্য প্রয়োজন

একটি ছাড়া আরেকটি হয় না

তুমি যে জিনিস (অর্জন কর, **)

তুমি যে কাজ (করতে, না করতে) পার

২২. বাস্তবতা এবং স্বপ্ন কেমন করে একই রকম?

২ পয়েন্ট :

চেতনার (অবস্থা, ফ্রেম); (মানসিক, মনোগত)অবস্থা

পৃথিবীকে (প্রত্যক্ষ করার, দেখার) উপায়; আমাদের কোন কিছু দেখার পন্থা

মনের অবস্থা

১ পয়েন্ট :

তোমার (মস্তিস্ক, মাথা, মনের) মধ্যে; তোমার (মস্তিস্ক, মাথা, মন) নিয়ে কাজ করা

চিন্তার রূপ

চিন্তা; ধারণা, অনুভূতি; দৃষ্টি

মানুষের দ্বারা (অভিজ্ঞতালব্ধ, দুষ্টিগোচর) হওয়া

তোমার দ্বারা দুইটিই (ছবি দেখা, দেখা, অভিজ্ঞতা হওয়া) হয়

দুইটির মধ্যে তুমি বাস কর; তোমার জীবন যাপন করার পন্হা

আমরা যে স্থানে থাকতে পারি; তুমি কোথায় আছ সে অবস্থা

০ পয়েন্ট :

(বাস্তব, সত্য বাস্তবিক, মিথ্যা, অলীক) মনে হয়

তোমার জীবনকে প্রভাবিত করে; তোমার ভবিষ্যতের সাথে সম্পর্কিত

একঘেয়ে; রোমাণ্চকর; ভীতিকর

২৩. স্থান এবং সময় কেমন করে একই রকম?

২ পয়েন্ট :

মাত্রা; ধারাবাহিকতার অংশ

এমন জিনিস যায় দ্বারা আমরা সীমাবদ্ধ

আমাদের অস্তিত্ব পরিপূর্ন করে

১ পয়েন্ট :

পরিমাপ করা হয়েছে; পরিমাপ

(অভিকর্ষ, অপেক্ষবাদ, ভর) দ্বারা প্রভাবিত হয়
অসীম; কোনটাই চরম না
সীমাবদ্ধ; এমন জিনিস যা শেষ হয়ে যায়
বিমূর্ত; বাস্তবে উপস্থিত না; দেখা বা স্পর্শ করা যায় না
দুইটির মধ্য দিয়ে (চলা, ভ্রমন করা) যায়
০ পয়েন্ট :
অপরিহার্য; স্থির
নিয়ন্ত্রণ করা যায় না; এমন কিছু যা আমরা পরিবর্তন করতে পারি না
চলমান; নাড়াচাড়া করে
দুইটিই (ব্যবহার, গ্রহণ, পূরণ) করা হয়
শক্তি; পদার্থ
(বিজ্ঞান, পদার্থ বিজ্ঞান)এর অংশ
জগতের মধ্যে; প্রাকৃতিক আশ্চর্য
অপরিচিত; অনাবিস্কৃত
দুটোর দ্বারা ওড়া যায়
বড়; ছোট; দ্রুত লম্বা

আইটেম পরিচালনা

৬-১৬ বলুন, আমি কিছু সংখ্যা বলবো। সতর্কভাবে শোন এবং যখন আমি বলবো, আমি বলার ঠিক পরপরই তুমি তা বলবে। আমি যা বলেছি তুমি তা বলবে। আইটেম ১ এর প্রচেষ্টা ১ প্রয়োগ করুন।
প্রতিটি আইটেমের প্রচেষ্টা ১ এবং প্রয়োগ করুন । যদি আইটেম পরিচালনা বন্ধ করার মানদণ্ড সৃষ্টি না হয় তবে
পরবর্তী প্রযোজ্য আইটেম যেতে হবে। মনে রাখতে হবে Digit Span Forward এ শিশুর কার্যসম্পাদনের পরস্পর নির্ভর করবে Digit Span Backward প্রয়োগ করা হবে কি না।

আইটেম	প্রচেষ্টা
১. প্রচেষ্টা ১ প্রচেষ্টা ২	2-9 4-6
২. প্রচেষ্টা ১ প্রচেষ্টা ২	3-8-6 6-1-2
৩. প্রচেষ্টা ১ প্রচেষ্টা ২	3-4-1-7 6-1-5-8
৪. প্রচেষ্টা ১ প্রচেষ্টা ২	8-4-2-3-9 5-2-1-8-6
৫. প্রচেষ্টা ১ প্রচেষ্টা ২	3-8-9-1-7-4 7-9-6-4-8-3
৬. প্রচেষ্টা ১ প্রচেষ্টা ২	5-1-7-4-2-3-8 9-8-5-2-1-6-3
৭. প্রচেষ্টা ১ প্রচেষ্টা ২	1-8-4-5-9-7-6-3 2-9-7-6-3-1-5-4
৮. প্রচেষ্টা ১ প্রচেষ্টা ২	5-3-8-7-1-2-4-6-9 4-2-6-9-1-7-8-3-5

Digit Span Backward
6-16
৬-১৬ নমুনা

প্রচেষ্টা ১

বলুন, এখন আমি আরো কিছু সংখ্যা বলবো। কিন্তু এইবার যখন আমার বলা শেষ হবে, তুমি সংখ্যাগুলো উল্টেভাবে বলবে। যদি আমি বলি 8-2 তুমি কী বলবে?

সঠিক প্রতিক্রিয়া [8-2]: বলুন, ঠিক বলেছ। প্রচেষ্টা ১ প্রয়োগ করুন।

ভুল প্রতিক্রিয়া : বলুন, এটা ঠিক হয়নি। আমি বলেছি 8-2, তাহলে তুমি উল্টোভাবে, বলবে, তোমার বলা উচিত 8-2। চলো আবার চেষ্টা করি:8-2

সঠিক প্রতিক্রিয়া [8-2] : বলুন, ঠিক বলেছ। প্রচেষ্টা ২ প্রয়োগ করুন।

ভুল প্রতিক্রিয়া : বলুন এটা ঠিক হয়নি। আমি বলেছি 8-2, তাহলে তুমি উল্টোভাবে বলবে, তোমার বলা উচিত 8-2। প্রচেষ্টা ২ প্রয়োগ করুন।

প্রচেষ্টা ২

বলুন, চলো এই সংখ্যাগুলো চেষ্টা করি। মনে রেখো, তোমাকে সেগুলো উল্টোভাবে বলতে হবে : 5-6

সঠিক প্রতিক্রিয়া [5-6] : বলুন, ঠিক বলেছ। আইটেম ১ এর প্রচেষ্টা ১ প্রয়োগ করুন।

ভূল প্রতিক্রিয়া : বলুন, এটা ঠিক হয়নি। আমি বলেছি 5-6, তাহলে তুমি উল্টোভাবে বলবে, তোমার বলা উচিত 5-6।

চলো আবার চেষ্টা করি: 5-6

সঠিক প্রতিক্রিয়া [5-6] : বলুন, ঠিক বলেছ। আইটেম ১ এর প্রচেষ্টা ১ প্রয়োগ করুন।

ভুল প্রতিক্রিয়া : বলুন, এটা ঠিক হয়নি। আমি বলেছি 5-6, তাহলে তুমি উল্টোভাবে বলবে, তোমার বরা উচিত 5-6।

আইটেম ১ এর প্রচেষ্টা ১ প্রয়োগ করুন।

আইটেম	প্রচেষ্টা
১. প্রচেষ্টা ১	2-1
প্রচেষ্টা ২	1-3
২. প্রচেষ্টা ১	3-5
প্রচেষ্টা ২	6-4
৩. প্রচেষ্টা ১	5-7-4
প্রচেষ্টা ২	2-5-9
৪. প্রচেষ্টা ১	7-2-9-6
প্রচেষ্টা ২	8-4-9-3
৫. প্রচেষ্টা ১	4-1-3-5-7
প্রচেষ্টা ২	9-7-8-5-2
৬. প্রচেষ্টা ১	1-6-5-2-9-8
প্রচেষ্টা ২	3-6-7-1-9-4
৭. প্রচেষ্টা ১	8-5-9-2-3-4-7
প্রচেষ্টা ২	4-5-7-9-2-8-1
৮. প্রচেষ্টা ১	6-9-1-7-3-2-5-8
প্রচেষ্টা ২	3-1-7-9-5-4-8-2

সাধারণ নির্দেশনা :

একটি আইটেম শুধু একবারই পুনরাবৃত্তি করা যেতে পারে। এই পুনরাবৃত্তি তখনই করা যাবে যদি শিশু অনুরোধ করে বা যদি শিশু আইটেমটি স্পষ্টতই বুঝতে না পারে। যাই হোক, আইটেমটি পুনরাবৃত্তি করার সময় সময় গণনা করা অব্যাহত রাখবেন। প্রথমবার আইটেম পড়ার শেষে সব ক্ষেত্রে সময় গণনা করা শুরু করুন এবং শিশুর প্রতিক্রিয়া শেষ না হওয়া পর্যন্ত বা ৩০ সে: পর্যন্ত সময় অব্যাহত রাখুন।

আইটেম ১-৫ পর্যন্ত উদ্দীপক বইয়ের ছবি উপস্থাপন করুন। আইটেম ৬-৩৪ পর্যন্ত কোন ছবি নেই, এগুলো বাচনিকভাবে উপস্থাপন করুন। কোন আইটেমের জন্য শিশুকে পেন্সিল বা কাগজ ব্যবহার করতে দেয়া যাবে না, কিন্তু শিশুকে টেবিলে আঙুল দিয়ে লিখতে নিরুতসাহিত করবেন না।

যদি শিশু সময় সীমার মধ্যে তার প্রতিক্রিয়া স্বত:স্ফুর্তভাবে পরিবর্তন করে, দ্বিতীয় প্রতিক্রিয়ার জন্য নম্বর প্রদান করুন। যদি শিশু দুটি উত্তরের মধ্যে কোনটি মূল প্রতিক্রিয়া তা নির্দেশ না করে, বলুন, তুমি বলেছো [শিশুর প্রতিক্রিয়া উল্লেখ করুন] এবং তুমি আবার বলেছো [শিশুর প্রতিক্রিয়া উল্লেখ করুন]। তুমি কোনটি বলতে চাইছো?

শিশুর সর্বশেষ প্রতিক্রিয়াতে স্কোর প্রদান করুন।

আইটেম ১-৩ পর্যন্ত হলো শেখানোর আইটেম। যদি শিশু ৩০ সেকেন্ডের মধ্যে প্রতিক্রিয়া না করে বা ভুল প্রতিক্রিয়া করে তাকে সঠিক ফলাফলজ্ঞান প্রদান করুন। এছাড়া এই উপ-অভীক্ষাতে আর কোন সহযোগীতা করবেন না।

স্কোরিং

শিশু য একক উল্লেখ না করে বা ভুল একক বলে, তবুো যদি তার প্রতিক্রিয়া সংখ্যাগতভাবে শুদ্ধ হয় তা সঠিক প্রতিক্রিয়া হিসেবে গণনা করুন। যে আইটেমগুলোতে টাকা বা সময়ের একক উল্লেখ আছে সেখানে বিকল্প সংখ্যাগত প্রতিক্রিয়া গ্রহনযোগ্য হবে যদি তা সঠিক একক হয় (১ টাকা=২টি ৫০ পয়সা=৪টি ২৫ পয়সা)।

যদি শিশু নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে স্বত:ফুর্তভাবে কোন ভুল উত্তরকে সঠিক করে বলে, সে ১ পয়েন্ট স্কোর পাবে।

সঠিক প্রতিক্রিয়ার জন্য ১ পয়েন্ট এবং ভুল প্রতিক্রিয়ার জন্য বা কোন প্রতিক্রিয়া না করলে ০ পয়েন্ট পাবে।

আইটেম		সঠিক প্রতিক্রিয়া
১.	মিনার ৫টি বই ছিল । সে একটি হারিয়ে ফেললো । তবে তার আর কয়টি বই অবশিষ্ট রইলো ?	৪
২	২টি রং পেন্সিল এবং ৩টি রং পেন্সিল মিলে কয়টি হবে ?	৫
৩.	যদি আমি একটি আপেলকে মাঝখানে কাটি, তাহলে কয় টুকরা হবে ?	২
৮-৯ ৪.	মানিকের কাছে ৫টি বিস্কিট আছে। ১টি রফিককে দিয়েছে এবং ১টি রনিকে দিয়েছে, তার কাছে আর কয়টি বিস্কিট অবশিষ্ট আছে ?	৩
৫.	রিফাতের ৪টি পয়সা ছিল এবং তার মা তাকে আরো ২টি পয়সা দিয়েছে, তার কাছে মোট কয়টি পয়সা আছে ?	৬
১০-১৬ ৬	যদি তোমার কাছে ১০টি চকলেট থাকে এবং তুমি ৩টি চকলেট খেয়ে ফেলো। তবে তোমার কাছে আর কয়টি চকলেট অবশিষ্ট থাকবে ?	৭
৭.	যদি তোমার প্রত্যেকটি হাতে ৩টি পেন্সিল থাকে তবে তোমার কাছে মোট কয়টি পেন্সিল থাকবে ?	৬
৮	সেলিমের কাছে ৮টি মার্কার ছিলো এবং সে আরো ৬টি কিনলো। তার মোট কতটি মার্কার আছে?	১৪
৯	একটি গাড়ি রাখার স্থানে ৩টি গাড়ি রাখা হলো, যেখানে আগে থেকেই ১২টি গাড়ি ছিলো। সেখানে মোট কতটি গাড়ি ছিল।	১৫
১০	জমিল সোমবার ১০ টি স্টিকার অজর্ন করে এবং মঙ্গলবার ১৫ টি স্টিকার অর্জন করে। সে মোট কয়টি স্টিকার অর্জন করল ।	২৫
১১	আনিকার ১২টি বেলুন আছে এবং সে ৫টি বেলুন বিক্রি করে দেয় । তার কতটি বেলুন বাকি থাকল ?	৭
১২	রহিমা কোন দোকান থেকে ৪টি আপেল কিনলো এবং অন্য আরেকটি দোকান থেকে ২টি আপেল কিনলো। তার মা তাকে আরো ৩টি আপেল দিলেন । তার মোট কতটি আপেল আছে ?	৯
১৩.	একটি মাঠে ৩টি গরু আছে । আরো ৪টি গরু মাঠে আসলো এবং তখন ২টি গরু চলে গেল । মাঠে কতটি গরু আছে ?	৫
১৪	৩০ জন ছাত্র/ ছাত্রী ক্যারাতে প্রশিক্ষণে তালিকাবৃক্ত হয় । এক সপ্তাহ পর, ১১ জন প্রশিক্ষন ত্যাগ করে । শ্রেনীতে কতজন ছাত্র/ ছাত্রী বাকী থাকে ?	১৯
১৫	তমাল একটি খেলায় ১৭ পয়েন্ট অর্জন করলো এবং আরএকটি খেলায় ১৫ পয়েন্ট অর্জন	৩২

	করলো। সে মোট কত পয়েন্ট অর্জন করলো ?	
১৬.	আয়েশা মাটিতে ৮টি পাখি দেখেছিল । ৪টি পাখি উরে গেল। আরো ২টি পাখি উরে এসে বসলো । সে এখন কয়টি পাখি দেখছে ।	৬
১৭.	একটি মেলায় ৮টি বিভিন্ন প্রতিযোগীতা আছে। যদি প্রতি প্রতিযোগীতায় ৩টি করে ফিতা পুরস্কার হিসাবে দেয়া হয়, তবে মেলায় মোট কতটি ফিতা পুরস্কার হিসাবে দোয়া হয় ?	২৪
১৮.	যদি তুমি ৪০ পয়সা দরে ২টি কলম ক্রয় কর, তবে ১টাকা থেকে কত পয়সা ফেরত পাবে?	২০ পয়সা
১৯.	রোজিনা ২টাকা দরে ৩টি কমিক বই ক্রয় করলো এবং ৭ টাকা দরে ১টি খেলনা ক্রয় করলো। সে ২০ টাকা থেকে কত টাকা ফেরত পাবে?	৭
২০.	সুমি ৩০ টাকা আয় করলো এবং অর্ধেক টাকা খরচ করে ফেলল। প্রতিটি ম্যাগাজিনের দাম ৫ টাকা। তার কাছে যে পরিমান টাকা বাকি আছে তা দিয়ে সে কয়টি ম্যাগাজিন ক্রয় করতে পারবে?	৩
২১.	কোন বিদ্যালয়ের প্রতি শ্রেণীকক্ষে ২৫ জন ছাত্র/ছাত্রী আছে। যদি পুরো বিদ্যালয়ে ৫০০ জন ছাত্র/ছাত্রী থাকে তবে বিদ্যালয়ে মোট কতটি শ্রেণীকক্ষ আছে?	২০
২২.	জাহিদের কাছে সেতুর চেয়ে দ্বিগুন পরিমান টাকা আছে। জাহিদের ১৭ টাকা আছে। সেতুর কত টাকা আছে?	৮.৫০
২৩.	একটি পরিবার গাড়ি চালিয়ে ৩ঘন্টা চলল এবং বিশ্রামের জন্য থামল। তারপর আরো ২ ঘন্টা চলল। তারা মোট ৩০০ মাইল চলল। তাদের গাড়ি চালানোর গড় গতি কত ছিল?	৬০
২৪.	নতুন হিসাবে ১টি সাইকেলের যে মূল্য ছিল তার ৩ ভাগের ১ ভাগ মূল্যে বশির ১টি পূর্ব ব্যবহৃত সাইকেল ক্রয় করলো। সে ২০ টাকা মূল্য দিল। সাইকেলটির নতুন অবস্থায় মূল্য কত ছিল?	৩০
২৫.	ভোর ৪টা থেকে সকাল ৮টার মধ্যে তাপমাত্রা ১২ ডিগ্রি বৃদ্ধি পায়। ৮ টা থেকে ১১টার মধ্যে তা ৯ ডিগ্রি বাড়ে। গড়ে প্রতি ঘন্টায় কত ডিগ্রি তাপমাত্রা বৃদ্ধি পায়?	৩
২৬.	একটি খেলনা যা সাধারনত ৪০ টাকায় বিক্রি হয় হ্রাসকৃত মূল্যে বিক্রয়ের সময় তা ১৫% কমে যায়। হ্রাসকৃত মুল্যে খেলনার মূল্য কত?	৩৪
২৭	ছয়জন লোক ৪০টি গাড়ি ৪দিনে পরিস্কার করে। ৪০ টি গাড়ি অর্ধেক দিনে পরিস্কার করতে/ধুতে কতজন লোক লাগবে?	৪৮
২৮	শানু একটি ২ ঘন্টার ফ্লাইট এ বাড়িতে আসছে। জসিম বিমান বন্দর থেকে ১৫০ মাইল দুরে থাকে। জসিম ৬০ মাইল বেগে গাড়ি চালায়। যদি শানু দুপুর ৩ টার ফ্লাইটে বিমানবন্দর ত্যাগ করে তবে বিমানবন্দরে ৩০ মিনিট আগে পৌছানোর জন্য জসিমের কখন বের হোয়া উচিত?	২.০০
২৯.	বশির কাজ থেকে বের হোয়ার এক ঘন্টা পূর্বে দাউদ বের হয়। দাউদ গাড়ি চালায় ঘন্টায় ৪০ মাইল বেগে এবং বশির চালায় ঘন্টায় ৬০ মাইল বেগে। তারা দুজনই যদি একই দিকে যায় তবে দাউদ যাবার ৫ ঘন্টা পর বশির কত সামনে থাকবে?	৪০

Scoring Sheet

2. Similarities

আরম্ভ বয়স ৬-৮। নমুনা, তারপর আইটেম ১ বয়স ৯-১১। নমুনা, তারপর আইটেম ৩ বয়স ১২-১৬। নমুনা তারপর আইটেম ৫	উল্টো দিকে ** বয়স ৯-১৬। যদি প্রথম দুটি আইটেম স্কোর ০ বা ১ পয়েন্ট পায়, উল্টো দিক থেকে অভীক্ষা পরিচালনা করলে যতক্ষন পর্যন্ত না পর পর দুটি আইটেমে সম্পূর্ন স্কোর পায় বয়স ১২-১৬। নমুনা তারপর আইটেম ৫	অভীক্ষা বন্ধ করে দেয়া পর পর ৫টি আইটেমে ০ স্কোর পেলে এই অভীক্ষা পরিচালনা বন্ধ করুন	স্কোর আইটেম ১-২২ স্কোর ০ বা ১পয়েন্ট আইটেম ৩-৩০ স্কোর ০,১ বা ২ পয়েন্ট

লাল-নীল		
১. কলা-আপেল		০ ১
২. কলম-পেন্সিল		০ ১
৩. জামা-জুতা		০ ১ ২
৪. দুধ-পানি		০ ১
৫. প্রজাপতি-মৌমাছি		০ ১ ২
৬. শীত-গ্রীষ্ম		০ ১ ২
৭. ইদুর-বিড়াল		০ ১ ২
৮. কনুই-হাটু		০ ১ ২
৯. কাঠের তক্তা-ইট		০ ১ ২
১০. কবি-চিত্রকর		০ ১ ২
১১. পাহাড়-নদী		০ ১ ২
১২. আকা ছবি-মূর্তি		০ ১ ২
১৩. বরফ-বাষ্প		০ ১ ২
১৪. রাগ-আনন্দ		০ ১ ২
১৫. বন্যা-অনাবৃষ্টি		০ ১ ২
১৬. রাবার –কাগজ		০ ১ ২
১৭. লক্ষন-পানি		০ ১ ২
১৮. ভ্রুকুটি-হাসি		০ ১ ২
১৯. প্রথম-শেষ		০ ১ ২
২০. প্রতিশোধ গ্রহন ক্ষমা পরায়নতা		০ ১ ২
২১. সম্মতি-সীমাবদ্ধতা		০ ১ ২
২২. বাস্তবতা-স্বপ্ন		০ ১ ২
২৩. স্থান-সময়		০ ১ ২

2. Digit Span

আরম্ভ বয়স ৬-১৬। Forward: আইটেম ১ Backword: নমুনা তারপর আইটেম ১	অভীক্ষা বড় করে দেয়া হবে Forward: একটি আইটেমের দুটি প্রচেষ্টাকে০ স্কোর পেলে Backword: একটি আইটেমের দুটি প্রচেষ্টাকে ০ স্কোর পেলে	স্কোর প্রতিটি আইটেমের স্কোর ০ বা ১ পয়েন্ট মোট স্কোর হবে DS Forward Backword: স্কোর মিলে

১.	2-9	০ ১			8-2		
	4-6	০ ১	০ ১ ২		5-6		
২.	3-8-6	০ ১		১.	2-1	০ ১	
	6-1-2	০ ১	০ ১ ২		1-3	০ ১	০ ১ ২
৩.	3-4-1-7	০ ১		২.	3-5	০ ১	
	6-1-5-6	০ ১	০ ১ ২		6-4	০ ১	০ ১ ২

৪.	8-4-2-3-9	০ ১		৩.	5-7-4	০ ১	
	5-2-1-8-6	০ ১	০ ১ ২		2-5-9	০ ১	০ ১ ২
৫.	3-8-9-1-7-4	০ ১		৪.	7-2-9-6	০ ১	
	7-9-6-4-8-3	০ ১	০ ১ ২		8-4-9-3	০ ১	০ ১ ২
৬.	5-1-7-4-2-3-8	০ ১		৫.	4-1-3-5-7	০ ১	
	9-8-5-2-1-6-3	০ ১	০ ১ ২		9-7-8-5-2	০ ১	০ ১ ২
৭.	1-8-4-5-9-7-8-3	০ ১		৬.	1-6-5-2-9-8	০ ১	
	2-9-7-6-3-1-5-4	০ ১	০ ১ ২		3-6-7-1-9-4	০ ১	০ ১ ২
৮.	5-3-8-7-1-2-4-6-9	০ ১		৭.	8-5-9-2-3-4-6	০ ১	
	4-2-6-9-1-7-8-3-5	০ ১	০ ১ ২		4-5-7-9-2-8-1	০ ১	০ ১ ২
				৮.	6-9-1-7-3-2-5-8	০ ১	
					3-1-7-9-5-4-8-2	০ ১	০ ১ ২
					মোট স্কোর		
					(সবোচ্চ=৩২		

৩. Arithmetic

আরম্ভ বয়স ৬-৭। আইটেম ৩ বয়স ৮-৯। আইটেম ৯ বয়স ১০-১৬। আইটেম ১২	উল্টো দিকে ** বয়স ৯-১৬। যদি প্রথম দুটি আইটেম স্কোর ০ বা ১ পয়েন্ট পায়, উল্টো দিক থেকে অভীক্ষা পরিচালনা করলে যতক্ষন পর্যন্ত না পর পর দুটি আইটেমে সম্পূর্ন স্কোর পায়	অভীক্ষা বন্ধ করে দেয়া হবে পর পর ৫টি আইটেমে ০ স্কোর পেলে	স্কোর আইটেম ১-৪ স্কোর ০ বা ১পয়েন্ট আইটেম ১-৪: স্কোর ০, ১ বা ২ পয়েন্ট

১	৪. বই	০ ১	১৬	দেখছে	০ ১
২	৭. রং পেন্সিল	০ ১	১৭	২২. ফিতা	০ ১
৩	৮. টুকরা	০ ১	১৮	২৩. কলম	০ ১
৪	৯. বিস্কুট	০ ১	১৯	২৪. পরিবর্তন	০ ১
৫	১০. পয়সা	০ ১	২০	২৫. ম্যাগাজিন	০ ১
৬	১১.চকলেট	০ ১	২১	২৬. শ্রেণীকক্ষ	০ ১
৭	১২. পেন্সিল	০ ১	২২	২৭. টাকা	০ ১
৮	১৩. মার্কার	০ ১	২৩	২৮. গাড়ি চালানো	০ ১
৯	১৪. গাড়ি	০ ১	২৪	২৯. বাইসাইকেল	০ ১
১০	১৫. স্টিকার	০ ১	২৫	৩০. তাপমাত্রা	০ ১
১১	১৬. বেলুন	০ ১	২৬	৩১. খেলা	০ ১
১২	১৭. আপেল	০ ১	২৭	৩২. গাড়ি পরিস্কার	০ ১
১৩	১৮. গরু	০ ১	২৮	৩৩. বিমান ভ্রমন	০ ১
১৪	১৯. ছাত্র	০ ১	২৯	৩৪. কাজ	০ ১
১৫	২০. পয়েন্ট	০ ১			০ ১
				মোট স্কোর=	
				(সর্ব্বোচ=২৯)	

পরিশিষ্ট নং-০২

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
মূল্যায়ন সেক্টর
"শিশুর বিকাশে প্রারম্ভিক শিক্ষা"- শীর্ষক প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষাপত্র

নির্বাচিত প্রাক-প্রাথমিক কেন্দ্র সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ
কেন্দ্র শিক্ষক/পরিচালক এর জন্য চেকলিস্ট এবং কেন্দ্রের রেকর্ড যাচাই-বাছাই করণ)

আপনাকে শুভেচ্ছা, আমাদের গবেষণায় অংশ সহযোগিতা করার জন্য। বর্তমানে আমরা শিশু বিকাশ প্রারম্ভিক শিক্ষা প্রকল্পটির প্রভাব মূল্যায়ন গবেষণা কাজ করছি। এই গবেষণায় আপনার মতামত অত্যন্ত মূল্যবান এবং ভবিষ্যৎ দিক নির্দেশনায় গুরুত্বপূর্ন অবদান রাখবে। আপনাকে এই মর্মে অঙ্গিকার ও নিশ্চয়তা প্রদান করছি যে , এই গবেষণায় আপনার মতামত শুধুমাত্র গবেষণাকার্যে ব্যবহৃত করা হবে এবং আপনার পরিচয় সর্বোচ্চ গোপনীয় রাখা হবে।

তারিখ:
তথ্যদাতার নাম:
পদবী ও প্রতিষ্ঠানের নাম:
মোবাইল নম্বর:

সেকশন (ক): কেন্দ্র চিহ্নিতকরণ

ক্রম	প্রশ্ন	ইউনিট	কোড
ক১	কেন্দ্রের নাম	নাম	
ক৩	কেন্দ্রের ধরণ	ব্র্যাক= ১, গ্রামীন শিক্ষা=২, ফুলকী=৩, শিশু-মাতৃ ইনস্টিটিউট=৪, অন্যান্য=৫	
ক৪	বিভাগ	রংপুর= ১, রাজশাহী= ২, খুলনা= ৩, বরিশাল= ৪, ঢাকা= ৫, ময়মনসিংহ= ৬, সিলেট= ৭, চট্টগ্রাম= ৮	
ক৫	জেলা	ঠাকুরগাঁও= ১, জয়পুরহাট= ২, গাইবান্ধা= ৩, চাঁপাই নবাবগঞ্জ= ৪, সিরাজগঞ্জ= ৫, নরসিংদী= ৬, মেহেরপুর= ৭, নড়াইল= ৮, ফরিদপুর= ৯, খুলনা= ১০, পিরোজপুর= ১১, ভোলা= ১২, কিশোরগঞ্জ= ১৩, নেত্রকোণা= ১৪, জামালপুর= ১৫, কুমিলস্না= ১৬, হবিগঞ্জ= ১৭, সুনামগঞ্জ= ১৮, রাঙামাটি= ১৯, কক্সবাজার= ২০	
ক৬	উপজেলা	পীরগঞ্জ= ১, পাঁচবিবি= ২, সাঘাটা= ৩, শিবগঞ্জ= ৪, রায়গঞ্জ= ৫, মনহরদি= ৬, মেহেরপুর সদর= ৭, লোহাগড়া= ৮, বোয়ালমারি= ৯, বটিয়াঘাটা= ১০, মঠবাড়িয়া= ১১, ভোলা সদর= ১২, ভৌরব= ১৩, দুর্গাপুর= ১৪, মাদারগঞ্জ= ১৫, হোমনা= ১৬, হবিগঞ্জ সদর= ১৭, ছাতক= ১৮, কাপ্তাই= ১৯, মহেশখালী= ২০	
ক৭	পৌরসভা/ইউনিয়ন	নাম	
ক৮	মহলস্না/পাড়া/গ্রাম	নাম	
ক৯	বিদ্যালয়ের অবস্থান	১= শহর, ২= গ্রাম	

সেকশন (খ): কেন্দ্রের ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা

(কেন্দ্রের নথি দেখে নিশ্চিত হতে হবে)

শিফট	মোট (ছাত্র- ছাত্রী)	ছাত্র	ছাত্রী	প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থী
১= একটি ২= দুইটি				১=হ্যাঁ ২= না হ্যাঁ হলে কত জন লিখুন

সেকশন (গ): শিক্ষক

ক্রম	প্রশ্ন	ইউনিট	কোড
গ১	এই কেন্দ্রে আনুষ্ঠানিকভাবে কতজন শিক্ষকের পদ বরাদ্দ ছিল?	মোট সংখ্যা: নারী শিক্ষক সংখ্যা:	
গ২	শিক্ষক সহকারী ছিল কিনা?	১=হ্যাঁ ২= না হ্যাঁ হলে কত জন লিখুন	
গ৩	ছাত্র শিক্ষক অনুপাত	লিখুন:	

গ৪) কেন্দ্রের সকল শিক্ষকের জন্য নিম্নের সারণিটি পূরণ করুন:

নং	গ৪ ক	গ৪ খ	গ৪ গ	গ৪ ঘ	গ৪ চ	গ৪ ছ	গ৪ জ
	নাম	প্রশিক্ষিত=১ প্রশিক্ষিত নয়=২	লিঙ্গ ১= পুরুষ ২= নারী	বয়স (বছর)	সর্বোচ্চ শিক্ষাগত যোগ্যতা	বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ	নেতৃত্ব গুণাবলীর ওপর প্রশিক্ষণ
১							
২							

সেকশন (ঘ): ফ্যাসিলিটিজ

ক্রম	প্রশ্ন	ইউনিট	কোড
ঘ১	কেন্দ্রের প্রাক-প্রাথমিক শ্রেনীর কক্ষটি কি ধরনের ছিল?	পাকা=১, আধা-পাকা=২, কাঁচা=৩	
ঘ২	কক্ষটির ছাদ কি ধরনের ছিল?	পাকা=১, টিনশেড =২, অন্যান্য=... ... (লিখুন)	
ঘ৩	শ্রেনী কক্ষটির দেয়াল কি ধরনের ছিল?	পাকা=১, টিনশেড =২, অন্যান্য=... ... (লিখুন)	
ঘ৪	শ্রেণীকক্ষ শিক্ষা উপকরণ ছিল কিনা?	১=হ্যাঁ , ২= না, হ্যাঁ হলে *কি ছিল* লিখুন ০= একটিও না	
ঘ৫	ছাত্র-ছাত্রীদের ব্যবহারের জন্য টয়লেট ছিল কিনা?	১= হ্যাঁ, ২= না	
ঘ৬	টয়লেটগুলো ব্যবহারযোগ্য ছিল কিনা?	১= হ্যাঁ, ২= না	
ঘ৭	কেন্দ্রে কতটি শ্রেণী কক্ষ ছিল?	সংখ্যা:	
ঘ৮	কেন্দ্রে নিরাপদ পানির সরবরাহ ছিল কিনা?	১= হ্যাঁ, ২= না	
ঘ৯	শিশুদের জন্য বিশ্রামের কোন ব্যবস্থা ছিল কিনা?	১=হ্যাঁ ২= না হ্যাঁ হলে *কি ছিল লিখুন*	
ঘ১০	শিশুদেরকে কোন খাবার দেয়া হত কিনা?	১=হ্যাঁ ২= না হ্যাঁ হলে *কি দেয়া হত লিখুন*	
ঘ১১	এই কেন্দ্রে খেলার মাঠ বা খেলাধূলা করার নির্দিষ্ট কোনো স্থান আছে কিনা?	১= হ্যাঁ, ২= না	
ঘ১২	কী কী ধরনের খেলার উপকরণ রয়েছে? (উত্তর একাধিক হতে পারে)	লিখুন:	
ঘ১৩	শিশুদের লেখা বা অঙ্কনের জন্য কাগজ, পেন্সিল, রং পেন্সিল ইত্যাদি কেন্দ্র সরবরাহ হতো কিনা?	১= হ্যাঁ, ২= না	
ঘ১৪	কেন্দ্রটি কি ভাড়া বাড়িতে অবস্থিত ছিল?	১= হ্যাঁ, ২= না	

সেকশন (ঙ): প্রতিষ্ঠান পরিচালনার খরচ

ক্রম	প্রশ্ন	টাকা	পরিমান টাকা
ঙ১	কেন্দ্রটি যদি ভাড়া বাড়ি হয়ে থাকে তাহলে এর মাসিক ভাড়া কত টাকা ছিল?	সংখ্যা:.....X ১২	
ঙ২	কেন্দ্রটির মাসিক ইউটিলিটি বিল (বিদ্যুত, পানি, গ্যাস, ইন্টারনেট ইত্যাদি) কত টাকা ছিল?	সংখ্যা:.....X ১২	
ঙ৩	শিক্ষকের মাসিক বেতন কত টাকা ছিল?	সংখ্যা:.....X ১২	
ঙ৪	সকল কর্মচারিদের মাসিক বেতন কত টাকা ছিল?	সংখ্যা:.....X ১২	
ঙ৫	শিক্ষা উপকরণ ক্রয় ও মেরামত বাবদ বাৎসরিক খরচ কত টাকা হতো?	সংখ্যা:	
ঙ৬	খেলনা সামগ্রী ক্রয় ও মেরামত বাবদ বাৎসরিক খরচ কত টাকা হতো?	সংখ্যা:	
ঙ৭	স্টেশনারী সামগ্রী (কাগজ, কলম, চক, পেন্সিল, রং পেন্সিল ইত্যাদি) ক্রয় বাবদ বাৎসরিক খরচ কত টাকা ছিল?	সংখ্যা:	
ঙ৮	**প্রতিষ্ঠান পরিচালনার বাৎসরিক মোট খরচ:**		

সেকশন (চ): প্রতিষ্ঠান ও ব্যবস্থাপনা

ক্রম	প্রশ্ন	ইউনিট	কোড
চ১	কেন্দ্র ম্যানেজমেন্ট কমিটি আছে কি?	১= হ্যাঁ, ২= না	
চ২	যদি থাকে সদস্য সংখ্যা কত?	সংখ্যা:	
চ৩	নারী সদস্যের সংখ্যা?	সংখ্যা:	
চ৪	২০১৩ সালে কেন্দ্র ম্যানেজমেন্ট কমিটি কতবার সভা করেছেন?	সংখ্যা:	
চ৫	সর্বশেষ সভায় কতজন সদস্য অংশ নেন?	সংখ্যা:	
চ৬	কতজন সদস্য মাসে অমত্মত একবার কেন্দ্রের কাজ পরিদর্শন করেন?	সংখ্যা:	
চ৭	অধিকাংশ সভায় আলোচিত দুটি প্রধান বিষয় কি ছিলো?	লিখুন:	
চ৮	কেন্দ্রে প্যারেন্টিং সেশন অনুষ্ঠিত হয় কিনা ?	১= হ্যাঁ,	
চ৯	২০১৩ সালে কতটি প্যারেনিটং সেশন অনুষ্ঠিত হয়েছে?	সংখ্যা:	
চ১০	সর্বশেষ প্যারেন্টিং সেশনে কত জন অংশগ্রহণ করেন?	০= খুব সামান্য কয়েকজন,	

সেকশন (ছ): তত্ত্বাবধান ও জবাবদিহিতা

ক্রম	প্রশ্ন	ইউনিট	মান
ছ১	২০১৩ সালে কর্মকর্তাগণ কতবার এই কেন্দ্র পরিদর্শন করেছেন?	সংখ্যা:	
ছ২	পরিদর্শনকারীর সর্বশেষ পরিদর্শনের উদ্দেশ্য কি ছিলো?	১=রুটিন পরিদর্শন; ২= উপদেশমূলক পরিদর্শন; ৩=আকস্মিক পরিদর্শন, ৪= অন্যান্য	
ছ৩	পরিদর্শন শেষে কী ধরনের মতামত/ফিডব্যাক দিয়েছেন?	লিখুন:	
ছ৪	আপনি হোম ভিজিট করেন কি না?	১= হ্যাঁ, ২= না	
ছ৫	গত মাসে কতবার হোম ভিজিট করেছেন?	সংখ্যা:	

সেকশন (জ): প্রকল্পের সবল, দূর্বল, সুযোগ ও ঝুকিঁ বিশ্লেষণ

জ১. প্রকল্পের সবল (strenght) দিকগুলো কিকি?	
জ২. প্রকল্পের দূর্বল (weakness) দিকগুলো কিকি?	
জ৩. প্রকল্পের কারনে কিকি সুযোগ (oppourtunity) সৃষ্টি হয়েছে?	
জ৪. প্রকল্পের ঝুকিঁপূর্ন (threat) দিকগুলো কিকি?	

সহযোগিতার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ

তারিখ:
তথ্য সংগ্রহকারীর নাম:
মোবাইল নম্বর:

পরিশিষ্ট নং-০৩

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়

বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ

মূল্যায়ন সেক্টর

"শিশুর বিকাশে প্রারম্ভিক শিক্ষা"- শীর্ষক প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষাপত্র

ফোকাস গ্রুপ আলোচনা (FGD)

সমীক্ষাপত্র: অভিভাবক ও কমিউনিটি লিডার

আপনাকে শুভেচ্ছা, আমাদের গবেষণায় অংশ সহযোগিতা করার জন্য। বর্তমানে আমরা শিশু বিকাশ প্রারম্ভিক শিক্ষা প্রকল্পটির প্রভাব মূল্যায়ন গবেষণা কাজ করছি। এই গবেষণায় আপনার মতামত অত্যন্ত মূল্যবান এবং ভবিষ্যৎ দিক নির্দেশনায় গুরুত্বপূর্ন অবদান রাখবে। আপনাকে এই মর্মে অঙ্গিকার ও নিশ্চয়তা প্রদান করছি যে , এই গবেষণায় আপনার মতামত শুধুমাত্র গবেষণাকার্যে ব্যবহৃত করা হবে এবং আপনার পরিচয় সর্বোচ্চ গোপনীয় রাখা হবে।

তথ্য প্রদানকারীর নাম:
শিশু কেন্দ্রের নাম:
জেলা:
উপজেলা:
লিঙ্গ: পুরুষ/মহিলা
বয়স:
মোবাইল নম্বর:

প্রশ্ন বিবরণ	মন্তব্য
১. ELCD প্রজেক্টের মাধ্যমে যে শিশুকেন্দ্রটি পরিচালিত হচ্ছে এ সম্পর্কে আপনি কি কি জানেন?	
২. ELCD প্রজেক্টের মাধ্যমে যে শিশুকেন্দ্রটি পরিচালিত হচ্ছে এ সম্পর্কে আপনি কি কি জানেন?	
৩.ELCD সেন্টারে যাওয়ার কারনে আপনার শিশুর মধ্যে কি কি ধরনের পরির্তন দেখছেন? prob করুন: -জ্ঞানীয় দিক থেকে কি ধরনের পরিবর্তন লক্ষ্য করেছেন - ভাষার দক্ষতার ক্ষেত্রে পূর্বের তুলনায় কতটুকু উন্নতি সাধন হয়েছে - সামাজিক যোগাযোগ, আচার-ব্যবহারে নতুন কি পরির্তন লক্ষ্য করেছেন - মানসিক দিক থেকে আপনার শিশু কতটুকু যোগ্য হয়ে উঠছে	
৪. এই কার্যক্রম আপনার শিশুকে লেখাপড়ার ক্ষেত্রে কতটুকু সহায়তা করছে? (prob করুন: প্রাইমারী স্কুলে ভর্তির জন্য কতটুকু সহায়তা করবে বলে মনে করেন?)	
৫. এই শিক্ষা কার্যক্রমের মাধ্যমে আপনারা কোন প্রশিক্ষন পেয়েছেন কিনা? এই প্রশিক্ষনগুলো কতটুকু কার্যকরী বলে আপনারা মনে করেন?	
৬.	
৭. অভিভাবক সেশনে কি কি বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়? এই সেশনগুলো কতটুকু কার্যকরী বলে আপনারা মনে করেন?	

৮. শিক্ষকরা কি নিয়মিত হোম ভিজিট করেন? এই হোম ভিজিট কতটুকু কার্যকরী? এই ধরনের আর কি কি কাজ করা যেতে পারে?	
৯. এই প্রজেক্টের কারনে এলাকার শিশুদের মাঝে পূর্বের তুলনায় কি কি ধরনের সার্বিক পরিবর্তন এসেছে?	
১০. বর্তমান সেন্টারের কার্যক্রমগুলোর উন্নতির জন্য আর কি কি পদক্ষেপ নেয়া উচিত বলে আপনি মনে করেন?	

১০. এই প্রকল্পের সবল, দূর্বল, সুযোগ ও ঝুকিঁ বিষয়ে আপনার মতামত কি?

১. প্রকল্পের সবল (strenght) দিকগুলো কিকি?	
২. প্রকল্পের দূর্বল (weakness) দিকগুলো কিকি?	
৩. প্রকল্পের কারনে কিকি সুযোগ (oppourtunity) সৃষ্টি হয়েছে?	
৪. প্রকল্পের ঝুকিঁপূর্ন (threat) দিকগুলো কিকি?	

সহযোগিতার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ

তারিখ:
তথ্য সংগ্রহকারীর নাম:
মোবাইল নম্বর:

পরিশিষ্ট নং-৪

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
"শিশুর বিকাশে প্রারম্ভিক শিক্ষা"- শীর্ষক প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষাপত্র

প্রকল্পের বাস্তবায়ন, বরাদ্দ এবং ব্যয় সংক্রান্ত: প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের জন্য KII চেকলিস্ট

তথ্যদাতার নাম: জেলার নাম:

তথ্যদাতার পদবী: উপজেলার নাম:

অফিস ঠিকানা: প্রতিষ্ঠানের নাম

তথ্যদাতার মোবাইল নম্বর:

বিবরণ:	১=হ্যাঁ, ২=না, (মন্তব্য যদি থাকে)
১. প্রকল্পের ধারনা, পরিকল্পনা ও উদ্দেশ্য:	
১.১ কম্পোনেন্ট অনুসারে প্রকল্পের সকল কাজ পূর্ণভাবে বাস্তবায়ন সম্ভব হয়েছে কিনা; না হয়ে থাকলে কারন কি?	
১.২ ডিপিপি অনুসারে প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জিত হয়েছে কিনা; না হয়ে থাকলে কারন কি?	
১.৩ এই প্রকল্পের মাধ্যমে আপনার জানা মতে কোন ধরনের পলিসি এডভোকেসি করা হয়েছে?	
১.৪ ELCD প্রজেক্টের মাধ্যমে কি ধরনের সামাজিক মোবিলাইজেশন কার্যক্রম রয়েছে? এ ধরনের প্রোগ্রাম প্রকল্পটি বাসত্মবায়নের জন্য যথেষ্ট কিনা? বর্তমান প্রকল্পের অধীনে একটি জাতীয় শিক্ষানীতি (২০১৩), প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা ফ্রেমওয়ার্ক (ELDS) এবং NCTB Pri-Primary Curriculum তৈরী করা হয়েছে।এই তিনটি জাতীয় প্রচেষ্টার কার্যকারিতা সম্পর্কে আপনার মতামত কি? prob করুন: - জাতীয় শিক্ষানীতি (২০১৩) -প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা ফ্রেমওয়ার্ক (ELDS) -NCTB Pri-Primary Curriculum	
২. প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ও বাস্তবায়ন:	
২.১ মাঠ পর্যায়ের প্রকল্পের সার্বিক ব্যবস্থাপনা ও বাস্তাবয়নের দায়িত্ব কোন অফিস/কর্মকর্তার উপর ন্যাস্ত ছিল?	
২.২ দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি কিকি বিষয়ে দায়িত্ব পালন করার কথা ছিল?	
২.৩ আপনি কি মনে করেন দায়িত্ব ঠিকভাবে পালন করা হয়েছে?	

২.৪ দায়িত্ব পালন এবং প্রকল্প বাস্তবায়নে প্রধান প্রধান সমস্যা/বাঁধাগুলো কি ছিল?	
২.৫ সসম্যা সমাধানে কোনো কার্যকর কিকি পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছিল?	
২.৬ সমাপ্ত কাজের রক্ষণাবেক্ষন/চলমান রাখার জন্য প্রকল্পের মাধ্যমে কোনো ব্যবস্থা করা হয়েছে কিনা?	
২.৭ সমাপ্ত প্রকল্পের কাজ/উদ্দেশ্য চলমান রাখার জন্য রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রম যথেষ্ট কিনা; না হলে কারণ ও করণীয় কি বলে মনে করেন?	
৩. প্রকল্পের কম্পোনেন্ট অনুসারে প্রকল্পের বাস্তবায়ন ও বর্তমান অবস্থা	
৩.১ প্রকল্প বাস্তবায়নে কম্পোনেন্ট অনুসারে প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছে কিনা?	
৩.২ না হলে, কিকি কম্পোনেন্ট বাস্তবায়ন করা যায়নি?	
৩.৩ প্রকল্পের কম্পোনেন্ট অনুযায়ী বাস্তবায়ন না করার জন্য মূলত দায় কার বলে মনে করেন?	
৪. প্রকল্প কর্মকর্তার প্রশিক্ষণ:	
৪.১ প্রকল্পের কাজে নিয়োজিত কর্মকর্তা প্রশিক্ষণ নিয়েছেন কিনা?	
৪.২ প্রকল্পের কাজে নিয়োজিত কতজন কর্মকর্তা প্রশিক্ষণ নিয়েছেন?	
৪.৩ প্রকল্পের কর্মকর্তারা কিকি বিষয়ে প্রশিক্ষণ পেয়েছেন?	
৪.৪ কতজন কর্মকর্তা দেশে এবং কতজন বিদেশ হতে প্রশিক্ষণ পেয়েছেন?	
৪.৫ প্রকল্পের জন্য দরকার ছিল কিন্তু প্রশিক্ষণ দেয়া হয়নি, এমন কোনো কিছু ছিল বলে কি মনে করেন?	
৪.৬ আরো কাউকে প্রশিক্ষণ দেয়া দরকার ছিল কিন্তু দেয়া হয়নি এমন বিষযে আপনার কোনো মন্তব্য আছে কি?	
৪.৭ থাকলে কিকি?	
৫. আর্থিক ব্যয় ও ক্রয় প্রক্রিয়া:	
৫.১ সমাপ্তকৃত প্রকল্প অর্থ ব্যয়ে প্রধান প্রধান সমস্যা ও সুপারিশগুলো কি কি?	
৫.২ পণ্য, সেবা ও কার্য ক্রয় প্রক্রিয়ায় সরকারী নীতিমালা (পিপিআর-২০০৮) যথাযথভাবে অনুসরণ করা হয়েছে কিনা?	
৫.৩ না হয়ে থাকলে কি কি ধরনের বা কোথায় ব্যত্যয় হয়েছিল?	
৫.৪ সময় এবং চুক্তিমূল্য ঠিক রেখে কাজ সমাপ্ত করা সম্ভব হযেছিল কিনা?	
৫.৫ না হযে থাকলে কিকি কারণে সম্ভব হয়নি বলে মনে করেন?	
৫.৬ চুক্তি অনুযায়ী পণ্যের গুনগত মান ও স্পেসিফিকেশন ঠিক রেখে কাজ সম্পাদন করা সম্ভব হযেছে কিনা?	
৫.৭ না হয়ে থাকলে নিয়ম মোতাবেক কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছিল কিনা?	
৫.৮ প্রকল্প বাস্তবায়নে আর্থিক বরাদ্ধ ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ে কোনো সমস্যা হয়েছে কিনা হলে কি ধরনের সমাধান গ্রহণ করা হযেছে?	

৬. প্রকল্পের সবল, দূর্বল, সুযোগ ও ঝুকিঁ বিশ্লেষণ:	
৬.১ প্রকল্পের সবল (strenght) দিকগুলো কিকি?	
৬.২ প্রকল্পের দূর্বল (weakness) দিকগুলো কিকি?	
৬.৩ প্রকল্পের কারনে কিকি সুযোগ (oppourtunity) সৃষ্টি হয়েছে?	
৬.৪ প্রকল্পের ঝুকিঁপূর্ন (threat) দিকগুলো কিকি?	
৭. প্রকল্প উন্নয়নে সুপারিশমালা:	
৭.১ ভবিষ্যতে একই ধরনের প্রকল্প গ্রহণের ক্ষেত্রে কার্যকর ও টেকশই করার বিষয়ে আপনি কিকি বিষয় সুপারিশ করবেন?	

সহযোগিতার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ

তথ্য সংগ্রহকারীর নাম:
মোবাইল নম্বর:
তারিখ:

পরিশিষ্ট নং-০৫

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
মূল্যায়ন সেক্টর
"শিশুর বিকাশে প্রারম্ভিক শিক্ষা"- শীর্ষক প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষাপত্র

পিপিআর ২০০৮ এবং উন্নয়ন সহযোগীর গাইড লাইন অনুযায়ী মালামাল ক্রয় সংক্রান্ত তথ্যাবলী চেকলিস্ট

তথ্যদাতার নাম:
তথ্যদাতার পদবী:
প্রতিষ্ঠানের নাম:
তথ্যদাতার মোবাইল নম্বর: তারিখ:

	বিষয়াদির বিবরণ:	মন্তব্য
ক	**প্রকল্পের দরপত্র আহ্বান সংক্রান্ত তথ্য**	
	১. প্যাকেজ/দরপত্র নং	
	২. কাজের ধরন পণ্য, কার্য ও সেবা	পণ্য / কার্য / সেবা
	৩. দরপত্র অনুযায়ী কাজের প্যাকেজের নাম	
	৪. প্রতিটি প্যাকেজে কতটি করে লট আছে	
	৫. ক্রয় পদ্ধতি	
	৬. দরপত্র পত্রিকায় প্রকাশ করা হয়েছে কিনা? প্রকাশের তারিখ ও পত্রিকার নাম (পত্রিকার কসি সংগ্রহ করুন)	
	৭. দরপত্র (১কোটি টাকার উপরে) সিপিটিইউ এর ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে কিনা?	
	৮. ডিটিপি অনুযায়ী ক্রয় পদ্ধতি	
খ.	**দরপত্র দাখিল সংক্রান্ত তথ্য**	
	১. দরপত্র বিক্রয় শুরুর তারিখ	
	২. দরপত্র বিক্রয়ের শেষ তারিখ ও সময়	
	৩. দরপত্র গ্রহনের শেষ তারিখ ও সময়	
	৪. কতগুলো দরপত্র বিক্রয় করা হযেছে	
	৫. কতগুলো দরপত্র জমা পড়েছে	
	৬.পুনঃদরপত্র আহ্বান করা হয়েছে কিনা?	
গ.	**দরপত্র উন্মুক্তকরণ ও মূল্যায়ন তথ্য**	
	১. দরপত্র উন্মুক্ত কমিটি (PoC) এর কতজন সদস্য সমন্বয়ে গঠিত হয়েছে?	
	২. দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি (PEC) হতে ১জন সদস্য দরপত্র উন্মুক্ত কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে কিনা?	
	৩. দরপত্র খোলার সময় ও তারিখ	
	৪. দরপত্র উন্মুক্তকরণ কমিটির কতজন সদস্য উন্মুক্তকরণে উপস্থিত ছিল?	
	৫. রেসপনসিভ দরপত্র দাতার সংখ্যা কত?	
	৬. নন-রেসপনসিভ দরপত্র দাতার সংখ্যা কত?	

ঘ.	**মূল্যায়ন তথ্য:**	
	১. দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি (TEC) এর কতজন সদস্য সমন্বয়ে গঠিত হয়েছে?	
	২. দরপত্র মূল্যায়ন কমিটিতে অত্র দপ্তরের বাইরের দপ্তর হতে ২জন সদস্য অন্তভুক্ত ছিল কিনা?	
	৩. দরপত্র মূল্যায়ন কমিটির সভার তারিখ ও সময়	
	৪. দরপত্র মূল্যায়ন রিপোর্ট কত তারিখে যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট জমা দেয়া হয়েছিল?	
	৫. দরপত্র Delegation of Financial Power অনুযায়ী যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদন হয়েছে কিনা?	
	৬. কত তারিখে দরপত্র চূড়ান্ত দরপত্র চূড়ান্ত অনুমোদন হয়েছে?	
ঙ.	**কার্যাদেশ প্রদান সংক্রান্ত তথ্য**	
	১. কত তারিখে Notification of Award জারি করা হয়েছে? (কার্যবিবরণী অনুমোদন)	
	২. Initial Tender Validity Period এর মধ্যে contract award হয়েছে কিনা?	
	৩. প্রাক্কলিত মূল্য (টাকা) কত ছিল?	
	৪. উদ্ধৃতদর (টাকা) কত ছিল?	
	৫. চুক্তিমূল্য (টাকা) কত ছিল?	
	৬. চুক্তি অনুযায়ী কাজ শেষ করার তারিখ কত ছিল?	
	৭. চুক্তি স্বাক্ষরের তারিক	
	৮. কার্যাদেশ অনুযায়ী কাজ শুরুর তারিখ	
	৯. বাস্তবে কাজ সমাপ্তির তারিখ কত ছিল?	
	১০. কাজ সমাপ্ত বিলম্ব হয়ে থাকলে কারন কিকি?	
	১১. কাজটি মূল ঠিকাদার সমাপ্ত করেছে কিনা?	
	১২. কাজ সমাপ্তির তারিখ?	
চ.	**বিল প্রদান সংক্রান্ত তথ্য**	
	১. প্রকল্পের প্রকৌশলী/দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কর্তৃক কাজটি সম্পূর্নভাবে সমাপ্ত মর্মে প্রত্যয়ণের তারিখ কত?	
	২. ঠিকাদারের চূড়ান্ত বিলের পরিমান ও তারিখ কত?	
	৩. কর্তনকৃত (আযকর+ভ্যাট) এর পরিমান কত?	
	৪. বিলম্ভে কোন বিল পরিশোধ করা হয়েছে কিনা?	
	৫. বিলম্বে বিল পরিশোধের জন্য কোন ইন্টারেস্ট প্রদান করা হয়েছে কিনা?	
	৬. চূড়ান্ত বিল পরিশোধের তারিখ ও পরিমান কত?	
ছ.	**দরপত্রের গ্রহণযোগ্যতা ও স্বচ্ছতা সংক্রান্ত তথ্য**	
	১. দরপত্র প্রক্রিয়াকরণের কোন পর্যায়ে কোন ধরনের অনিয়ম হয়েছে কিনা এ বিষয়ে কিছু জানেন কি?	
	২. কোন অনিয়ম হয়ে থাকলে তা কি ধরণের এবং কোন পর্যায়ে হয়েছে? সে বিষয়ে কিছু জানেন কিনা?	
	৩. দরপত্র প্রক্রিয়াকরণের কোন Award Modification করতে হয়েছে কিনা?	
	৪. কোন অভিযোগ থাকলে তা মিটানো হয়েছে কিনা?	

পরিশিষ্ট নং-০৩

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়

বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ

"শিশুর বিকাশে প্রারম্ভিক শিক্ষা"- শীর্ষক প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষাপত্র

ডিপিপি, টিপিপি এবং আরটিপিপি অনুযায়ী পণ্য, কার্য ও সেবা পরিমান ও গুনগতমান সংক্রান্ত তথ্যাবলী পর্যালোচনা চেকলিস্ট

তথ্যদাতার নাম:

তথ্যদাতার পদবী:

প্রতিষ্ঠানের নাম:

তথ্যদাতার মোবাইল নম্বর:

তারিখ:

অর্থ বরাদ্দের উৎস:			রাজস্ব / মূলধন / বৈদেশিক সাহায্য / বৈদেশিক অনুদান														
			১ম সংশোধিত					২য় সংশোধিত					৩য় সংশোধিত				
খাত	নং	অঙ্গ	ভৌত (সংখ্যা/পরিমান)		আর্থিক (টাকা)			ভৌত (সংখ্যা/পরিমান)		আর্থিক (টাকা)			ভৌত (সংখ্যা/পরিমান)		আর্থিক (টাকা)		
			লক্ষ্যমাত্র	অর্জন	বরাদ্দ	প্রাক্কলিত ব্যয়	প্রকৃত খরচ	লক্ষ্যমাত্র	অর্জন	বরাদ্দ	প্রাক্কলিত ব্যয়	প্রকৃত খরচ	লক্ষ্যমাত্র	অর্জন	বরাদ্দ	প্রাক্কলিত ব্যয়	প্রকৃত খরচ
পণ্য	১																
	২																
	৩																
	৪																
	৫																
	৬																
	৭																
	৮																
	৯																
কার্য	১																
	২																

	৩																
	৪																
	৫																
	৬																
	৭																
	৮																
	৯																
	১০																
	১১																
	১২																
সেবা	১																
	২																
	৩																
	৪																
	৫																
	৬																
	৭																
	৮																
	৯																
	১০																
	১১																
প্রকল্প অফিস এবং জনবল সংক্রান্ত	১																
	২																
	৩																
	৪																
	৫																
	৬																

পরিশিষ্ট নং-০৭

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
মূল্যায়ন সেক্টর
"শিশুর বিকাশে প্রারম্ভিক শিক্ষা"- শীর্ষক প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষাপত্র

প্রকল্প বাস্তবায়ন ও সহায়তাকারী সংস্থা কর্তৃক ব্যয় এবং কার্যক্রম অগ্রগতি সমীক্ষা চেকলিস্ট

তথ্যদাতার নাম:
তথ্যদাতার পদবী:
প্রতিষ্ঠানের নাম:
তথ্যদাতার মোবাইল নম্বর: তারিখ:

নং	সংস্থার নাম	বরাদ্দের পরিমান	ব্যয়ের পরিমান	১ম সংশোধিত প্রকল্পের আওতাভুক্ত (সংখ্যা)				২য় সংশোধিত প্রকল্পের আওতাভুক্ত (সংখ্যা)				৩য় সংশোধিত প্রকল্পের আওতাভুক্ত (সংখ্যা)				মূল প্রকল্পের আওতাভুক্ত (সংখ্যা)			
				জেলা	উপজেলা	শিশু শিক্ষা কেন্দ্র	প্রশিক্ষণার্থী শিশু	জেলা	উপজেলা	শিশু শিক্ষা কেন্দ্র	প্রশিক্ষণার্থী শিশু	জেলা	উপজেলা	শিশু শিক্ষা কেন্দ্র	প্রশিক্ষণার্থী শিশু	জেলা	উপজেলা	শিশু শিক্ষা কেন্দ্র	প্রশিক্ষণার্থী শিশু
১	বাংলাদেশ শিশু একাডেমী, প্রধান কার্যালয়																		
২	বাংলাদেশ শিশু একাডেমী, জেলা কার্যালয়																		
৩	ইউনিসেফ																		
৪	সমন্বিত সমাজ উন্নয়ন (ICDP)																		
৫	শিশু মাতৃ স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউট (ICMII)																		

৬	জাতীয় জনসংখ্যা গবেষণা ও ইনস্টিটিউট (NIPORT)																		
৭	ঢাকা সিটি কর্পোরেশন																		
৮	চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন																		
৯	খুলনা সিটি কর্পোরেশন																		
১০	রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন																		
১১	ব্রাক																		
১২	গ্রামীন শক্তি																		
১৩	ফুলকি																		
১৪	শিক্ষা উন্নয়ন ইনস্টিটিউট, ব্রাক বিশ্ববিদ্যালয় (IED-BU)																		

ডকুমেন্ট প্রদানকারী কর্মকর্তার নাম:

পদবী:

ডকুমেন্ট পর্যালোচনাকারীর নাম:

পরিশিষ্ট নং-০৮

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
"শিশুর বিকাশে প্রারম্ভিক শিক্ষা"- শীর্ষক প্রকল্পের প্রভাব মুল্যায়ন সমীক্ষাপত্র

ডকুমেন্ট পর্যালোচনা চেকলিস্ট

ডকুমেন্ট প্রদানকারী কর্মকর্তার নাম:
পদবী:
ডকুমেন্ট পর্যালোচনাকারীর নাম:

ক্রমিক নং	পর্যালোচনার বিষয়	যে সকল প্রতিবেদন/ডকুমেন্ট যাচাই করা হবে	পযালোচনা করা হয়েছে		
			হ্যাঁ	না	মন্তব্য
১	সম্পাদনকৃত সকল কাজের বাস্তব ও আর্থিক অগ্রগতি পর্যালোচনা	১. ডিপিপি প্রণয়ন, দাখিল ও অনুমোদন সংক্রান্ত তথ্যাদি;			
		২. বাৎসরিক অগ্রগতির প্রতিবেদনসমূহ;			
		৩. প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন (পিসিআর)			
		৪. মূল ডিপিপি			
		৫. সংশোধিত ডিপিপি			
		৬. অর্থ বরাদ্দ ও ছাড় সংক্রান্ত			
		৭. ELCD কর্মসূচি এবং তার বাস্তবায়ন চিত্র			
		৮. কর্মসূচির আওতায় প্রশিক্ষণ, প্রশিক্ষণার্থীর তালিকা এবং অগ্রগতি রিপোর্ট			
২	ক্রয় প্রক্রিয়াকরণ ও কার্যাদেশ প্রদানে পিপিআর ২০০৮ এবং অন্যান্য গাইডলাইন যথাযথভাবে অনুসরন করা হয়েছে কিনা?	১. দরপত্র আহ্বানের বিজ্ঞপ্তি সমুহ			
		২. দরপত্রের প্যাকেজ নির্ধারনের ভিত্তি তথা প্রাক্কলনসমূহ			
		৩. দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি (টিইসি) গঠন এবং কার্যক্রম সংক্রান্ত			
		৪. দরপত্র মূল্যায়ন প্রক্রিয়া সমূহ			
		৫. দরপত্র অনুমোদন			
		৬.দরপত্রের কার্যাদেশ প্রদান সংক্রান্ত			
		৭. দরপত্র নিষ্পত্তিতে কোনরূপ জটিলতা সংক্রান্ত তথ্যাদি;			

পরিশিষ্ট-০৯: সমীক্ষা কাজের ধারনকৃত কিছু ছবি

চিত্র: বরিশাল পাবলিক লাইব্রেবিতে আয়োজিত স্থানীয় পর্যায়ের মতবিনিময় কর্মশালা।

চিত্র: শিশু বিকাশ কেন্দ্রে পাঠদান এর ধারনকৃত ছবি।

চিত্র: দুটি শিশু কেন্দ্রের ভিতরের সাজসজ্জা এবং অবগঠন অবস্থা।

চিত্র: শিশু বিকাশ কেন্দ্রের বাহ্যিক দৃশ্যমান অবস্থা।

ছবি: সমীক্ষা কাজে কেন্দ্রে ভিতরে ও বাহিরে ধারনকৃত ছবি।

চিত্র: শিশু বিকাশ কেন্দ্রে শিশুদের খেলার তালে তালে শিক্ষা গ্রহণ।